ভবানীর মঠ।

উপন্যাস।

শ্রীস্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা,

৫০।১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৪।

ভবানীর মঠ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বগুড়া জেলার দক্ষিণ ভাগে দীর্ঘায়তন স্থান ব্যাপিয়া শার্দ্দূল-নিনাদ-মুখরিত শ্যামল বন-বিটপিরাজি বিরাজিত এক জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের দক্ষিণে খরস্রোতা স্বচ্ছতোয়া করতোয়া নদী—নদীর উভয় কূলে শ্বেত মর্ম্মর নিভ স্বচ্ছ বালুকা শয্যা।

একদা আশ্বিন মাসের শরৎকৌমুদী-বিধৌত প্রশান্ত নিশীথে সেই নদীকূলে বসিয়া এক সন্ন্যাসী স্বর-লয়-সংযোগে স্তব-গাথা গাইতে ছিলেন।

উত্তরে—করতোয়া-তীর-সমাশ্রিত রাজমহল নামক নগর। নগরে রাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুরের রাজ প্রাসাদ। নগরে বহু-লোকের বসতি। কিন্তু জঙ্গুলে দেশ—নগরের মধ্যেও সর্ব্বত্রই প্রায় তরু গুল্মলতা স্বচ্ছন্দবনজাত স্বাভাবিক শোভা বিকাশ করিয়া সগৌরবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করিতেছিল। তখনও

সেই নগরের মধ্য হইতে প্রোজ্জ্বল দীপশিখা সকল নামিয়া আসিয়া নদীর নীলজলে পড়িয়া নীল আকাশে শত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিতেছিল।

সন্ন্যাসী সুর-লয়-সংযোগে স্তব-গাথা গাহিতেছিলেন ঃ—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রোন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্ম্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখ ভীরৌ
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।
অনাথোদরিদ্রোজরারোগযুক্তো-
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

স্তব পাঠান্তে সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষু যুগল হইতে দরবিগলিত ধারে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। দিকে দিকে চান্দ্রকিরণ অঙ্গে মাখিয়া নৈশ সমীরণ বহিয়া চলিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে দূর হইতে নৈশ সমীর, ধীরে—মন্থরে গানের সুর আনিয়া সন্ন্যাসীর কর্ণে ঢালিয়া দিতে লাগিল। সন্ন্যাসী স্থির কর্ণে সে গান শুনিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি গম্ভীর—নর-নারী সুপ্ত; দিক্‌বালা স্থির—সন্ন্যাসী গানের কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন। গীত হইতেছিল :—

দোলে ফুল ধীরে ধীরে সমীর-ভরে
তরু-ডালে,
কোয়েলা পঞ্চমে গাহে প্রাণের গাথা
তালে তালে।

তটিনী তরুণ তারে মধুর স্বরে
ডাকে তাঁরে—
যে জন সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় করে
নিজ করে।
কেন মন বিষয়-বিষে মায়ার ঘোরে
আছ ভুলে,
দিবানিশি 'মা মা' ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে
নেবে কোলে।

নদীগর্ভে গান হইতেছিল। সন্ন্যাসী চক্ষুর জল মুছিয়া আপন মনে বলিলেন,—"পাগ্‌লী আস্‌ছে।"

বক্রবাহিনী করতোয়াজলে একখানি ক্ষুদ্র তরণী মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। নৌকায় এক সুন্দরী যুবতী ছিল। যুবতী তীরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া নৌকা হইতে লাফ দিয়া তীরে নামিল,—নৌকার মধ্য হইতে এক প্রৌঢ়া বলিষ্ঠা রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"আমিও আসি?"

"না, তোমার আর আসিতে হইবে না, আমি এখনই ফিরিব।" এই কথা বলিয়া যুবতী চলিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"মা, এসেছ? কিন্তু পুনঃপুনঃ তোমাকে বুঝাইয়া বলিয়াছি, তুমি বয়স্থা মেয়ে—বিশেষতঃ বিধবা। এ অবস্থায় তুমি রাত্রে কোথাও বাহির হইও না—আমার নিকটেও আসিও না। কিন্তু তুমি দুষ্ট মেয়ে, আমার কথাতে শুন্‌বে না।"

যুবতী সে কথার কোন উত্তর করিল না,—ঈষদ্ধাস্য করিল মাত্র।

যুবতী মহারাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুরের কন্যা, ভবানী। ভবানী বালবিধবা। কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যায় তাহার অপ্সরা রূপরাশি মলিন না হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবানীর পরিধানে শুক্লাম্বর—মস্তকের কেশপাশ মুক্ত, আজানু লম্বিত।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বাড়ী হইতে কতক্ষণ বাহির হইয়াছ ?"

ভ। অনেকক্ষণ। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইলে।

স। কতদূর গিয়াছিলে ?

ভ। আর কতদূর যাইব,—সেই ঝাপাঘাটার শ্মশানে।

স। শ্মশানে গিয়া কি কর মা ?

ভ। কিছু না। আমি কি করিতে জানি ? মেয়ে মানুষ—মন্ত্র তন্ত্র যোগ যাগ কিছু ত জানি না। কেবল দেখিতে যাই।

স। কি দেখ ? শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন মা ?

ভ। তা জানি না বাবা, শ্মশান আমার এত প্রিয় কেন ! কিন্তু জগতে যাহা কিছু দেখিবার জিনিষ আছে,—তার মধ্যে শ্মশান দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। শ্মশান দেখিয়া আমি যত পরিতৃপ্তি লাভ করি, এত আর কিছুতেই নয়।

স। কিন্তু উহাতে বিপদ্ আছে ?

ভ। কি বিপদ্ বাবা ?

স। শ্মশানে ভূত-প্রেত থাকে।

ভ। আমি সে সঙ্গ ভালবাসি। যাহারা সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে—যাহারা ইহলোক-পরলোক বুঝিতে

পারিয়াছে—যাহারা দেহ ও আত্মার বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে—জড়ের পরিণাম ও জড় দেহের পরিণাম, প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়াছে,—তাহাদের সঙ্গ অতীব প্রীতিকর, কিন্তু বাবা, কোন দিন তাহাদের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি নাই।

স। তবে কি করিতে যাও?

ভ। রোজ রোজ দেখিতে পাই, শত শত মানবদেহ চিতায় জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইতেছে,—শত শত মানব দেহের কঙ্কাল তীরতলে গড়াগড়ি পাড়িতেছে।

স। বুঝিয়াছি মা, তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। কিন্তু তোমার পক্ষে ওটা ভাল নয়।

ভ। কেন বাবা?

স। তুমি রাজার মেয়ে,—শ্মশানে শ্মশানে ঘোর, লোকে নিন্দা করিবে।

ভ। কেহ দেখিতে পায় না,—আমি রাত্রে যাই, রাত্রে ফিরি।

স। কথাক্রমে শাখা-পল্লবে ভূষিত হইয়া অন্যাকারে জনসমাজে প্রচার হইতে পারে, হয়ত তোমার সুনামে কলঙ্কও উঠিতে পারে,—কেহ বিশ্বাস করিবে না, তুমি শ্মশান দেখিতে গমন কর।

ভবানী সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দিল না। কেবল একবার উচ্চ হাস্য করিয়া নিস্তব্ধ হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আরও বিপদ্ আছে।"

ভ। কি বিপদ্ বাবা?

স। এই জঙ্গলবেষ্টিত দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব অত্যন্ত।

জলে স্থলে তাহাদের গতি-বিধি। কোন দিন তাহাদের নজরে পড়িলে কি বিপদ্‌ হইবে, ভাবিয়া দেখ।

ভ। আপনি কি অদৃষ্ট মানেন না? অদৃষ্টে যাহা থাকে, মানুষেব তাহাই ঘটে। যমুনা মধ্যবর্ত্তী সহস্র চিকিৎসক রক্ষিত লৌহস্তম্ভ মধ্যেও মহারাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিয়াছিল।

স। অদৃষ্ট আছে, কিন্তু পুরুষকারও আছে। পুরুষ-কারই পরবর্ত্তী অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। পরীক্ষিৎ যদি ব্রাহ্মণগলে মৃতসর্প প্রদান না করিতেন, তক্ষক-দংশনের অদৃষ্ট জন্মিত না।

ভ। প্রভু, সে সকল কথা এখন থাক্‌,—আপনি কি এখন ভবানীদেবীর নিকটে যাইবেন?

স। হাঁ, যাইব। আমার কাজ সারা হইয়াছে।

ভ। চলুন। আমি মাতৃ-দর্শন করিয়া বাড়ী যাইব।

তখন সন্ন্যাসী উঠিয়া সেই ঘন-তরু-সমাচ্ছন্ন নরমাংস-লোলুপ বন্যজন্তু পূর্ণ বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভবানীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জঙ্গল মধ্যে অতীত দীর্ঘকালের এক বহুশাখ বটবিটপী দণ্ডায়মান। তাহার তলদেশ চন্দ্রকান্তমণির উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত এবং এক গভীর গর্ত্ত-মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর।

সন্ন্যাসীরা বলেন, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী মহাঘোরা সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া মহাকাল ভগবান্‌ শঙ্কর পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

এবং পরম পুরুষ বিষ্ণু নিজ চক্র দ্বারা সেই দেহ ক্রমে ক্রমে বায়ান্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন, ক্রমে ক্রমে ঐ বায়ান্ন খণ্ড বায়ান্ন স্থানে পতিত হয়,—তাহারই একখণ্ড এই স্থানে পতিত হইয়া এই প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইহা মহাপীঠ এবং মহাশক্তির অঙ্গপ্রস্তরে শোভিত। যেখানে মহাকালী, সেই স্থানেই মহাকাল। এখানেও এক মহাকাল বিদ্যমান। এখানে দেবীর বামতল্প পড়িয়াছিল,—দেবী অপর্ণা, বামন ভৈরব।

সন্ন্যাসীর নাম কালিকানন্দ স্বামী। স্বামীজি এই পীঠের আবিষ্কর্ত্তা। কত দিন হইতে তিনি এখানে অবস্থান করিতেছেন, সে দেশের লোক কেহই তাহা বলিতে পারিত না। বৃদ্ধগণও তাঁহার আদি সংবাদ অবগত ছিল না। কালিকানন্দের আর একজন শিষ্য সেখানে বাস করিত, তাহার নাম ভৈরবানন্দ।

সকলের বিশ্বাস কালিকানন্দ বাক্‌সিদ্ধ। যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধি হইত। অনেকের বিশ্বাস, তিনিই ভৈরব—মানুষরূপে দেবীর সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনি অজর, অমর ও পুরাণ পুরুষ। কিন্তু কালিকানন্দ বলিতেন,—মায়ের প্রসাদে—যোগের ঐশ্বর্য্যে তিনি দীর্ঘজীবী মাত্র।

মহারাজা বিজয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে এই দেবীর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,—সন্ন্যাসী তাঁহাদের কুলগুরু। তাঁহাদের কুলগ্রন্থে জানা যায়, তাঁহাদের আদিপুরুষ এই সন্ন্যাসী কালিকানন্দেরই শিষ্য। মাতৃ-পূজার্থে অর্থ-সংগ্রহজন্য তাঁহাকে রাজা করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদের বংশপরম্পরায় গুরুত্ব কার্য্য করিতেছেন। সন্ন্যাসীর প্রভাবে,—মাতৃ-কৃপায়, কোন শত্রুই তাঁহাদিগের সহিত

বাদ-বিসম্বাদে যুটিয়া উঠিত না। বাস্তবিক ইহা লোক-প্রবাদ, কি আসল কথা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে সন্ন্যাসী বিজয়চাঁদের গুরু।

ভবানী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে লুঠিয়া লুঠিয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম করিল। চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদগদ কণ্ঠে মায়ের স্তব পাঠ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা হইতে দুইখানি কুশাসন আনিয়া সেই বৃক্ষতলে পাতিলেন। একখানিতে নিজে উপবেশন করিয়া অপরখানিতে ভবানীকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন;—ভবানী তাহাতে বসিল।

কালিকানন্দ বলিলেন,—"শোন, ভবানী; আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি, আর এমন মহানিশায় শ্মশানে শ্মশানে ফিরিও না। অধিকার ভেদে ধর্ম্মভেদ,—তুমি বিধবা রমণী, তোমার ধর্ম্ম গৃহ-কোণে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা।"

ভবানী ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—"ঠাকুর, আমি বিধবা বলিয়া শ্মশান দর্শনেও কি অধিকারিণী নহি? মাতৃ-দর্শনেও কি আমার আশা নাই?"

স। আত্মীয় স্বজনের সহিত দিবাভাগে মাতৃ-দর্শনে আসিও।

ভ। আর শ্মশানে? রাত্রিকালে শ্মশানে যাইতে আর যে কেহ স্বীকৃত হয় না!

স। তবে যাইও না। বড় ইচ্ছা হয়, ছ'মাস ছ'মাস অন্তর না হয়, এক দিন যেও।

ভবানী কি চিন্তা করিল,—অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তারপরে বলিল,—"আপনি যাহা বলেন, তাহা করাই আমি ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করি। আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কিন্তু আপনি কি আমার ভবিষ্যৎ মন্দ বলিয়া জানিয়াছেন?

স। সে কথা কেন?

ভ। এতদিন পরে পুনঃ পুনঃ ভয় দেখাইতেছেন কেন?

স। পূর্ব্বেও তোমাকে অনেক দিন একথা বলিয়াছি।

ভ। কিন্তু এমন করিয়া বলেন নাই। এমন নির্ব্বন্ধাতিসারে নিষেধ করেন নাই। যাই হোক্, আমি ভবিষ্যতের ভাবনায় ভীতা নহি—মা অপর্ণা দেবীই আমার ভরসা।

স। এখন একথা পুনঃ পুনঃ বলিবার আরও এক কারণ আছে।

ভ। সে কারণ, কি, ঠাকুর?

স। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, দিল্লীর বাদসাহ ঔরঙ্গজেব তোমার পিতার রাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভ। হাঁ, তাহা শুনিয়াছি।

স। মুসলমানের চর এখন দেশের সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে,—এসময় সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ রমণীদিগের আরও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

ভ। তাহারা রাজ্যলোভী,—রাজ্যের উপরেই তাহাদিগের নজর—রমণীর কি? তাহাদিগের গুপ্তচর রাজ্যের প্রজার অবস্থা, সৈন্যের অবস্থা, নগর, তোরণ, প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা ও ছিদ্রানুসন্ধানই করিবে—রমণীর অনুসন্ধান করিবে না।

স। মুসলমান বাদসাহগণের সৌন্দর্য্য-পিপাসা—ইন্দ্রিয়-

পিপাসা সমধিক। মুসলমান বাদসাহগণের যদি ঐ দোষ না থাকিত, তবে তাহাদের রাজত্ব ভারতে চিরস্থায়ী হইত। মুসলমান বাদসাহগণ রমণীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা—যে সৌন্দর্য্যময়ী রমণী লইয়া তাঁহাদের পদপ্রান্তে উপহার দিতে পারে, তাহাকে তাহার ঈপ্সিত পদার্থ প্রদান করিয়া থাকেন, ও যথেষ্ট সমাদর করেন। কাজেই মুসলমানের কর্ম্মচারীগণ—হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্যেনদৃষ্টিতে সুন্দরী ললনার অনুসন্ধান করিয়া ফিরে।

ভ। আ'জ হইতে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আমি আর শ্মশান-ভ্রমণে নিত্য বাহির হইব না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বহুদিন অন্তরে অন্তরে এক-আধ'দিন যাইব। আপনার তাহাতে মত কি?

স। ভাল তাহাই করিও—খুব দীর্ঘ দিন অন্তর—এক-আধ' দিন যাইও।

ভ। এখন আমি নৌকায় যাইব। আমাকে নৌকায় রাখিয়া আসুন। এবনে বড় বাঘের ভয়।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাড়াইলেন,—ভবানী আর একবার সেই পীঠপার্শ্বে ভূলুণ্ঠিতভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। তারপরে সন্ন্যাসী কালিকানন্দ আগে আগে গমন করিলেন,—ভবানী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ভবানী সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিয়া নৌকায় উঠিল,—মাঝী নৌকা ভাসাইয়া দিল। ঈষৎ পশ্চিমোত্তরভাগে রাজবাড়ী। শরৎ-কৌমুদীবিভাসিত করতোয়ার স্ফীত জলে নৌকা হেলিতে দুলিতে মন্থর গমনে রাজবাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল।

নৌকা রাজবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল, ভবানী ও তাহার সঙ্গিনী উভয়ে, তীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের পথে রাজবাড়ী প্রবেশ করিতে যাইতে ছিল, সহসা তাহাদের সম্মুখে এক বীরপুরুষ আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

ভবানীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল বর্ণমাধুরিমা দেখিয়া সে বীরহৃদয় টলিয়া উঠিল। বলিল,—"আপনি কে?"

ভ। আগে তোমার পরিচয় দাও।

বী। আমি মহারাজা বিজয়চাঁদের জনৈক সৈনিক। আমার নাম গণেশলাল। মুসলমানের সিপাহী সকল মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে,—মুসলমানের গুপ্তচর সকল নগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে—কখন্ কোন্ ছলে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেই আশঙ্কায় মহারাজের আদেশে তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী সকল পুরোদ্বার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে;— আমিও তাহার একজন।

গণেশলাল বয়সে নবীন—জাতিতে ক্ষত্রিয়।

ভবানী বলিল,—"আমি রাজকন্যা ভবানী। আমাকে দ্বার ছাড়িয়া দাও, আমি অন্দরে গমন করিব।"

গণেশের হৃদয় সে রূপ দেখিয়া উল্লাসিত হইল। কুক্ষণে সেই অতুলনীয় রূপের ফলিত-জ্যোতি চকিতের ন্যায় সে পাপ চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। গণেশ আত্মসংযম করিয়া বলিল,—"আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখি নাই। আপনার ছিদ্রহীন রূপের কথাও লোকমুখে শুনিয়াছি,—আ'জ নয়ন সার্থক হইল, কিন্তু রাজকীয় নিদর্শন দর্শন করিতে না পাইলে,

আপনাকে অন্দরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। রাজকুমারি, আমার এই কর্ত্তব্য-পালনের জন্য রূঢ় ব্যবহারে ক্ষমা করিবেন।

রাজকুমারী বলিলেন,—"নিদর্শন আমি কিছুই দেখাইতে পারিব না। কিন্তু দ্বার ছাড়িয়া দিতে হইবে,—নতুবা আমি কি করিয়া বাহিরে অবস্থান করিব?"

গ। কি করিব রাজকুমারী,—আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তবে—

ভ। তবে কি, বলিতেছিলে?

গ। নিকটে আমার বাস-ভবন আছে, সেখানে যদি রাত্রি বাস করিতে ইচ্ছা করেন, চলুন;—আগামী কল্য সকালে রাজান্তঃপুরে গমন করিবেন।

ভ। তুমি কি ক্ষেপিয়াছ,—আমি চলিলাম। তুমি আমাকে বাধা দিও না।

গ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন,—আমার একটা কথা শুনুন।

ভ। কি কথা?

গ। যদি কোন বিভ্রাট ঘটে—যদি আপনি রাজকন্যা না হইয়া মুসলমানের গুপ্তলোক হয়েন, আমি মহারাজকে কি বলিয়া বুঝাইব?

ভ। বুঝাইতে হইবে না, তোমার কোন ভয় নাই—আমি রাজকুমারী ভবানী।

তার পরে ভবানী আর তাহার অনুমতির অপেক্ষা করিল না। দর্পিতা সিংহীর মত সে রাজান্তঃপুর-দ্বার দিয়া অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিল। বর্শাধারী প্রহরী ভবানীকে চিনিতে পারি নমিত করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

ভবানী চলিয়া গেল,—কিন্তু সে মহিমাময় অপার্থিব রূপরাশি গণেশের হৃদয়ে ফুটিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—অমন রূপ কি ভোগ্যবস্তু নহে! চেষ্টা করিলে—প্রাণ দিলে কি ঐ রূপ হৃদয়ে ধারণ করা যায় না?

আমার বাহুতে বল আছে, হৃদয়ে ধৈর্য্য আছে, প্রাণে সাহস আছে,—এ সকলের বিনিময়েও ভবানী লাভ করা যায় না? যদি না যায়, তবে এজীবন বহনে ফল কি? যে ভবানীর রূপ দেখিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিল, তাহার জীবন ধারণ করাই বৃথা!

গণেশ স্থির করিল, প্রাণ দিয়াও যদি ভবানীকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও করিব। ভবানীকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেও যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিতে করিতে জীবন যায়,—তাহাও করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এই ঘন জঙ্গলে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লোকে বলে, সেই সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর—কালিকানন্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 'হাঁ কি না' কোন উত্তরই

ছিন্নীনুস ৯.

রহিল, কিন্তু ক এ দেশের রাজা করেন। রাজ্যের আর

এমন অধিক নহে। বন্যজাত লাক্ষা, হস্তীদন্ত, হরিতকী, বহেড়া, এবং শাল প্রভৃতি কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত—প্রজাগণ রাজকর ঐ সকল দ্রব্য দ্বারাই প্রদান করিত। বিজয়চাঁদ জাতিতে ক্ষত্রিয়। কোন কোন লোকে বলে, ঐ জঙ্গলের রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন,—কিন্তু তাহার প্রাচীন প্রমাণের একান্ত অভাব।

বিজয়চাঁদের পুরুষানুক্রমে সে রাজ্য স্বাধীন। ভারতবর্ষে তখন মুসলমান রাজত্ব,—দিল্লীর সিংহাসনে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তখন বিরাজিত। কিন্তু মহারাজা বিজয়চাঁদের রাজ্য তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন,—দিল্লীর সিংহাসন-তলে তখন তাঁহারা একটি হরিতকীও কর স্বরূপে প্রদান করিতেন না।

ব্যবসায়িগণ সে রাজ্যে আসিয়া বনজাত পণ্যদ্রব্য সকল বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া যাইতেন। কথা ক্রমে ক্রমে দিল্লীর বাদশাহের কাণে উঠিল তিনি সেই পণ্য বহুলা রাজ্যভূমির জন্য লালায়িত হইলেন। রাজমহলের পুরাণ রাজত্ব ধ্বংস করিয়া মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া সে দেশ স্বরাজ্য ভুক্ত করিবার বাসনা করিলেন। মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইলে, বিখ্যাত বীর সরফরাজ খাঁর অধীনে দশ সহস্র সৈন্য, পঞ্চাশটি কামান, অশ্ব, গজ, শকট প্রভৃতি প্রদান করিয়া সেই দেশে প্রেরণ করিলেন।

মুসলমান সৈন্য রাজ্য দখল করিতে আসিতেছে, মহারাজা বিজয়চাঁদ সে সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত হইলেন। মুসলমানের গুপ্তচর নগরের অবস্থা পরিদর্শন জন্য ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও তিনি শুনিতে পাইয়াছেন ;—তাই

সতর্কে—বিপুল সাবধানে, তিনি চারি দিকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া মুসলমান চরেরা কোন প্রকার গোলযোগ বাধায় এই জন্য প্রহরী সত্ত্বেও প্রতি দ্বারে দ্বারে এক একজন বুদ্ধিমান্ সৈনিক রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধাযোজন বিপুলতর ভাবেই করিতেছিলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন প্রত্যূষে মহারাজের চরাধিকারী আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, "পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান-সেনা বগুড়া পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে- দ্বিপ্রহব না হইতেই বোধহয় তাহারা নগরাবরোধ করিতে পারে।"

সংবাদ শুনিয়া মহারাজ কিছু চিন্তান্বিত হইলেন,—তখনই মুসলমান-সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য বহু সহস্র সৈন্য প্রেরণ কবিলেন, এবং পবামর্শ গ্রহণ জন্য ও দেবীকৃপা লাভের জন্য কুলগুরু কালিকানন্দ ঠাকুরকে আনিতে পাঠাইলেন।

ভীষণ কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণ নগরের বাহির হইয়া গেল; এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেই সন্ন্যাসী কালিকানন্দ আসিযা রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসী আসিবামাত্র মহারাজা উঠিযা তাঁহার চবণবন্দন করিলেন.—এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বহুমূল্য রত্ন সিংহাসনে তাঁহাকে উবেশন করাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নগরোপকণ্ঠে মুসলমান-সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই কি আমাকে ডাকাইয়াছ?"

মহারাজ। আজ্ঞা। দাসের আপনিই বল, বুদ্ধি, ভরসা,—চিরদিনই এ বংশ আপনার আশ্রিত।

স। মা অর্পণা দেবীই এবংশের কুলদেবতা, তিনিই রক্ষা করিবেন। এক্ষণে নগর রক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত করিয়াছ?

ম। এ নগর মা অর্পণা দেবীর রক্ষিত—বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য মানুষ-হস্ত-নির্ম্মিত অন্যকোন উপায়ত নাই,—দুর্গ, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতি তেমন সুন্দর কিছুই নাই।

স। মা অর্পণাদেবী চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও রক্ষা করিবেন,—আমি মাতৃ-চরণে সে নিবেদন করিয়াছি।

ম। মায়ের কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইয়াছে? আমি সকল কার্য্যেই তাঁহার প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করি।

স। অভয় পাইয়াছি,—কোন ভয় নাই।

ম। আপনার বাক্যই ব্রহ্ম-বাক্য। এক্ষণে কিরূপ ভাবে বীরবহুল মুসলমান অনীকিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিব, তাহা বলুন?

স। আমি বিবেচনা করি, যেমন এক দল সৈন্য সম্মুখ হইতে মুসলমান-সৈন্যের সম্মুখভাগে বাধা দিতে গিয়াছে, তেমনি আব এক দল সৈন্য বগুড়ার উত্তর পথ ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করুক। আর নগরে আপনি স্বয়ং কিয়ৎসংখ্যক সাহসী সৈন্য লইয়া অবস্থান করুন।

ম। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনার চরণে আমার আর এক নিবেদন।

স। কি?

ম। রাজমহালের বিজয় কামনায় আপনি অদ্য মহাশক্তি পূজার বিপুল আয়োজন করিবেন। রাজবাড়ী হইতে [illegible]

ছাগল ও মহিষ প্রেরিত হইবে,—ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা করিবেন। আর ত্রিজগতে ভয়-হারিণী মায়ের নিকটে অভয় প্রার্থনা করিবেন।

সন্ন্যাসী স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তখন অর্পণা পূজার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আরও বহু সহস্র সৈন্য যথোপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি-সহ বগুড়ার উত্তর পথ ঘুরিয়া মুসলমান সৈন্য-দলনার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং নিজে কতকগুলি সাহসী সৈনিকপুরুষের সহিত পুরী মধ্যে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তবে নগর মধ্যে সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প সংখ্যায ছিল,—কেন না, বীরবহুল মুসলমান-সৈন্যগণকে উত্তর দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। নগরে পাঁচ সহস্রের অধিক সৈনিক, এবং দশ বারটির অধিক কামান ছিল না। গণেশলাল নগর মধ্যেই ছিল।

বগুড়ার পথে প্রথম দলের সহিত মুসলমান-সৈন্যের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলের রণভেরী বাজিয়া উঠিল,—উভয় দলের কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়া অনল উদ্গীরণ করিল,—উভয় দলের অসি, তরবারি, শূল, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র উত্থিত পতিত হইল—উভয় দলের বীরের হুহুঙ্কারে, অশ্বের হ্রেসারবে, গজের বৃংহতিতে, কামান বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমল যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য সম-সংখ্যক হইলেও মুসলমান যোদ্ধাগণ রণপণ্ডিত—আর বিজয়চাঁদের সৈন্যগণ অশিক্ষিত—কাজেই তাহারা পরাজিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের ভীমবেগ ইহাদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল,—

সৈন্যগণ প্রায় ছত্রভঙ্গ ও পলায়নপর হইয়া উঠিয়াছিল,—সেনাপতি প্রাণপণ করিয়াও সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ রাখিতে পারিতে ছিলেন না। সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, মুসলমান সৈন্য শ্রেণীর অর্দ্ধেক লোক পশ্চাৎ ফিরিয়া পড়িয়াছে। অর্দ্ধেক আন্দাজ তাঁহাদিগের দিকে সম্মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত হীন বিক্রমে-যুদ্ধ করিতেছে। সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, পশ্চাৎ হইতে আক্রমিত হইয়াই মুসলমান-সৈন্য ফিরিয়া পড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে। তখন তিনি সে কথা সৈন্যগণকে শুনাইয়া দিয়া পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। সৈন্যগণও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আবার অমিত তেজে যুদ্ধারম্ভ করিল। প্রায় ছয় দণ্ড যুদ্ধ হইল।

কিন্তু মহারাজের সৈন্যগণ সংখ্যায় অধিক এবং দুইদিক্ দিয়া আক্রমণ করিয়াও বাদশাহের সৈন্যগণের সে ভীম বিক্রম সহ্য করিতে পারিল না। ছয় দণ্ডের মধ্যেই মুসলমান-সৈন্যগণ রাজ-সৈন্যকে বিধ্বস্ত ও বিমর্দ্দিত করিয়া তুলিল। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তাহারা মুসলমান-সৈন্যের কিছুই করিতে পারিল না। বহু সৈন্য হত এবং বহুসৈন্য নিহত হইল,—কিন্তু তথাপি তাহারা শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল না,—যুদ্ধ করিয়া রণভূমিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতে লাগিল। আরও ছয়দণ্ড অতিবাহিত হইল,—তখন উভয় দিকের হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সেনাপতিগণ জঙ্গলে পলায়ন করিলেন,—মুসলমান-সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া ভৈরব নিনাদ করিল। চর সে বার্ত্তা লইয়া নগর মধ্যে ধাবিত হইল।

মুসলমান সেনাপতি বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে

বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। তারপরে সহকারিগণের সহিত যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

মুসলমান সেনাপতি সরফরাজ খাঁ সহকারী সের খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আমরা কি করিব, বিবেচনা করিতেছেন?"

সে। আমার বিবেচনায় এই রাত্রেই আমরা নগর আক্রমণ করি।

স। সে বিবেচনা আমি ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না।

সে। কেন?

স। মনে করুন, আমরা নগর আক্রমণ করিতে গেলাম,—নগর কিছু সৈন্য শূন্য নাই, প্রাচীর কিছু কামান শূন্য নাই,—আমরা সে বেগের গতিরোধ করিতে না করিতে যে সকল সৈন্য এখন জঙ্গলে পলাইল, তাহারা সমবেত হইয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে আবার আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তখন আত্মরক্ষা করিতেই প্রয়াস পাইতে হইবে—নগর জয় করিব কি প্রকারে?

সে। বলি শুনুন। যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি ছত্রভঙ্গ ও আহত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহারা এই রাত্রের মধ্যে কখনই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিতে পারিবে না। কিন্তু আজ সময় দিলে তাহারা সুস্থ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে,—অধিকন্তু আরও নূতন নতন লোক জুটাইয়া দলপুষ্ট করিয়াও আসিতে পারে। ছিত্রী।।র আক্রমণ করা কঠিন হইবে। অতএব, অদ্যাই আমি ... অবসর জ্ঞান করি।

স। নগরে কত সৈন্য আছে ঠিক জানা যায় নাই,—সৈন্য-গণও আজিকার ভীষণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে। আমার বিবেচনায় আজিই উত্তম অবসর। আমাদের গুপ্তচর বলিয়াছিল, রাজার সৈন্যসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপরে নহে। তাহার পনর ষোল হাজার দুই দিক্ দিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,—নগরে চারি পাঁচ হাজারের অধিক সৈন্য নাই।

স। তবে কি আ'জই নগর আক্রমণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন?

সে। হাঁ, আমি সেই বিচেনাই ভাল জ্ঞান করি। এখনও সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব। শোনা গিয়াছে, এখান হইতে নগর তিন চারি ক্রোশের অধিক হইবে না। দ্রুত গতিতে গমন করিলে আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগরে উপস্থিত হইতে পারিব—এবং সন্ধ্যার ঘন-তমসাচ্ছাদিত নগরে কামানের আগুণে আলোক জ্বালিয়া দিব।

তখন তাহাই স্থিরীকৃত হইল। সেনাপতি সরফরাজ খাঁর আজ্ঞায় সেখান হইতে বস্ত্রাবাস উঠিল,—হস্ত্যশ্ব কামান বন্দুক পদাতি প্রভৃতি সকলেই দ্রুততর গমনে রাজমহল অভিমুখে ধাবিত হইল।

ঠিক্ সন্ধ্যাকালে মুসলমান অনীকিনী নগরের সিংহদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র কামানে অগ্নিসংযোগ করিয়া মহারাজ বিজয়চাঁদকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল।

মহারাজা পূর্ব্বেই পরাজয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন,—সিংহদ্বারে পাঁচটি কামান সর্ব্বদা তাহাদের বিশাল বদন

ব্যাদান করিয়া পড়িয়া থাকিত,—সময় বুঝিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল। ভীষণ বেগে অগ্নিময় লৌহপিণ্ড সকল মুসলমান-সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল। মুসলমান-গণও কামানের উপরে কামান দাগিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

রাজমহল সুদৃঢ় দুর্গে রক্ষিত ছিল না। মৃৎপ্রাচীরে দুর্গের কাজ করিত। মৃৎপ্রাচীরেই সিংহদ্বার—মৃৎপ্রাচীরেই তোরণ দ্বার।

মুসলমানের গোলায় সে মৃৎপ্রাচীর অধিকক্ষণ টিঁকিল না। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত গোলাবৃষ্টি করিয়া মুসলমানেরা সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া নগরের মধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। মুসলমান-বিক্রম তখন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত—মুসলমানের বীর-বিক্রমে তখন সকল দেশবাসীই সন্ত্রাসিত। সেই মুসলমান-সৈন্য নগরের সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে,—আর কয়েক দণ্ডের মধ্যেই তাহারা নগরে প্রবেশ করিবে,- এই সংবাদ শীঘ্রই নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তখন নগরবাসী বিপদের কোলাহল তুলিয়া আপন আপন ধন মান ও স্ত্রী-পুত্র রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গৃহে গৃহে কোলাহল- গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ।

বিজয়চাঁদ প্রমাদ গণিলেন। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ...র্থে বাহিরে গমন করিয়াছেন,- সৈন্য সংখ্যাও নগরে নিতান্ত ...য়াছে। এতক্ষণ প্রাণপণ করিয়াও মুসলমান-সৈন্যের ...করা গেল না—নগরের দ্বার মুক্ত হইয়াছে---শীঘ্রই

তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় নগরের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। প্রজা-গণ হাহাকার তুলিয়াছে,—এ সময়ে কে রক্ষা করিবে? তিনি একা,—একা কি করিতে পারিবেন? মনে মনে গুরুদেব কালিকানন্দ ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন। তারপরে উদ্ধনতযুক্ত করে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"মা দুর্গতিহারিণী দুর্গে—মা অপর্ণে, রক্ষা কর মা।"

এই সময়ে গণেশলাল আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"মহারাজ, আমাদের সৈন্যগণ প্রাণপণে যুঝিয়াও মুসলমান-সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। হতাহতের সংখ্যা এত অধিক যে, এরূপে আর দু'চা'র দণ্ড যুদ্ধ চলিলে, আমাদের সৈন্য নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।"

মহারাজা চিন্তান্বিত স্বরে বলিলেন,—"মুসলমান-সৈন্য কত দূর?"

গ। আমি দেখিয়া আসিয়াছি গড পার হইয়াছে।

বি। তবে নগরে আসিয়াছে?

গ। হাঁ, কিন্তু এখনও পূর্ণাক্রমণে ফিরিয়া পড়িতে পারে।

বি। সৈন্যগণ কি করিতেছে?

গ। পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না,—কিন্তু কেহই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয় নাই। তবে হতাহতের সংখ্যা বড় অধিক।

বি। চল আমিও যাইতেছি।

গ। আপনি নিজে?

বি। আর কে যাইবে? সেনাপতিগণ বাহিরে—আর

৩

বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র নাই,—আমি না গেলে কে পুরী রক্ষা করিবে ? চল চল আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

গ। আমাকে দয়া করিয়া সেনাপতি করুন—আমি মহারাজের কাজে প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছি।

বিজয়সিংহ গণেশলালকে সঙ্গে করিয়া ত্বরিত পদে রণস্থলে গমন করিলেন, এবং সর্ব্ব-সমক্ষে গণেশলালকে সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

গণেশলাল মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া তরবারি গ্রহণ করিল, এবং সেই সমরানল মধ্যে সৈন্য চালনা করিয়া পুরোভাগে গমন করিল। মহারাজ বিজয়চাঁদ পশ্চাৎ হইতে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইল। একা গণেশলাল সহস্রে পরিণত হইল। কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় তাহার হস্তের দ্বিধার তরবারি আঘুর্ণিত হইতে লাগিল।

শারদীয় নির্ম্মল আকাশে সহসা প্রগাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। দ্বিপ্রহরের ঘন-ঘোর রজনী—দিকে দিকে অন্ধকার ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। উপরে মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্বিকাশ—নিম্নে রণকোলাহলের মধ্যে উভয় পক্ষের কামানের গর্জ্জন। সমস্ত নগর মুখরিত ও সন্ত্রাসিত হইল।

সহসা প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঝড় জল বহুক্ষণ স্থায়ী হইল,—মুসলমান-সৈন্যগণ তখনও গড় হইতে উঠিতে পারে নাই। বৃষ্টির জলে গড় প্লাবিত হইল—ঝড়ে জলে মুসলমান-সৈন্য বিপদ্ গণিল। গ[illegible] সেই অবকাশে মুসলমান-সৈন্যের উপরে আগ্নেয়াস্ত্র প্র[illegible]না করিতে লাগিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে মুসলমান-সৈন্যের

পরাজয় হইল,—তাহারা ফিরিয়া গড়ের উপরে উঠিল। তখনও ঝড় জল থামে নাই।

গণেশলাল সমস্ত কামান আনিয়া গড়ের মুখে স্থাপিত করিলেন, এবং মুহুর্মুহুঃ তাহাতে অনল সংযোগ করিয়া শত্রুসংহার করিতে লাগিল। মুসলমানেরা কিন্তু কামানে অগ্নি সংযোগ করিতে অপারগ হইল।

মুসলমানেরা নিরাশ্রয়—তাহাদের বারুদ ভিজিয়া গিয়াছিল,—সুতরাং তাহারা বিষমরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল;—গণেশলাল যুদ্ধে জয় লাভ করিল।

বিজয়চাঁদ গণেশলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বীর, তোমার বাহুবলে আজি নগর রক্ষা হইল। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব। তুমি কি চাও?"

গণেশলাল অভিবাদন করিয়া বলিল,—"অনুগত কর্ম্মচারী আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আপনার দয়াই আমার যথেষ্ট পুরস্কার!"

বি। তথাপি আমি তোমাকে কিছু দিতে চাহি।

গ। এ দাস চিরানুগত—যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাজ-প্রসাদ বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করিব। একটি কথা।

বি। বীরবর, কি কথা বল?

গ। এ যুদ্ধ জয় আমার বীর-বাহু-বলে হয় নাই।

বি। তবে কি প্রকারে হইল? আমিত তোমাকেই এজয়ের মূল বলিয়া জানিয়াছি।

গ। না মহারাজ,—এক দৈবশক্তির আবির্ভাবে এ যুদ্ধ জয় হইয়াছে। আকাশে যখন প্রথম মেঘের সঞ্চার হয়, এখন

আমি চকিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিযাছিলাম—মেঘের কোলে মহামেঘপ্রভায যেন এক ষোড়শী আবির্ভূতা হইলেন,—তিনি নামিযা আসিয়া মুসলমান-সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বামকরে কৃপাণ—দক্ষিণ করে অভয়।

মহারাজা বিজযচাঁদ সে কথা শুনিয়া পুলকপূর্ণদেহে গদ্গদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা মা, অপর্ণে! দাসের কথা মনে কি ছিল মা? গণেশলাল, তুমি ধন্য, কেন না, সে রূপ দেখিতে পাইয়াছ। আমিও কৃতার্থ হইয়াছি—মা তাঁহার দীন সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া বিপদে ত্রাণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমাব সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ প্রদান করিয়া তুমিও বিশ্রাম কর গে। কিন্তু সাবধান ও সতর্কতার সহিত অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিও। মুসলমানগণ পুনরাক্রমণ করিতে পারে।"

গ। সেজন্য আপনার বিন্দুমাত্রও চিন্তা নাই। আমরা মহাশক্তি-কর্তৃক রক্ষিত—আমাদের কোন ভয় নাই।

যুদ্ধশ্রান্ত রাজা বিজয়চাঁদ গণেশলালের উপরে সৈন্য ও নগরের ভার অর্পণ করিয়া রাজান্তঃপুরে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে যে সকল রাজসৈন্য মুসলমান-সমরে পরাভূত হইয়া বনে জঙ্গলে পলাইযা গিয়াছিল, তাহারা সমবেত হইয়া একত্রে আসিয়া মুসলমানগণের উপরে ভীষণ বিক্রমে আপতিত হইল।

পূর্ব্ব রাত্রের ঝড়জলে মুসলমানগণের সুবিপুল ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদিগের অনাচ্ছাদিত বারুদের গাড়ী ভিজিয়া সমস্ত বারুদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল,—বহুসংখ্যক পদাতি গড়ের জলে ও বিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। কয়েকটি কামান গড়ের

মধ্যে নামাইয়াছিল, তাহা আর তুলিয়া আনিবার সাবকাশ পায় নাই।

প্রত্যূষে—সেই আর্দ্র বারুদ না শুকাইতে, বিনষ্ট অস্ত্রাদি আহৃত না হইতে হইতে পতঙ্গপালের ন্যায় রাজকীয় সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং কামানে ভীষণ অনল জ্বালিয়া জ্বলন্ত গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মুসলমানগণও নিশ্চিন্ত রহিল না—তাহারাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিনের বিজয়লক্ষ্মী তাহাদিগের উপরে একেবারে বিরূপা হইলেন,—আকাশপটে মধ্যাহ্নতপণ সমুদিত হইতে না হইতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। অনেক হতাহত মুসলমান সেই চির অপরিচিত দেশে পড়িয়া রহিল।

রাজমহলে বিষাদ-কোলাহলের পরিবর্ত্তে আনন্দের ধ্বনি উঠিল।

এই ঘটনার কযেক দিন পরে বিজয়চাঁদ বাহাদুর সংবাদ পাইলেন, মুসলমানগণ আট দশ ক্রোশ দূরে থাকিয়া বল সংগ্রহ করিতেছে। সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি সমর সচিগবণকে আহ্বান করিয়া মুসলমান তাড়াইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই সমস্বরে বলিলেন,—"শত্রুর শেষ, অগ্নির শেষ ও ঋণের শেষ রাখিতে নাই।"

গণেশলাল দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল।

এবার প্রকৃত যুদ্ধ নহে;—রাজকীয় সৈন্যগমনবার্ত্তা পাইবাই মুসলমানগণ ভীত হইয়া পড়িল। তখনও তাহারা বিনষ্ট শক্তি পুনঃ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। গণেশের সৈন্যসক

কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া তাহারা করতোয়া পার হইয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিল। গণেশলালও সসৈন্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সেবারকার যুদ্ধেও অনেক মুসলমান, হিন্দুর ধনুঃনিঃসৃত তীরবিদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

মুসলমানগণ এই সামান্য যুদ্ধে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্থ ও অপমানিত হইয়াছিল,—ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় যুদ্ধেও তাহারা তেমন ক্ষতিগ্রস্থ ও অপমানিত হয় নাই।

পরাজিত, দলিত ও অপমানিত হইয়া সরফরাজ খাঁ, সের খাঁর সহিত সমস্ত সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেলেন,—আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

গণেশলাল বীরবাহুর আস্ফালন করিয়া, বীরনাদে দিগন্ত কাপিত করিয়া, সসৈন্য নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাঁহার আগমনে নগরে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। নগরবাসিগণ তাঁহার গলে বিজয়মাল্য প্রদান করিল,—কুলনারীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনি দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। মহারাজা বিজয়চাঁদ গণেশলালকে একখানি সুন্দর তরবারির সহিত প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করিলেন। গণেশলালের বীর কাহিনীর প্রশংসা নগরের প্রাসাদে প্রাসাদে—কুটীরে কুটীরে—লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। যে গণেশ সামান্য একজন সৈনিক ছিল,—সেই গণেশ আজি সকলের পরিচিত ও সম্মানার্হ হইলেন।

বিজয়োৎসবে নগর কয় দিনের জন্য মুখরিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদ সপরিবারে অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে তাঁহার পূজোৎসব করিতে গমন করিলেন। গণেশলাল প্রভৃতি বিজয়ী সৈনিকগণ, অনেক দাসদাসী, বহু পাত্রমিত্র সপরিবারে—স্ত্রী কন্যা পুত্র লইয়া অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে গমন করিলেন।

সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর মায়ের পূজা করিতেছেন,—মহারাজা বিজয়চাঁদ পাত্রমিত্র লইয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অপর পার্শ্বে রাণী শৈলেশ্বরী, কন্যা ভবানী ও অপরাপর যোষিৎবর্গে সমাবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে ঢাক ঢোল সানাইয়ের উচ্চ বাজনা—ধূপ ধূনা গুগ্গুল পুড়িয়া পুড়িয়া সুগন্ধি বিস্তার করিতেছে। কালিকানন্দ ঠাকুরের দক্ষিণে-বামে বহু-উপচার-সমন্বিত নৈবেদ্য রাশি সজ্জীকৃত;—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প-রাশি স্তূপীকৃত রহিয়াছে। যূপকাষ্ঠে ছাগ মেষ মহিষ বলির জন্য বাঁধা রহিয়াছে। লোহিত শ্বেতপতাকা সমূহ চারিদিকে পতপত শব্দে উড্ডীন হইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেই নীরব। সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীপূজা দর্শন করিতেছেন। সকলেই বিষয়-বাসনা কাম-কামনা ভুলিয়া দেবীপূজা দর্শন করিতেছিলেন।

গণেশলাল কিন্তু অনন্যচিত্তে পূজা দর্শন করিতে পারিতেছিল না। সে কাম-কটাক্ষে এক একবার রাজকুমারী ভবানীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিতেছিল। ভবানী কিন্তু একবারও অন্যদিকে চাহিতেছে না,—তাহার চক্ষু দেবী-দিকে। গণেশলাল

সে রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইতেছিল। তাহার হৃদয়ে সে রূপরাশি প্রবেশ করিয়া প্রবলরূপে দহন করিতেছিল।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল,—ক্রমে ছাগ মেষ মহিষ বলি হইয়া গেল—ক্রমে হোমানল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল,—ক্রমে পূজা শেষ হইল। তখন আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ প্রভেদ ছিল না,—ধনী-নির্ধন, রোগী নিরোগী বিভেদ ছিল না—স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য ছিল না। ভোগের প্রসাদ, পাতা পাতিয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। তারপরে কালিকানন্দ ঠাকুরের আদেশে—সকলে সেই বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী ভবানী স্বভাব-স্বচ্ছন্দ-বনজাত বিহঙ্গিনীর মত অনেকটা স্বাধীনভাবে বিবরণ করিত। সে বড় কাহারও সঙ্গে মিলিত না—কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিত না। সে পিতৃ-গুরু কালিকানন্দ ঠাকুরের নিকট সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিত,—আর সময়ে একাকিনী উদ্যানে—কাননে, শ্মশানে, দেবী-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এখনকার বাঙ্গালী পাঠক ভবানীর এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনায় বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু স্বাধীন হিন্দু রাজার কন্যা, এখনকার চেয়ে তখন অন্যরূপ ছিলেন,—বিশেষতঃ রাজা বিজয়চাঁদ পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয়,—পশ্চিম দেশের আচার-ব্যবহারে তিনি অনুপ্রাণিত, কাজেই তাঁহার সংসারে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল।

ভবানী ও তাহার এক সখী—একটা বনতরু-তলে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছিল। তাহার সখীর নাম অম্বিকা।

কথায় কথায় অম্বিকা বলিল,—"তবে মরিয়া গেলে মানুষ

ফুরায় না? প্রেমের সুরভিশ্বাস বুকে করিয়া আতিবাহিক আত্মা প্রেমের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে থাকে?"

ভ। সে কথা নিশ্চয় সত্য বলিয়া জানিও।

অ। তুমি সে দিন বলিয়াছিলে, সৃষ্টিকাল হইতে মানব আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে—এই সকল আত্মা অবিনাশী; ইহারা চিরদিনই থাকে,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাদিগের কি কখনও মুক্তি নাই?

ভ। মুক্তি অর্থে কি বলিতেছ?

অ। আমি শুনিয়াছি, মুক্তি হইলে জীব ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায়। ঈশ্বর মহাসমুদ্র, আর জীব তদুৎপন্ন বুদ্বুদ রাশি;—বুদ্বুদ ভাঙ্গিয়া জল হইয়া মহাসাগরে মিশিলেই বুদ্বুদের মুক্তি হইল। ঘটাকাশ ভাঙ্গিয়া মহাকাশে—মিলিত হইলেই ঘটাকাশের মুক্তি হইল।

ভ। কথাটা প্রায় ঐ রকমই বটে, কিন্তু আরও কিছু আছে।

অ। আর কি আছে?

ভ। মুক্তি অর্থে মোচন,—আমাতে যে সুখ-দুঃখ-মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা মোচন বা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। ফলকথা, প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা, এই যে, জড়সম্বন্ধ রহিত হওয়াই কেবল অর্থাৎ মুক্তি।

অ। মুক্তি হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে?

ভ। তাহা বাক্য দ্বারা বলা যায় না,—আমরা বদ্ধ অবস্থার জীব—আমাদের ধারণায় সে ভাব আসে না; আর ইহলোকে

তাহার কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তও নাই। তবে শাস্ত্রকারগণ একটি সামান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদ্বারা সামান্য ভাবে মুক্ত অবস্থার ভাব বোঝা যায়। সে দৃষ্টান্ত সুষুপ্তি অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা। জীব যখন সুষুপ্তি কালে প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখে মুক্ত হয়; কেবলী ভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি মুক্তিকালেও হয়। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তি কালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন থাকেন, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না। সুষুপ্তির বিরাম আছে, ভঙ্গি আছে, মুক্তির বিরাম ও ভঙ্গি কিছুই নাই। সুষুপ্তির পর উত্থান হয়, উত্থান হইলে আবার সুখ-দুঃখ জন্মে,—মুক্তি হইলে আর তাহা হয় না।

অ। মুক্তি হইলে লাভ কি?

ভ। লাভ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আত্মার স্বরূপ স্বভাবতই আনন্দ-ঘন, সুতরাং মুক্ত হইলে নির্ব্বিকার ও আনন্দ-ঘন হন।

অ। প্রণয়ীর এরূপ মুক্তি হইলে যে তাহাকে ভালবাসিত, সে কি করে? সে তখন নিশ্চয়ই তাহার নিকট হইতে উৎসব প্রভাতের পুষ্পমালিকার মত দূরে পড়িয়া থাকে?

ভ। না না, তা হইবে—কেন?

অ। তবে কি হইবে?

ভ। প্রণয়ের একটা গুণ আছে, আকর্ষণ। এক আত্মা প্রেমের বলে অপর আত্মাকে টানিয়া—আকর্ষণ করিয়া লয়। একজনের মুক্তিতে অপরের মুক্তি অবসম্ভাবি।

অ। একথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

ভ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

অ। সে কারণ কি?

তুমি কাচপোকা কর্ত্তৃক তেলাপোকা ধরা দেখিয়াছ?

কাচপোকা তেলপোকাকে ধরিলে, ভয়ে হউক, চিন্তাতে হউক,—তেলাপোকা কাচপোকাকে ভাবিতে থাকে,—ভাবিতে ভাবিতে তেলাপোকা কাচপোকা হইয়া যায়। প্রণয়ী প্রণয়িণীকে ভাবে,—প্রণয়িণী প্রণয়ীকে ভাবে,—ভাবিতে ভাবিতে প্রণয়ী প্রণয়িণী হয়, প্রণয়িণী প্রণয়ী হয়। তখন দুই মরিয়া এক হয়—দুই বিন্দু নীহার গলিয়া এক বিন্দু হয়। তাই একজনের মুক্তিতে অপরের মুক্তি হয়।

অ। অনেক দেশের স্ত্রীলোকের বিধবা বিবাহ আছে; আমি বিবেচনা করি, আমাদের দেশে যদি সেই প্রথা প্রচলিত থাকিত,—তবে বড় ভাল হইত।

ভ। কিসে ভাল হইত পোড়ারমুখী? অপসন্দ বরকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া অপরকে বিবাহ করিতে নাকি?

অ। না না, তা আবার কে করিতে যায়? তবে যে মন্দভাগিনী অজ্ঞানে বিবাহিতা হইয়া পতি-ধনে বঞ্চিত হয়, তার একটা উপায় হইতে পারে।

ভ। কি হইতে পারে?

অ। পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারে।

ভ। তুমি কি মরদ?

অ। কেন?

ভ। পর্ব্বত নিঃসৃতা নদী সাগরাভিমুখে ধাবিতা—তাহাকে অন্য দিকে টানিয়া লইলে সে কি সুখী হয়?

অ। তোমার মোটা কথা ছাড়িয়া দিয়া বুঝিয়া দেখ,—যাহারা স্বামী-হারা তাহারা কত কষ্টে দিন কাটায়।

ভ। আর যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেদেশের

সব রমণীই কি সুখী? আর বিধবারা বুঝি সব অসুখী? সুখ আর দুঃখের পার্থক্য না জানিলে স্থূল বুদ্ধিতে ঐরূপই বোঝা যায়।

অ। সুখ দুঃখ তবে কি?

ভ। সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ—তাহা আত্মার নহে। মন ইন্দ্রিয়ের রাজা—মনেই সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়। ইচ্ছাদিও মনোধর্ম্ম। বিষয় সংযোগের অনন্তর ঐ সকল মনোধর্ম্ম বিকশিত হয় মাত্র।

অ। হয় হউক সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম—তথাপিও মনে সুখ হয়।

ভ। সুখ হইলেই দুঃখ হয়,—আলো আসিলেই অন্ধকার আসে। জীবন হইলেই মরণ আছে। আত্মাকে প্রকৃতির বাহু-বন্ধনবিমুক্ত করিতে পারিলেই যখন মুক্তি—তখন প্রাকৃতিক বিষয়ে যত লিপ্ত হওয়া যায়, ততই দুঃখ। দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা সাধন করা—সাধনে একাগ্রতা চাই,—দিনে দিনে নূতন নূতন পতি কাড়িলে কি সে একাগ্রতা লাভ হইতে পারে?

অ। যে দেশে পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা আছে, সে দেশে তবে কি প্রেম হয় না?

ভ। না সেখানে প্রণয় পাশবধর্ম্মী। আমাদের দেশেও আগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। যখন সকলে বুঝিতে পারিল,—ইহাতে আত্মার উন্নতি নাই, অবনতি; তখন এ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল। অন্যান্য যে দেশে এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে,—সময়ে সে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষায়

সুখ নাই—নিবৃত্তিতে সুখ আছে; ইহা সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে। মানুষ যখন জানিতে পারে,—সে ইহলোকের নহে, পরলোকের। মানুষ যখন জানিতে পারে, এক জন্মে তাহার কাজের শেষ হইবে না—জন্ম জন্ম ঘুরিতে হইবে,—মানুষ যখন জানিতে পারে, তাহার প্রণয়ী তাহার প্রেমের প্রতীক্ষায় বিদেহী অবস্থায় স্বর্গে বা নরকে অবস্থান করিতেছে,—মানুষ যখন জানিবে পৃথিবীর দু'দণ্ডের খেলা ছাড়িয়া যাইবা মাত্র তাহার সাক্ষাৎ পাইবে,—তখন সে কেন অন্ত আপদ ডাকিয়া আনিতে যাইবে? যতক্ষণ মানুষ তাহা জানিতে না পারে, ততক্ষণ কেবল পাশব-বৃত্তি লইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে।

অ। আর যাহারা তাহা বুঝে, তাহারা কেন পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না? তুমি বুঝিয়াছ,—তুমি কালিকানন্দ ঠাকুরের নিকটে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, তুমি না হয়, সে পথে না যাইবে—কিন্তু যে সকল শিক্ষা পায় নাই, অথচ পতি ধনে হারাইয়া হতাশের দীর্ঘ শ্বাস বহিয়া বেড়াইতেছে,—তাহাদের পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ কি মন্দ কাজ?

ভ। অসভ্য সমাজের বয়স্থাগণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ অবগত নহে,—রোগ হইলে তাহাদের অবোধ সন্তানগণ কষ্ট পাইয়া থাকে; আর সভ্য সমাজে ঔষধ প্রচলন আছে,—সভ্য সমাজের বয়স্থেরা ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হয় জানে; কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা জানে না—তাই বলিযা কি সে শিশুগণের ঔষধ খাওয়া কর্ত্তব্য নহে? যে সমাজের লোক পারলৌকিক কাণ্ড অবগত নহে—ইন্দ্রিয়-দমনের সুফল জ্ঞাত নহে, সে সমাজের

অবোধ রমণীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করে,—আর যে সমাজের নরগণ ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তি নিরোধের সুফল অবগত আছে, তাহারা তাহাদের সন্তানগণকে কেন সে শিক্ষা না দিবে? কাজেই যাহাতে সকলেই নিবৃত্তি-পথে যায়, তাহার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

এই সময় ধীর মন্থর গমনে গণেশলাল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী ভবানী বলিল,—"কে তুমি?"

গণেশলাল সে মধুস্বরে মোহিত হইলেন। রাজকুমারীর সর্ব্বাঙ্গের উচ্ছ্বসিত লাবণ্য-মদিরা গণেশলালের প্রাণেন্দ্রিয়ের ভিতর শত শত আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল। সে আকাঙ্ক্ষা জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাতের মত, পঙ্কিল প্রাণের আলেয়া-জ্যোতির মত, কেবল অস্থির, অশুভ বহ্নি-বমন করিতেছিল। কে জানে, সে বহ্নিতে ধর্ম্ম, সত্য, মর্য্যাদা, ইহকাল, পরকাল সকলই পুড়াইয়া নরক নির্ম্মাণ করিয়া দিবে কি না!

গনেশলাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আপনি আমাকে চিনেন না?"

ভ। না,—আমি তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না।

গ। আপনি আমাকে সে দিন রাত্রে দেখিয়াছিলেন।

ভ। কোথায় দেখিয়াছিলাম?

গ। আপনাদেরই অন্তঃপুরোদ্বারে। আমি দ্বার রক্ষী ছিলাম,—আপনি কোথা হইতে ভ্রমণ করিয়া নিশীথ কালে

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রবেশ লইয়া আমার সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল।

ভ। হাঁ, স্মরণ হইয়াছে। তুমি কি আমার নিকটে সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাহ?

গ। আপনি সৌন্দর্য্যের রাণী—গুণের প্রতিমা। আপনার নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

ভ। না না, ক্ষমার মত তাহাতে কিছুই নাই। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছিলে। তোমার নাম কি?

গ। আমার নাম গণেশলাল।

ভ। গণেশলাল,—তুমিই কি মুসলমান-সেনার গতিরোধ করিয়াছিলে? তোমারই বীর-বাহুর প্রতাপে কি মুসলমান-সৈন্যগণ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে?

গ। হাঁ, রাজকুমারী,—আমিই ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

ভ। তুমি প্রভুভক্ত বীর,—রাজমহলের সমগ্র নরনারী তোমার বীরত্বের প্রশংসা করিতেছে।

গ। আমি আপনার প্রশংসা লাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

ভবানী তীব্র কটাক্ষে তাহার সঙ্গিনী অম্বিকার দিকে চাহিল। অম্বিকা সে চাহনীর অর্থ বুঝিল। বুঝিল, ভবানী গণেশলালের একথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কথাটা বুঝি গণেশলাল ভাল ভাবিয়া বলে নাই। অম্বিকা বলিল,—"বীরবর, আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?"

গ। আমি এই দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা কি তাহাতে বিরক্ত হইয়াছেন?

অ। বিরক্ত হই নাই, তবে আর আপনার এখানে থাকিবার কোন প্রয়োজন বুঝি না।

গ। আমি এখনই যাইতেছি। কিন্তু একটি কথা বলিতে চাহি।

অ। কি কথা?

গ। রাজকুমারী যদি অভয় দান করেন, তবে বলিতে পারি।

ভবানী অধিকতর বিরক্ত হইল। বলিল,—"আমরা সখীদ্বয়ে এই নির্জ্জনস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছি, এস্থানে তুমি কেন আসিলে? যদি আসিয়াছ, আমাদের সহিত এতকথা কেন কহিতেছ,—চলিয়া যাও। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। যদি বলিবার থাকে, যখন আমি পিতা-মাতার নিকটে থাকিব, তখন বলিও।"

গ। সেকথা নিভৃতে বলিতে হইবে।

ভ। তোমার অভিপ্রায় মন্দ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। তুমি আমার পিতার অনেক কাজ করিয়াছ, তাই ক্ষমা করিলাম। আমি তোমার প্রভু কন্যা—স্মরণ করিয়া চলিয়া যাও।

গ। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে কোন কথা বলিব না,—শোন দেবি, বালক, চাঁদ দেখিতে ভালবাসে,—কেন বাসে, তা সে জানে না। দেখিয়া সুখী হয়। দয়া করিবেন,—দিনান্তে একবার দেখা দিবেন। আমি আপনাকে ভালবাসি—প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি!

অভিমানিনী কালসাপিনী পদাহতা হইয়া যেমন সফেন হলাহল কণা বিকীরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশিরে গর্জ্জন করিয়া

উঠে, রাজকুমারী ভবানী সেইরূপ তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল,—বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল,—"কাপুরুষ, এই নির্জ্জনস্থানে প্রভুকন্যাকে এইরূপ কটূক্তি করিতে কি তোমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল না? তুমি কি মরণ ভয়ে ভীত নহ?

গণেশলাল বলিল,—"আপনাকে ভালবাসি—সে ভালবাসার অপরাধে যদি আমার জীবন বিনষ্ট হয়, আমি তাহাতে ভীত নহি।"

রাজকুমারী ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে অম্বিকার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

গণেশলাল অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপরে ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল স্রোতের জল বাধা পাইলে স্ফীত হইয়া উঠে,—আকাঙ্ক্ষার আগুনও বাধা পাইলে তীব্রতেজে প্রজ্জ্বলিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারপরে প্রায় পনের দিন কাটিয়া গিয়াছে,—গণেশলাল ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও হৃদয়কে বুঝাইতে পারিল না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে হৃদয়ের আগুনে বিদগ্ধ হইতে লাগিল। রাজকুমারী ভবানীর রূপে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—সে তীব্রোজ্জ্বল রূপবহ্নি দিবানিশি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ

করিত। গণেশলাল মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত,—তাহার মন কিন্তু বুঝিত না। যে হৃদয় কখনও ত্যাগ-অভ্যাস করে নাই, সংযমির সাধনা করে নাই—সে ইচ্ছা করিয়া কি প্রকারে ত্যাগ স্বীকার করিবে—কিপ্রকারে আত্মসংযম করিবে?

ভজনলাল সিংহ নামক একটি যুবক গণেশলালের প্রিয়তম বান্ধব ছিল। উভয়ে উভয়ের মনের কথা উভয়ের নিকটে ব্যক্ত করিত—উভয়ে উভয়ের সুখ-দুঃখের ভাগী ছিল।

একদিন সন্ধ্যার পরে উভয়ে করতোয়া-তীরে উপবেশন করিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছিল। স্থান নির্জ্জন—রজনী অন্ধকার। নদীবক্ষে জেলেরা তখন বাস-জালে মাছ ধরিতেছিল,—এবং অদূরে একখানা পা'লে বাঁধা নৌকা মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিল, ও তাহার মাঝী হা'ল ধরিয়া বসিয়া গাহিতেছিল—

"পায়ে ঠেলে যদি চ'লে যায়
—সে আমায়;
"ভাল বাসি বাসি ভাল
লুঠিয়ে কেন ধ'র্‌বো পায়?"

উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। পূর্ব্বে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে,—তারপরে নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিল। গান শুনিয়া গম্ভীরস্বরে ভজনলাল বলিল—"গান শুনিয়াছ?"

গণেশলাল দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"শুনিলাম।"

ভ। যাহাকে ভালবাসি, সে যদি পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যায়—তবে তাহার পায়ে লুঠিয়া পড়া কেন?

গ। ভজনলাল, পায়ে ধরিয়া সাধিলেও যদি ভালবাসে, তাহাতে আপত্তি কি?

ভ। আর যদি তাহাতেও সে ভাল না বাসে ?

গ। তথাপিও চাই—বাঞ্ছিতকে লাভ না করিয়া বাঁচাই কর্ত্তব্য নয়।

ভ। মরিলে লাভ ?

গ। প্রাণান্তিক চেষ্টা করিতে হইবে—জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

ভ। ঐরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যদি মৃত্যু ঘটে ?

গ। আপত্তি কি ? মৃত্যু যাহারা একটা আজগুবিকাণ্ড বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা ভয় পাইতে পারে। কিন্তু জ্বলন্ত গোলা আর খরশান তরবারি লইয়া যাহাদের ক্রীড়া—তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না। কাজেই বাঞ্ছিত লাভের জন্য জীবনে মমতা করিবে কেন ?

ভ। তুমি এখন কি করিতে চাহ ?

গ। কি করিতে চাহি,—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এমন কেহ বিশ্বাসী বন্ধু নাই, যাহাকে একথা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি,—কেবল তুমি—তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। আমার মাথার ঠিক নাই, তাই তোমাকে এই বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি।

ভ। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে আমি বলি, রাজকুমারীকে ভুলিয়া যাও। তোমার নাম ও যশ হইয়াছে—মহারাজাও তোমাকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছেন—এখন অনেকেই তোমাকে কন্যাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুন্দরী কন্যা দেখিয়া বিবাহ কর—ঘরবাড়ী কর,—জীবনে শান্তি পাইবে।

গ। না না, ভজনলাল ;—তোমার এ পরামর্শ আমি শুনিতে চাহি না। রাজকুমারীকে ভুলিব না—ভুলিতে পারিব না। হয়, রাজকুমারীকে লাভ করিব, আর না হয়, তদর্থে জীবন পরিত্যাগ করিব।

ভ। আমার কয়টি কথার উত্তর দিবে কি ?

গ। কি বল ?

ভ। রাজকুমারীকে যদি তুমি পাও,—ধরিয়া লও, পাইবে—তাহা হইলেই বা তোমার কি লাভ হইবে ? তিনি বিবাহিতা—বিধবা—সে মিলন সুখের হইবে না, ধর্ম্মের হইবে না। তৎ-গর্ভজাত পুত্রাদি তোমার পিতৃলোকের কার্য্যাদিও করিতে পারিবে না। তবে সে নরক-মিলনে প্রয়োজন কি ?

গণেশলাল এইবার হো হো হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"ভজন লাল, তুমি কি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, দেবলোক পিতৃলোক—এ সকল বালক ভুলান কথা বিশ্বাস কর ? মনে রাখিও ভজন-লাল, ওসকল সমাজ ঠিক রাখিবার জন্য সমাজপতিগণের শাসন বাক্য। পাপ পুণ্য নাই—ইহলোক পরলোক নাই। বৃক্ষ-লতা জন্মে—বীজ রাখিয়া মরিয়া যায়, বীজ হইতে আবার গাছ হয়,—সে গাছও মরে,—বীজে আবার নূতন গাছ হয়। মানুষেরও সেইরূপ। ওসকল বাজে কথার আলোচনা করিও না—আসল কথা আমার পক্ষে সেই মিলনই পবিত্র ও সুখের।

ভ। ভাল, যদি সে সকল কথাও ছাড়িয়া দাও—তথাপি সে মিলন সুখের হইবে না। মহারাজা জানিতে পাইলে—নিশ্চ-য়ই তোমার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইবে। যে কাজে এমন বিপদ,—তাহাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ অগ্রসর হয় ?

গ। যদি রাজকুমারী স্বীকৃত হন, আমি রাজাকে ভয় করি না। যদি রাজকুমারী স্বীকৃত হন, আমি তাঁহাকে লইয়া দিল্লী চলিয়া যাইতে পারি।

ভ। আর যদি রাজকুমারী স্বীকৃত না হন,—তবে এ জ্বালা জুড়াইবে কিপ্রকারে ?

গ। শোন ভজনলাল—তবে শোন। আমি রাজকুমারীর নিকটে আমার প্রার্থনা একবার স্পষ্টতর ভাবে বলিয়া পাঠাইব—যদি রাজকুমারী স্বীকৃত না হন,—তারপরে—

ভ। চুপ করিলে কেন ? তারপরে কি করিবে ?

গণেশলাল ভজনলালের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপে চুপে কি বলিল। ভজনলাল শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"এতটা করিও না।"

গণেশলাল বলিল—"ভজনলাল ভায়া, এ বাহুতে যে সিংহ-বল বহন করিয়া বেড়াই, তাহা কি কেবল পরের দাসত্ব করিতে ? প্রাণের একটা ইচ্ছা পূর্ণ করিতেও কি সে বল প্রয়োগ করিব না ?

ভ। রাজকুমারীর নিকটে তোমার মনোভাব কিপ্রকারে বলিবে ?

গ। তারও উপায় করিয়াছি।

ভ। কি উপায় করিয়াছ ?

গ। কা'লই জানিতে পারিবে। শোনার চেয়ে জানাই ভাল।

ভ। আমি একটা কথা বলি।

গ। বল।

ভ। এ সব কথা লইয়া আন্দোলন-আলোচনা যত কম ততই ভাল। কি জানি, কোথা দিয়া কে শুনিবে—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!

গ। তুমি বোধহয়, জীবনের মায়া বড় বেশী রকম করিয়া থাক?

ভ। তা একটু করি বৈ কি! তোমার জীবনে কোন বন্ধন নাই। তুমি মরিলে কেহ কাঁদিবার নাই। বিবাহ কর নাই—ছেলেপুলে হয় নাই। পিতা মাতা নাই। আর আমি মরিলে ছেলেপুলে কা'ল কি খাবে তার সংস্থান নাই,—কাজেই মরণের কথায় একটু ভয় হয় বৈ কি!

গ। ভয় হয় বলিয়া মরণ তোমার নিকটে আসিবে না, কেমন? আজ যদি রোগে মর?

ভ। রোগে মরি, সে এক কথা—বিনা কারণে সাধ করিয়া কে মরণে বরণ করিয়া থাকে?

গ। সাধ করিয়া নয় ভজনলাল,—জীবনে, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিয়া মরিতেছি—তারচেয়ে একেবারে মরা মন্দ নয়। চল, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্।

তখন উভয়ে উঠিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ন কালে রাজান্তঃপুর মধ্যে এক পুষ্প-বিক্রয়িত্রী প্রবেশ করিল। তাহার ডালা পূরা বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পমাল্য। সে বয়সে প্রবীণা।

তাহাকে দেখিয়া রাজান্তঃপুরবাসিনী অনেক গুলি রমণী আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। বয়সে কতক নবীনা, কতক প্রবীনা, কতক কিশোরী। তদ্ভিন্ন নগ্নদেহ বালক বালিকাও অনেক গুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একজন প্রবীনা বলিলেন,—"তুই যে নূতন মানুষ দেখ্‌চি। এ ফুল কোন্ বাগানের?"

পুষ্পবিক্রয়িত্রী বলিল,—"আমি অনেক দূরের মানুষ; এ নগরে নূতন আসিয়াছি। একটা বাগান জমা লইয়াছি—এফুল সেই বাগানের। আপনারা আমার ফুল কিনিবেন কি?"

তখন সকলে তাহার ফুল ও ফুলের মালা দেখিতে লাগিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা আরম্ভ করিলেন।

সে সমালোচনা সীমাহীন—কেহ অযথোচিত বাহবা দিতে লাগিলেন, কেহ প্রাণ ভরিয়া সুরভিশ্বাস টানিয়া ভাল-মন্দ মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল—কেহ কেহ বা সে ফুল বা ফুলের মালায় কোন্ গুণ দেখিতে না পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। যুবতীগণ বিনাবাক্যব্যয়ে মালা তুলিয়া গলে, দিয়া কুন্তলে বেষ্টন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন,—নগ্নদেহ

বালক বালিকাগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলদেখা অর্ব্বাচীনের চীৎকার কার্য্য মনে করিয়া যে যতটি পারিল, হস্তে লইয়া পলায়ন করিল,—দেখিতে দেখিতে তাহার ডালা ফুল শূন্য হইল। সে তখন সমালোচনাকারিণী রমণীগণের নিকট বলিল,—"আমার দাম কে দিবেন?"

সমালোচিকাগণ সেখানে তখন দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া ধীরে ধীরে স্বস্ব অভীপ্সিত স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। ফুলওয়ালী ফুলের দাম না পাইয়া পুনঃপুনঃ মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই সেকথায় কর্ণপ্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

সে কথা রাজকুমারী ভবানীর কর্ণে পঁহুছিল,—ভবানী ফুলওয়ালীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শূন্য ডালা হস্তে লইয়া ফুলওয়ালী রাজকুমারীর প্রকোষ্ঠ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

করুণাময়ী ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হইয়াছে গো?"

ফুলওয়ালী বলিল,—"আমি গরীব মানুষ, আপনাদের বাড়ী ফুল বেচিতে আসিয়াছিলাম।"

ভ। ফুল কি হইল?

ফু। আপনাদের বাড়ীর লোক ফুলগুলি লইয়া গেলেন, কিন্তু দাম দিলেন না।

ভ। সে ফুলের দাম কত?

ফু। সবগুলার দাম দুইটাকার কম নয়। এক ডালা ফুল গো,—আর সবই ভাল ভাল ফুল;—গোলাপ, যুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, মতিয়া।

ভবানী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার হাতে দুইটি টাকা আনিয়া দিলেন।

ফুলওয়ালী বলিল—"আপনি কে গা? আপনার এত করুণা কেন? আপনি রাজকুমারী?

ভ। হাঁ।

ফুলওয়ালী অভিবাদন করিল। তারপরে বলিল,—"ফুলগুলি আনিয়া যদি আপনার পদ-প্রান্তে ঢালিয়া দিতাম, তাহা হইলে তাহা বৃথায় যাইত না।"

ভ। আমি ফুল বা ফুলের মালা কি করিব?

ফু। শুনিয়াছি মা, আপনি বিধবা। তা পূজায় ত লাগে!

ভ। বৈকালের ফুল আর পূজায় লাগিবে কি প্রকারে?

ফু। যদি আজ্ঞা করেন, রোজ রোজ সকালে ফুল আনিয়া দিতে পারি।

ভ। আমায় একজন ফুল দেয়।

ফু। আপনি রাজকন্যা—আপনি দয়াময়ী—আপনার ফুলের অভাব কি? কিন্তু আমি বড় গরীব। আপনি আমার কাছে যদি কিছু কিছু ফুল নেন,—প্রতিপালন হইতে পারি।

ভ। তবে দিস্—কা'লথেকেই দিস্।

ফুলওয়ালী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর সে নিত্য নিত্য নূতন নূতন ফুল লইয়া রাজকুমারীর নিকট আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজকুমারীর সহিত নানা প্রকারে ঘনিষ্টতা করিতে লাগিল। কখনও রাজকুমারীকে গান শুনাইত, কখনও নানা দেশের নানা কাহিনী

শুনাইত, কখনও নগরের মধ্যে কোথায় কোন্ নূতন ঘটনা, ঘটিয়াছে, শুনাইত,—এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল্।

একদিন মধ্যাহ্নে রাজকুমারী ভবানী মর্ম্মর প্রস্তর খচিত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল,—ফুলওয়ালী আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। ইদানীং ফুল-ওয়ালী সময়াসময় সর্ব্বদাই রাজকুমারীর নিকটে আগমন করিত।

ফুলওয়ালী আসিয়া উপবেশন করিলে রাজকুমারী বলিলেন,—"কি লা, আ'জ—দুপুর বেলা কি মনে করিয়া?"

ফুলওয়ালী বলিল,—"আ'জ মিন্সে ঘরে নাই,—আমি ঘরে একা। একা থাকা আমার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আপনার নিকটে ছুটিয়া আসিলাম।"

রাজকুমারী পুস্তকপাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন,—"একটা গান গা।"

ফু। আপনি যে ধর্ম্মবিষয় গান ভিন্ন শোনেন না,—আমি ধর্ম্মবিষয় গান বড় বেশী জানি না। যে কটা জানিতাম,—তা গেয়ে গেয়ে পুরাণ করিয়া ফেলিয়াছি।

রাজকুমারী হাসিলেন। হাসি মৃদু—অধর প্রান্তের হাসি অধর প্রান্তেই মিশিয়া গেল। বলিলেন,—"সেই পুরাণ গানই একটা গা।"

ফুওয়ালী গাহিল,—

আমি ভবে এসে বেড়াই ভেসে
অকূলে কূল দে মা তারা!
আমার ছয়টা শত্রু দিবা রাত্র
ক'রে দেয় গো দিশে হারা।

প্রাণ কাঁপে মা ভেবে ভেবে,
শেষের দিনে কি যে হবে,
কালান্ত কাল উদয় হবে
যন্ত্রণায় করিবে সারা।—

কত জনম জনম ধ'রে
বেড়াচ্ছি মা ঘুরে ঘুরে
তুমি দয়া না করিলে পরে
কে তারিবে ভবদারা?—

গান শুনিয়া ভবানী বলিল,—"তুই যদি আরও ভাল ভাল গান শিখিস্ তবে ভাল হয়,—তোর গলা বড় মিঠা।"

ফুলওয়ালী বলিল,—"আমি সে চেষ্টা করিতেছি। আপনার নিকটে আমার একটা নিবেদন আছে।"

ভ। কি?

ফু। আপনি যদি অভয় দেন, তবে বলিতে পারি।

ভ। বল, কোন ভয় নাই।

ফু। আপনাকে একজন একখানা পত্র দিয়াছে, যদি দাসীর অপরাধ না লয়েন,—পত্রখানি আপনাকে দিতে পারি।

ভ। আমায় পত্র দিয়াছে! কে দিয়াছে?

ফু। সহকারী সেনাপতি—মাননীয় গণেশলাল।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন দেশে পোষ্টাফিষ ছিল না,—পোষ্টাফিস থাকিলে তৎকর্ত্তৃক পাঠান সুবিধা হইত, এবং তাহা হইলে গণেশলালকে এত কষ্ট করিয়া—ফুলওয়ালীকে সাজাইয়া এত দিন অপেক্ষা করিতে হইত না।

ভবানী কি চিন্তা করিল, তারপরে বলিল—"কৈ সে পত্র ?"

ফুলওয়ালী সে মুখের ভঙ্গী দেখিয়া তখন তাহা দিতে সাহস করিল না। সে এক কৌশল খাটাইল—প্রাণের ভয় সকলেরই আছে।

সে বলিল,—"পত্র আমি আনি নাই। আপনার অনুমতি না পাইলে আমি তাহা আনিতে সাহস করি নাই।"

ভবানী বলিল,—"তবে আর আনিয়া কাজ নাই।"

ফুলওয়ালী বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

ভবানী বলিল,—"আজ হইতে তুইও আর আমার এখানে আসিস্ না।"

ফুলওয়ালী বলিল,—"দাসীর কোন অপরাধ নাই।"

ভ। অপরাধ না থাকিলেও আর আসিস্ না।

ফু। ফুল বেচিয়া ছ'পয়সা পাইতেছিলাম,—দরিদ্র আমি, আমার দিন গুজরান চলিয়া যাইতেছিল।

ভবানী সেকথার কোন উত্তর দিল না। ফুলওয়ালীও যাহা বলিল, তাহা মৌখিক—তাহার আন্তরিক ভাব স্বতন্ত্র।

সে আরও কিয়ৎক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিল, কিন্তু ভবানী আর তাহার সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করিল না। সে তাহার পুঁথি খুলিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিল।

ফুলওয়ালী আরও কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তারপরে উঠিয়া রাজকুমারীকে অভিবাদন করিল। অভিবাদন করিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যাইবার পূর্ব্বে সে কি লক্ষ্য করিতেছিল;—যখন তাহার

লক্ষিত বিষয়ের পূর্ণতা দেখিল, তখনই সে উঠিয়া গেল। তাহার লক্ষ্য একটি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটি ভবানীর এক প্রৌঢ়া দাসী।

ফুলওয়ালী যখন দেখিল, দাসী কি কার্য্যের জন্য মহল্যান্তরে যাইতেছে, তখন সে উঠিল, এবং পথে গিয়া তাহার হাতে এক খানি পত্র দিয়া বলিয়া দিল,—"আসিবার সময় আমি ভুলিয়া আসিয়াছি—এখানা রাজকুমারীর হাতে দিও।"

দাসী তাহা লইয়া গেল, এবং আপনার কার্য্য সমাপ্তে যখন রাজকুমারীর কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তখন রাজকুমারীর হস্তে সে কাগজ খানি প্রদান করিল, এবং বলিল—"এখানা ফুলওয়ালী দিয়াছে।"

রাজকুমারীর নিকটে ফুলওয়ালীর ধৃষ্টতা অজ্ঞাত রহিল না। সে পত্রখানা পড়িবে কি না চিন্তা করিল। তারপরে ভাবিল, গণেশলালের মনোভাব স্পষ্টরূপে জানা আবশ্যক, তারপরে তাহার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

রাজকুমারী পত্র পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল;—

"রাজকুমারী,—লিখিব কি, বলিব কি? তুমি আমার প্রতি কৃপা না করিলে আমি বাচিব না। আমি একান্তে তোমার রূপের উপাসনা করিয়া থাকি। যদি আমাকে ভাল বাসিতে না পার,—ভালবাসিও না, কিন্তু—আমাকে তোমার দাস করিয়া লও। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিব। কিন্তু তুমি যদি ইহাতে অমত কর—আমি যে রূপেই পারি, তোমাকে হস্তগত করিব।"—

তোমার
গণেশ।

বিবরমধ্যস্থা ভুজঙ্গিনীর মস্তকে লগুড়াঘাত করিলে সে যেমন ক্রুদ্ধা, মর্ম্মাহতা ও ব্যথিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠে, রাজকুমারী ভবানীও সেইরূপ উঠিল। তাঁহার রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মুখমণ্ডল আরও লোহিত হইল। তাহার আকর্ণায়ত নয়ন যুগল হইতে অনলের ঝলক বহিতে লাগিল। তাহার-পক্কবিম্ব বিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। সে সেই পত্র হস্তে করিয়া, ত্বরিত পদে মার-সন্নিধানে গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাণী শৈলেশ্বরী তখন তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া বামুন-দিদির নিকটে সীতার বনবাসের গল্প শুনিতেছিলেন। সহসা রক্তমুখী ভবানীকে সেখানে আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে মা?"

রাঙ্গা মুখ আরও রাঙ্গা করিয়া, ঘামিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠ ঝাড়িয়া লইয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল,—"এই পত্র খানা দেখ।"

রাণী সাগ্রহে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন। তাঁহারও চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল,—গণ্ডস্থল লাল হইল। বলিলেন,—"পত্র কে দিয়া গেল?"

ভবানী বলিল,—"নূতন ফুলওয়ালী।"

রাণী এক দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এখনই শোভাসিংকে আমার নাম করিয়া বলিয়া আয়, এই দণ্ডেই নূতন ফুলওয়ালীকে ধরিয়া আনে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে।"

দাসী চলিয়া গেল। উপন্যাসেরবর্ণনাকারিণী বামুনদিদি বর্ত্তমানে উপন্যাস-রস-গ্রহণে অসমর্থা রাণীর নিকটে বসিয়া থাকা বৃথা বিবেচনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন—"মহারাণি, এখন তবে আমি যাই ?"

রাণী বলিলেন,—"হ্যাঁ বামুনদিদি, এখন তুমি যাও।"

সে উপন্যাসের উপসংহার পর্য্যন্ত বলিতে না পারিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে চলিয়া গেল, এবং মনে মনে উপন্যাস-রস-ভঙ্গকারিণী--অসময়ে সমাগতা ভবানীর উপরে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

এ দিকে শোভাসিং নূতন ফুলওয়ালীর বাড়ী গিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইল না। বাস্তবিক সে তাহার বাড়ী নহে—একখানা গৃহ ভাড়া লইয়াছিল মাত্র,—যাহাদের ঘর ভাড়া লইয়াছিল, তাহারা বলিল—"সে আ'জ সকালে তাহার জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরে নাই।"

শোভাসিং নগরের অনেক স্থলেই তাহার সন্ধান লইল, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইল না। সে কথা সে যথাসময়ে রাণীমাতাকে জানাইল।

ফুলওয়ালীকে গণেশলাল কোথা হইতে লইয়া আসিয়াছিল, এবং এই কার্য্যের জন্যই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। অদ্য সে কার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই বাসা তুলিয়া দিয়াছিল, তারপরে পত্র দিয়াই সে নগর পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সংক্রুদ্ধা ফণিনীর মত রাণী শৈলেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, গণেশলালের মুণ্ড নখদ্বারা বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং মহারাজের আগমন-সময়ের প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলেন। বিধবা—ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যার উপরে দাসানুদাস গণেশলালের এইরূপ পত্র-প্রয়োগ! কাহার না রাগ হয়?

সন্ধ্যার পরে যখন রাজা বিজয়চাঁদ অন্দরে আগমন করিলেন, তখন রাণী শৈলেশ্বরী—গণেশলাল-প্রদত্ত-পত্র তাঁহাকে দেখাইলেন এবং সমস্ত কথা সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সবিশেষ প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইলেন।

রাজা সে পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। গণেশলাল—পাষণ্ড গণেশলাল তাঁহার কুলে কালি দিতে উদ্যত! ভবানী—পবিত্র কুলের পবিত্র হৃদয়া কন্যা ভবানী—অস্বীকৃতা হইলে তাহাকে বলপ্রকাশে বশীভূত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে! রাজার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল।

তারপরে গণেশলালের কথা মনে হইল,—গনেশলালই সে দিন জীবনেব মায়া পরিত্যাগ করিয়া—অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া—প্রভূত বীরত্ব দেখাইয়া রাজ্য ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিল! অন্য হইলে এতক্ষণ মহারাজের আদেশে—ঘাতকের তীক্ষ্ণধার অসিতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইত। কিন্তু গণেশলালের কি করা যায়। ক্ষত্রিয় শোণিত অকৃতজ্ঞ নহে,—তথাপি এ অপরাধের ক্ষমা নাই—মার্জ্জনা নাই। তিনি দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিলেন।

রাণী বলিলেন,—"গণেশলাল সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিতেছ?"

রাজা বলিলেন,—"গণেশলালের এই বিচার প্রকাশ্য দরবারে সম্পন্ন করিতে হইবে।"

রাণী শৈলেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সে যে অপরাধে

অপরাধী. প্রভাতে তাহার নাম যাহাতে আর শোনা না যায়,—প্রভাতে যাহাতে তাহার রক্তে পৃথিবীর তর্পণ হয়, তাহাই করা উচিত।”

বি। হাঁ, তাহাই করা উচিত। কিন্তু—

শৈ। কিন্তু কি মহারাজ?

বি। কিন্তু এই যে. গণেশলাল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া—আত্মোৎসর্গ করিয়া নগর ও নগরবাসীগণকে মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহার সেই গুণে প্রজাগণ তাহার পক্ষপাতী হইয়াছে—প্রকাশ্য ভাবে তাহার বিচার না করিয়া হত্যা করিলে প্রজাগণের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইবে।

শৈ। এই কেলেঙ্কারির কথা লইয়া প্রকাশ্য দরবারে আন্দোলন ও আলোচনা করিতে পারিবে?

বি। না করিয়া উপায় কি? বিশেষতঃ ইহাতে ভবানীর মহিমাই প্রচারিত হইবে।

শৈ। আমি স্ত্রীলোক,—তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিও। কিন্তু মহারাজ, এ অপমানের প্রতিশোধ না লইলে—এ অপরাধের সাজা না দিলে কখনই সম্ভ্রম থাকিবে না। বিশেষতঃ ভবানীই বা কি ভাবিবে!

রাজা উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“একজন হীনশক্তি মানুষের পক্ষেও এ অপমান অসহ্য।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে গণেশলাল করতোয়া-নদী-সৈকতে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। তখনও পূর্ব্বাদিগ্‌ভাগে দিনদেব উদিত হন নাই,—কেবল তাঁহার রক্তিমচ্ছটা আকাশপটে প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র।

গণেশলালের মনে ঐ এক চিন্তা। ভবানী তাহাকে কি কৃপা করিবে না? সে পত্রের কি উত্তর দিবে না? যদি না দেয়, তবে সে কি করিবে? কি করিবে—সহসা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিল,—চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল, যাহা লিখিয়াছি, তাহাই কবিব। শ্যেনদৃষ্টিতে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিব—যে দিন সে অপর্ণার জঙ্গলে বেড়াইতে যাইবে, সেই দিন তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। যদি অকৃতকার্য্য হই—যদি ধরা পড়ি—রাজার ঘাতকেব হস্তে প্রাণ যাইবে। ভবানীশূন্য জীবনে কাজ কি?

সহসা পশ্চাৎ হইতে দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষ বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিল। গণেশলাল ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দশবার জন পদাতিক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সে বল প্রকাশে কিছুই করিতে পারিল না। তখন সে নিরস্ত্র ছিল। ঝটিতি তাহার মনে পড়িয়া গেল, ইহা ভবানীকে যে পত্র দিয়াছিলাম, তাহারই আহ্বান-আয়োজন। কিন্তু নির্ভীক ও গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তোমরা আমায় ধর কেন?"

পদাতিক বলিব,—"মহারাজের আদেশ।"

গ। কোথায় লইয়া যাইবে?

প। বিচারালয়ে।

গ। কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছি, সংবাদ রাখ কি?

প। না। আদেশ অনুসারে ধৃত করিতে আসিয়াছি।

"তবে চল"—এই কথা বলিয়া গণেশলাল যাইবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু পদাতিকগণ লৌহ শৃঙ্খলে তাহার হস্তাদি বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। গণেশলাল—বীর গণেশলাল—অহঙ্কারী অবিবেকী গণেশলাল তাহাতে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইল, কিন্তু কোন কিছু করিবার তখন উপায় ছিল না।

বেলা প্রায় চারিদণ্ডের সময় আসামী ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়া পদাতিকগণ দরবারে হাজির করিল।

মহারাজা বিজয়সিংহ রত্ন-সিংহাসনে সমাসীন। পাত্র-মিত্র-গণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট,—চারিদিকে প্রহরীগণ সশস্ত্রে বিরাজিত।

সহসা গণেশলালকে ধৃত ও বন্ধন করিয়া লইয়া আসায়, নগর মধ্যে একটা মহা আন্দোলন-আলোচনা উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপরাধ কি,—সে কি করিয়া এরূপ অপমানিত ও নির্জ্জিত হইল, ইহা লইয়া নগরবাসীগণের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইল। কত জনে কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিল। কেহ বলিল,—গণেশলাল মুসলমানের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজসিংহাসন লইবার উদ্যোগ করিয়াছে; কেহ বলিল, সে প্রজাগণকে রাজদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিতেছে; কেহ বলিল, সে সেদিনের যুদ্ধ জয় করিয়া মহারাজের নিকট যে অযুথা অর্থের দাবি করিয়াছিল, মহারাজ তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়

তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছে ;—কিন্তু কোন কথাই স্থির হইল না, কোন কল্পনা-রচিত উপাখ্যানই সাধারণের মনঃপূত হইল না। তখন দলে দলে নগরবাসীগণ আসল ব্যাপার জানিবার জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইল। কাজেই দরবার গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক্—সকলেই স্থিরকর্ণে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিল।

গণেশলাল লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মহারাজের সম্মুখে নীত হইল। মহারাজ বিজয়চাঁদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"গণেশলাল, সত্য বলিও, তুমি কি এই পত্রখানি নিখিয়াছিলে ?"

গণেশলাল নির্ভীক চিত্তে সে কথার উত্তর দিল। বলিল,—"পত্র খানির লেখা না দেখিতে পাইলে কি করিয়া বলিব, ঐ পত্র আমার লেখা কি না।"

মহারাজার আদেশে একজন সে পত্র গণেশলালের নিকটে লইয়া গেল। পত্র দেখিয়া গণেশলাল বলিল,—"মিথ্যা বলিব না মহারাজ, পত্র আমিই লিখিয়াছি।"

পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"হতভাগ্য, তোমার পরিণাম কি ভাব নাই ?"

তারপরে পত্রখানি পাঠ করিয়া সাধারণকে শুনাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারীর উপরে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী আদেশ পালন করিল।

সে পত্র শুনিয়া জনসাধারণ বিচলিত হইল। গণেশলালের বীরত্ব-কাহিনী ভুলিয়া গেল,—তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে সকলেই গালি পাড়িতে লাগিল। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর শোণিত অঙ্গে ধারণ করিয়া এমন ব্যক্তি কেহ নাই যে, ব্রহ্মচারিণী বিধবার সম্মান

রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পণ না করে। বিধবাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র, লোকাচার ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সকলকেই সমান ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে,—বিধবার অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া পাপদৃষ্টিতে তাহার অঙ্গে যে পাষণ্ড দৃষ্টিপাত করে, নিতান্ত অসংযত চিত্ত পাপকর্ম্ম নিরত নরাধম হিন্দুও মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাহার মস্তক পদ-দলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাহাদের রাজকন্যার—তাহাদের ভবানীর উপরে পাষণ্ডের এই রূপ অত্যাচার—কেহই তাহাকে মার্জ্জনা করিল না। সকলেই তাহাকে অকথ্যভাষায় গালি দিতে লাগিল, এবং অনেকেই প্রকাশ্যভাবে মহারাজের নিকট তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য প্রার্থনা করিল।

বজ্রগম্ভীর স্বরে বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"শোন হতভাগ্য যুবক, তুমি যে মহাপাতক করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইলে তোমার কণ্ঠ-রক্তে বসুধার তর্পণ করিতে হয়। কিন্তু আমি সে দণ্ড দিব না। কেন দিব না, বলি শোন। তুমি অসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছ—আমি অকৃতজ্ঞ নহি। তোমাকে সে কার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করিয়াছিলাম—তোমাকে সহকারীর পদে উন্নীত করিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত পদবীও মানসম্ভ্রম লাভ করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি নরাধম—তোমায় পরিচয় দিয়াছ। যাহা হউক, তোমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমাকে চির নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করিলাম। আমার রাজ্যের সীমানায় আসিলে তোমার প্রাণদণ্ডই হইবে।"

রাজা নিস্তব্ধ হইলেন। রাজ-অমাত্যগণ এবং দর্শকগণ মহারাজের জয় শব্দ উচ্চারণ করিল।

সহরকোতোয়াল রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ গণেশলালকে লইয়া চলিয়া গেল, এবং কারাগৃহে গমন করিয়া ক্ষৌরকার ডাকিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। তৎপরে সেদেশের নিয়মানুসারে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেরূপ ভাবে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিতে হয়,—তাহাই করিল।

সে দেশের নিয়ম এই ছিল যে, অপরাধীকে সকলে চিনিতে পারে—ভবিষ্যতে তাহাকে কেহ স্থান না দেয়, এই উদ্দেশ্যে নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সহরের পথে পথে ঘুরাইয়া আনা হইত,—গণেশলালকেও তাহাই করা হইল। বিষধর অজগর মৃৎভাণ্ডে আবদ্ধ হইলে অনন্যোপায় হইয়া সে যেমন রুদ্ধশ্বাসে গর্জ্জন করিতে থাকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ গণেশলালও তেমনি গর্জ্জন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্ষমতা ছিল না,—সর্ব্বাঙ্গ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ।

অপরাহ্নে তাহাকে রাজকীয় নৌকায় আরোহণ করাইয়া অনেক গুলি সিপাহী করতোয়া নদী বাহিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ দিবস পরে, গণেশলালকে সুদূর আশামের দিকে রাখিয়া সিপাহীগণ ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তখন মাঘ মাস। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—দারুণ শীত। সন্ধ্যার পর হইতেই নরনারীগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—সমস্ত আকাশ কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন।

রাজকুমারী ভবানীর কক্ষে সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ভবানী নেপাল দেশ-জাত একটা কম্বল সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁপিয়া দিয়া বসিয়াছিল,—এবং সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর ভবানীদত্ত একখানা মূল্যবান্ শালে অঙ্গাবৃত করিয়া নাতিদূরে কম্বলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"সন্ন্যাসীটির সহিত আপনার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে নাকি?"

কা। না, আমি তাহাকে চক্ষেও দেখি নাই।

ভ। সকলের মুখেই শুনিতেছি, সন্ন্যাসী নাকি সিদ্ধপুরুষ! যাহাকে যাহা বলিতেছেন,—যাহার যে রোগের ঔষধ দিতেছেন—তাহা সিদ্ধ হইতেছে। আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার আছে।

কা। কি?

ভ। মানুষ নিকটে গেলেই তিনি তাহার নাম, তাহার বাপের নাম, তাহার ভূতজীবনের ঘটনা ও ভবিষ্যৎ বিষয় বলিয়া দিতে পারেন।

কা। হাঁ, কর্ণপিশাচ সিদ্ধি হইলে, তাহা পারা যায়। কিন্তু—

ভ। কিন্তু কি ঠাকুর?

কা। কর্ণপিশাচ সাধনা করা মানুষের সাধনাস্পদ নহে।

ভ। কেন?

কা। সাধনা অর্থে আরাধ্য দেবতার সঙ্গে ঐক্যাত্মা হওয়া। পিশাচকে আত্মদান না করিলে, সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

ভ। তাহাতে কি দোষ হয়?

কা। পিশাচিত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহার ভাবনা করা যায়, জীব তাহারই মত হয়। অতএব সাধনা করিয়া পিশাচ হইবার প্রয়োজন কি?

ভ। তবেত বড় ভয়ানক কথা। ঐ সন্ন্যাসী কি তবে পিশাচ-সিদ্ধ?

কা। আমি যখন সে সন্ন্যাসীকেই জানি না, তখন তিনি কি সিদ্ধ না অসিদ্ধ, কেমন করিয়া বলিব মা!

ভ। যাক্ সে কথা। আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

কা কি কথা?

ভ। পরাপ্রকৃতি ভগবতী দক্ষালয়ে কি সত্যসত্যই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন? সত্যসত্যই কি, পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—আর সত্য সত্যই বিষ্ণু তাঁহার দেহ-কাটিয়া কাটিয়া স্থানে স্থানে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?

কা। এ প্রশ্ন কেন?

ভ। দেবী অপর্ণা কি সত্য সত্যই সেই সতীদেহচ্ছিন্ন মাংস খণ্ড হইতে উৎপন্ন? সত্য সত্যই কি দেবীর পীঠপাষাণটুকু সেই দেবী অঙ্গকর্ত্তিত মাংসখণ্ডের পরিনতি?

কা। তোমার বিশ্বাস কি প্রকার?

ভ। আমার বিশ্বাস ঐ পীঠ-পাষাণটুকুতে বিশ্বশক্তি কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ঠাকুর, বিশ্বাস এক—বোঝা আর এক। অনেকে ভূত কি বোঝে না, কিন্তু ভূতের নামে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু অনেকে ভৌতিক তন্ত্রের বিশ্লেষণ জানে, কিন্তু প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারে না।

কা। কথা ঠিক। ভাল, তুমি কি সতী-কাহিনী বিশ্বাস করিয়াও বুঝিতে পার না?

ভ। না।

কা। কেন?

ভ। কেন, তাহার কি উত্তর দিব ঠাকুর? বুদ্ধিগম্য হয় না বলিয়াই বুঝিতে পারি না।

কা। কি বুদ্ধিগম্য হয় না?

ভ। মূলাপ্রকৃতি কি সাকার হইয়া—গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

কা। প্রকৃতি যখন ব্যক্তা—তখনইত তিনি সাকার। সাকার হইতে আপত্তি কি? সাকার নিরাকার কথাটি লইয়া অনেক দিন আলোচনা করিয়াছ? যখন অব্যক্ত তখনই নিরাকার - যখন ব্যক্ত তখনই সাকার। বীজ মধ্যে যখন অশ্বত্থবৃক্ষ অবস্থান করে, তখনই তাহা অব্যক্ত এবং নিরাকার। আর যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখনই ব্যক্ত এবং সাকার।

ভ। তাহা হউক। কিন্তু তিনি কি সাধারণের মত পতি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন? তাঁহার পতিকে কে নিন্দা করিতে পারে? আর নিন্দা করিলেই বা কি? তাঁহাদের নিকটে নিন্দা-সুখ্যাতি সকলই সমান।

কা। সেকথা সত্য, কিন্তু উহা প্রকৃতি-পুরুষের সৃষ্টি-বিস্তার। দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যানটা খুব সংক্ষেপে বল দেখি,—তৎপরে আমি তোমাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দিব।

ভ। "প্রজাপতিগণ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে সমস্ত দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন,—শিবও ছিলেন। শিব দক্ষের

জামাতা। দক্ষকে শ্বশুরের ন্যায় সম্মান ও অভিবাদনাদি ন করায় দক্ষ ক্রোধে অধীর হইলেন ও জল হস্তে লইয়া শিবকে অভিশাপ দিলেন যে,—দেবগণের অধম এই ভব, দেবযজ্ঞে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না লাভ করে।

দক্ষের অভিশাপে নন্দীশ্বর জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রতিশাপ দিল। বলিল—অজ্ঞ দক্ষ আপনার মর্ত্ত্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপ্রতিদ্রোহী ভগবান্ শিবের প্রতিদ্রোহ করিল। এই পৃথক্ দৃষ্টির জন্য দক্ষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিমুখ হইবেন। গ্রাম্য সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য ইনি পরিবারবর্গে ও কূটধর্ম্মে রত হইবেন বেদবাদ দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হইয়া ইনি কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন। ইনি দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া পশুতুল্য হইবেন ও স্ত্রীতে অনুরক্ত হইবেন। আর ইহার মুখ ছাগ পশুর ন্যায় হইবে।

শ্বশুর জামাতার এই কলহ বহুদিন ছিল। তার পরে দক্ষ শিবরহিত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন,—সমস্ত দেবগণ সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল শিবের নিমন্ত্রণ হইল না। সতী সেকথা শুনিয়া পিতৃ-যজ্ঞে যাইতে উদ্যতা হইলেন,—শিব নিষেধ করিলেন, কিন্তু সতী পিতার মতি ফিরাইবার জন্য—পিতার হিত করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন।

দক্ষ বুঝিল না, অধিকন্তু শিবনিন্দা করিয়া যজ্ঞস্থল পূর্ণ করিলেন। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন। শিবানুচরেরা দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া দিল। তারপরে শিব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন,—সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ হয় বলিয়া বিষ্ণু সতীদেহ ছিন্ন করেন,—যেখানে যেখানে সতী-অঙ্গ পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক মহাশক্তি ও এক এক ভৈরব আছেন।

কা। এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে, ঐ ব্যাপার সত্য কি পুবাণকারের উপাখ্যান। উহা পুরাণকারের উপাখ্যান নহে। সৃষ্টিকার্য্যে যাহা যাহা প্রয়োজন প্রকৃতি-দেবী তাহাই করিয়া থাকেন। ঝড় জল না হইলে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় না—তাই ঝড়-জলরূপে আবির্ভূতা হয়েন। এখানে দক্ষের কন্যা হইয়া সৃষ্টির পূর্ণতা সাধন করিতেছিলেন।

কথাটি তোমাকে দার্শনিক বাদ দ্বারাই বুঝাইব। তুমি যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছ, তখন সবিশেষরূপেই অবগত আছ যে সৃষ্টিব ধারা দ্বিবিধ। সৃষ্টির আরম্ভে অশরীরী জীব প্রথমে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে,—পরে পৈশাচিক দেহ ধারণ করিযা ভুবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থুল দেহ ধারণ করিযা পৃথিবাতে অবরুদ্ধ হয়,—ইহাই সৃষ্টির প্রথম ধারা। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাবে আসা। স্থূলতম পার্ব্বতিক দেহে এই সৃষ্টি-ক্রিয়াব অবসান হয়। এ সৃষ্টি একরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা থাকে না। কালের স্রোতে অবিদ্যার ধারাবাহিক-প্রবাহে, দেহপরম্পরা আসিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন করে। এক কালীন যে সকল জীব প্রাক্তনকর্ম্ম অনুসারে এই ধারায় পতিত হয়, তাহারা এককালে পর্ব্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বতন্ত্রতা না থাকাতে তাহাদের বৃত্তিরও পার্থক্য থাকে না। আমিত্বের পৃথক্ অনুভবও তাহাদের হয়। তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক দেহের চরম। শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা। যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে, তখন মনে হয় যে, শিবের আর কোন

কাজ থাকিল না। দেব-সমাজে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দিবার আর প্রয়োজন কি?

ইহাতে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রবাহ বা ধারা না হইলে চলে না,—কেন না, প্রথম ধারায় সৃষ্টি কেবল আয়োজন মাত্র। ইহাকে জীবের গর্ভবাস অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিলাময় দেহে জীবের বাস্তবিক জন্ম। ঐ জন্ম লাভ করিয়া জীব ক্রমশঃ স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং কালের গতি অনুসারে জীবের প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টির-ধারা। যখন জীবের জন্য ভগবতী পর্ব্বতের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনই জীবের দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হইল।

প্রকৃতি-পুরুষ বা শিবদুর্গার মিলনে কামের পূর্ব্ব দেহ পুড়িয়া ছাই হইযা গেল—সৃষ্টির নূতন প্রবাহের জন্য নূতন কামের উদ্ভব হইল।

ভগবতীর দেহখণ্ডগুলি পাষাণ হইযা থাকিল। দ্বিতীয়-প্রবাহে মানুষও পাষাণ হইয়াছিল। * ইহা পুরাণের উপাখ্যান নহে, কঠোর দর্শনের কঠোর সত্য কথা।

ভ। ভাল, শিব আর দুর্গাই কি প্রকৃতি ও পুরুষ? আপনি সময়ে সময়ে ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু পরম পুরুষ বিষ্ণুকে পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলেই কথিত হইয়াছে।

* বর্ত্তমান ইংরেজী দর্শনকারগণও একথা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারাও বলেন,—দ্বিতীয় প্রবাহে পাশব মনুষ্যের (Animal-man) আবির্ভাব হইয়াছিল।

কা। অবোধ মেয়ে! এত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া— এত দর্শন ঘাঁটিয়া এখনও কি একথা বুঝিতে পার নাই? ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন,—

অহং ব্রহ্মা চ সর্ব্বাশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য যোঽহং গুণময়ীং দ্বিজঃ।
সৃজন্‌ব্রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্য দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনু পশ্যতি॥
যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥
ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

ভ। একথার অর্থ বুঝিলেও ভাব বুঝিতে পারি না। আমরা দেবী ভগবতীকেই পূর্ণা ও মহাশক্তি এবং ব্রহ্মময়ী বলিয়া জানি।

কা। তাহাতে দোষ হয় কি?

ভ। তিনিও ভগবানের একটু কলা মাত্র নহেন?

কা। শিব, শিব, তোমাকে সেকথা কে বলিল?

ভ। আমাকে তবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

কা। এ কথা বোধ হয়, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনে এক—একে তিন। তিন জনেই গুণময়। কথাটা আরও একটু বিশদ করিয়া বলি। ঈশ্বর— ত্রিগুণাত্মক, পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাধার। এখন আমরা তাঁহাকে ঐ রূপে বুঝিতে পারি না,—আর সৃষ্টি কার্য্যের সুবিধার জন্য,

তিনি তাঁহার তিন গুণকে পৃথক্ ভাবে বিকাশ করিলেন। সত্ত্ব-গুণে বিষ্ণু। রজোগুণে ব্রহ্মা ও তমোগুণে শিব। বিষ্ণু পালন করেন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন আর শিব সংহার করেন।

এখন বোঝ, ঈশ্বর যখন ত্রিগুণাত্মক ; তখন তাঁহার শক্তিও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি যখন সত্ত্বগুণময়, এবং পালন করেন, তখন তাঁহার সত্ত্বগুণময়ী পালিকাশক্তি লক্ষ্মী ; যখন তিনি সৃষ্টি করেন, তখন তাহার রজোগুণময়ী-শক্তি স্বাহা, আর তিনি যখন সংহার করেন, তখন তাঁহার সংহার-শক্তি কালী বা দুর্গা। ইহাতে কি বুঝিলে ?

ভ। বুঝিলাম, ঐ সকল দেবী ঐ সকল দেবতার শক্তি, বা কার্য্য সহায়।

কা। শক্তি কি ?

ভ। আমার শাস্ত্র বুঝিবার শক্তি নাই, আপনার শক্তি আছে।

কা। হাঁ। শক্তি তাহাই। তবে কালীকে ব্রহ্মময়ী না বলিবে কেন ? তিনি ব্রহ্মেরই শক্তি।

ভ। পূর্ণ শক্তি কি ?

কা। পূর্ণ অপূর্ণ কি ? তুমি ভাত রাঁধিতে পার,—সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

কা। তুমি উপবাস করিতে পার, সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

কা। তুমি সাংখ্যদর্শন পড়িতে পার, সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

কা। তোমার এই যে, তিনটা শক্তি আছে, ইহার মধ্যে কোন্ শক্তিটা পূর্ণ, আর কোন্ শক্তিটা অপূর্ণ?

ভ। আমি বলি, ঐ তিনটা শক্তিই অপূর্ণ। যখন এক শক্তিতে অন্য কাজ সম্পন্ন হয় না, তখন তিনটিই অপূর্ণ—আর ঐ ত্রিশক্তির যে মিলন-শক্তি তাহাই পূর্ণ।

কা। কিন্তু শক্তি পৃথক্ নহে—বিকাশমাত্র। ভগবানের মহাশক্তিই সর্ব্ব-শক্তির মূল। পৃথক্‌রূপে কার্য্য করিলেও শক্তি এক এবং অদ্বিতীয়। গুণভেদ পৃথক্ বিকাশমাত্র। অতএব দেবী অপর্ণা মহাশক্তি।

ভ। ভাল, ইহাতে আর এক প্রশ্নের উদয় হয়।

কা। সে প্রশ্ন কি?

ভ। যদি সব শক্তিই সমান, তবে লক্ষ্মীপূজা করিলে ধন লাভ হয়। আর কালীপূজায় মুক্তি হয় কেন? যাহার ইচ্ছা, সে সেই শক্তিরই আরাধনা করিতে পারে—এবং বাঞ্ছিতফল লাভ করিতে পারে।

কা। তাহা কি পারে না? সবশক্তিরই সকল ফলদানে ক্ষমতা আছে,—তবে উপাসকের প্রার্থনানুযায়ী ফল হইয়া থাকে।

ভ। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—কালীদেবী কলিকালে ঝটিতি ফলদান করিয়া থাকেন। কালী-সাধনা করিলে জীব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

কা। ভুলিয়া যাইতেছ কেন? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্ত্বগুণে পালন হয়—বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ, লক্ষ্মী তাঁহার শক্তি। রজো-গুণে সৃষ্টি হয়—ব্রহ্মার রজোগুণ, স্বাহা তাঁহার শক্তি। তমো-

গুণে সংহার হয়—রুদ্রের তমোগুণে. কালী তাঁহার শক্তি। তমো-গুণে জীবের সংহার—সংহারের পথেই আবার উৎপত্তি। অত-এব. রুদ্র আমাদের বড় নিকট—"যত্র জীবস্তত্র শিবঃ" যেখানে জীব, সেই খানেই শিব। শিবশক্তি আরাধনায় কাজেই আমা-দের ফল শীঘ্র শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে। জীবের নিকটে যাহা থাকে, তদ্বারাই সে শীঘ্র শীঘ্র ফল লাভ করিয়া থাকে।

ভ। আর এক কথা।

কা। কি?

ভ। কলিতে নাকি দেব-দেবীরা সব নিদ্রিত?

কা। তার অর্থ কি?

ভ। কলিতে সাধনাদি করিলে, সহজে ফল পাওয়া যায় না,—দেব-দেবী আসিয়া দর্শন দেন না,—তাহার কারণ নাকি কলিকালে তাঁহারা নিদ্রিত আছেন।

কা। সাধক নিদ্রিত না হইলে দেব-দেবী নিদ্রিত হন না। সাধনবলে তাঁহারা দর্শন দিয়া থাকেন। সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

ভ। রাত্রি কি অনেক হইয়াছে?

কা। প্রায় ছয় দণ্ড।

ভ। আমাকে কুণ্ডলিনী জাগরণের পদ্ধতিটা বলিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, আজি কি তাহা বলিবেন?

কা। না, বড় শীত—জঙ্গলে যাইতে অনেক খানি পথ অতিক্রম করিতে হইবে; আজি আমি. উঠি। আর এক দিন আসিয়া তোমাকে তাহার পদ্ধতি বলিয়া দিব।

কালিকানন্দ ঠাকুর গাত্রাবরণ শালখানি উন্মোচন করিয়া

মেঝোয় রাখিয়া গমনোদ্যোগ করিলেন। ভবানী প্রণাম করিয়া বলিল,—"বাহিরে বড় শীত। ওখানা গায় দিয়া যান্ না কেন!"

কালিকানন্দ ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"মা তোর সন্ন্যাসী-ছেলে শাল গায় দিবে কেন? শ্মশানের ছাই-ই তাহার শীত নিবারণ করিবে। তবে ঘরে পাইয়া ছেলের গায় শাল মুড়িয়া দেও—গায় দিয়া বসিয়া থাকি।"

ভবানী আর কথা কহিল না। কালিকানন্দ ঠাকুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—এক দাসী আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়া সদর দরোজায় রাখিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০—

ভবানী কালিকানন্দ ঠাকুরের নিকট যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছিল,—সে সন্ন্যাসী প্রায় এক মাস হইল, রাজমহলে আগমন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর নাম সমস্ত নগরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—সকলেই তাঁহাকে খাতির-যত্ন করিতেছে। কিন্তু কেহই তাঁহার বাড়ী কোথায় জানে না,—সন্ন্যাসী-মোহান্ত বাড়ীর কথা কাহাকে বলেও না।

মাঘ মাসের মধ্যাহ্ন কাল—সূর্য্যদেব একটু তীক্ষ্ণ হইয়াছেন—বসন্তকে আহ্বান করিবার জন্য দুই একটা কোকিল এমন দুপুরে দুই একটি ডাক দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নগরোপান্তে করতোয়া-তীরে—একটা বিস্তৃত অশ্বত্থতরুতলে সন্ন্যাসী আশ্রম করিয়াছেন। মধ্যাহ্নকালে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া

অনেকগুলি নরনারী উপবিষ্ট হইয়াছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে, কেহ আত্মজীবনের ভবিষ্যৎ গণাইতে আসিয়াছে, কেহ দুষ্ট ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া তাহার ভাবি জীবনের শুভাশুভ বিচার করাইয়া লইতে আসিয়াছে। কোন নিষ্কর্ম্মা ছেলে, শীতের আলস্যময় সময়ে একা বসিয়া থাকা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি স্ত্রীলোকও সেখানে আসিয়া যুটিয়াছে। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোকগুলি প্রায়ই, ইতরজাতীয়। তাহাদের মধ্যে কাহারও ছেলে হয় নাই, কাহারও স্বামী ভাল বাসে না, কাহারও ঘরে সুখ নাই, কাহারও পুত্র বিদেশে গিয়া চাকুরী করে, কিন্তু তাঁহাকে একটা পয়সাও দেয় না, কাহারও ভগিনী-পুত্রের শাশুড়ী ভগিনীপুত্রকে কি গুণ করিয়া ভুলাইয়া ফেলিয়াছে,—তাহারা সকলেই সন্ন্যাসীর কৃপাভিকারী ;—সন্ন্যাসী কৃপা করিয়া তাহাদিগের অভাব-অভিযোগের পূরণ করিবেন, ইহাই বাসনা।

সন্ন্যাসীর আবক্ষ বিলম্বিত শশ্রু—মস্তকে জটাজাল ; সর্ব্বাঙ্গ আল্‌খেল্লায় আবৃত,—সেই আল্‌খেল্লা, সেই শশ্রুগুম্ফ, সেই জটাজাল —সে সকল ভেদ করিয়া সন্ন্যাসীর দৈহিক গঠন দেখিবার ক্ষমতা নাই,—কেবল চক্ষু দুইটি কোন প্রকারে লোক-লোচনের গোচরীভূত হইতেছে।

সন্ন্যাসী বড় কাহার সহিত কথাবর্ত্তা বলেন না। কাহাকেও কোন ঔষধাদি প্রদান করেন না,—তথাপি লোকের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী সিদ্ধ পুরুষ,—সন্ন্যাসী পদ্ম হস্ত বুলাইয়া লোকের কঠিন কঠিন ব্যারাম আরোগ্য করিয়া থাকেন,—সন্ন্যাসী লোকের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। সন্ন্যাসীর দয়া হইলে,

বন্ধ্যার পুত্রলাভ হয়, বৃদ্ধ যৌবন ফিরিয়া পায়, নির্ধনের ধন হয়, কুরূপার রূপ হয়। কিন্তু এ সকলের কেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই,—তবে অল্প দিনের মধ্যে এইরূপ কথা সমস্ত নগরময় লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

সন্ন্যাসীর একটি গুণ লোকে অবগত হইতে পারিয়াছে,—কোনও কোনও ব্যক্তি আসিবামাত্র তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছেন,—তাহার ভূত জীবনের অনেক কথা শুনাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের দুই একটা বলিয়াছেন। কিন্তু সকলে তাঁহার সে অনুগ্রহ লাভও করিতে পারে নাই।

সন্ন্যাসীঠাকুর ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে বসিয়াছিলেন,—সমাগত মানব মানবীগণ তাঁহার সম্মুখে বামে দক্ষিণে উপবিষ্ট ছিল,—পশ্চাদ্ভাগে কেবল কেহই ছিল না,—সে দিকে অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রকাণ্ড কাণ্ড।

এতক্ষণে সন্ন্যাসী নয়নোন্মীলন করিলেন। দর্শকগণের মধ্যে অমনি একটা ব্যস্তভাব জাগিয়া পড়িল,—সকলেরই মনে ব্যগ্রতার আকুল উচ্ছ্বাস;—সন্ন্যাসী কাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন,—কাহার প্রতি দয়া করেন।

সন্ন্যাসী কিন্তু কাহারও প্রতি দয়া করিলেন না। তিনি চিমটা বাজাইয়া একটা হিন্দু-গজলের অর্দ্ধাংশভাগ পুনঃপুন আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিলেন। দর্শকগণ নিস্তব্ধে তাহা শুনিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ গাহিয়া গাহিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে শুইয়া পড়িলেন, এবং সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে হস্তসঞ্চালনে আহ্বান করিলেন।

যাহাকে ডাকিলেন, সে দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইল,—অন্যান্য দর্শকগণ তাহার ভাগ্য-দেবতার এতাধিক প্রসন্নতায় ঈর্ষান্বিত হইল।

যে আসিল, তাহার নাম রামসহায় দত্ত। রামসহায় একজন রাজ কর্ম্মচারী—সে রাজবাড়ীর লিপিকার।

রামসহায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"রামসহায়, তুমি আমার নিকটে এস। তোমাকে একটি কথা বলিব।"

রামসহায় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে সন্ন্যাসীর পরিচিত নহে,—অথচ সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহার নাম করিয়া ডাকিলেন। তবে সন্ন্যাসীর ক্ষমতার কথা—ইতঃপূর্ব্বে অনেকেই অবগত হইয়াছিল। রামসহায় আজ্ঞাপালন করিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি তোমার সেই বেদনার জন্য আসিয়াছ?

রামসদয়ের শূল ছিল। যখন তাহার বেদনা ধরিত, তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িত। সন্ন্যাসীর নিকটে তাহার ঔষধের জন্যই আসিয়াছিল।

অধিকতর ভক্তিসহকারে রামসহায় নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল,—"আপনি অন্তর্য্যামী; আপনি সকলই জানিতেছেন। আপনি দয়া না করিলে, আমি আপনার চরণ-সমীপে জীবন পরিত্যাগ করিব।"

স। তোমার ভয় নাই,—আমি তোমাকে আরোগ্য করিয়া দিব। কিন্তু আর পনর দিন পরে। আগামী শিবচতুর্দ্দশীর দিন—রাত্রি দশ ঘটিকার সময় আসিও।

রা। এত দিন কি এই যন্ত্রণা সহ্য করিব?

স। সেই দিন আসিও—তখনই সারিয়া দিব, আর হইবে না।

রা। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

স। মহারাজা বিজয়সিংহের এক বিপদ উপস্থিত।

রা। কি বিপদ ঠাকুর?

স। বিপদ ভয়ানক যখন তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অতিথি হইয়াছি—তখন তাঁহার বিপদ জানিয়া আমার নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। তুমি কি তাঁহাকে আমার কথা বলিতে পারিবে?

রা। আপনি দেবতা—আপনি সন্ন্যাসী—আপনার কথা কেন বলিতে পারিব না।

স। রাজাকে বলিও, তাহার এক মহাবিপদ সম্মুখে—তাঁহার কোষ্ঠী দেখিতে বলিও, তিনটি গ্রহ একত্রে তাঁহার জীবনের কেন্দ্রস্থানে সমাগত। ইহার ফলে, তাঁহাকে মনঃপীড়া—শত্রু হস্তে পতন প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। শারীরিক ব্যাধিও হইবে।

রা। আপনি তাঁহার কি উপকার করিতে পারিবেন? জানি আমি. আপনি দয়া করিলে তাঁহার সর্ব্বাপদ বিনাশ হইতে পারে,—কিন্তু আপনি কি তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন?

স। রাজা—ভূস্বামী—দেবতা। আমি যখনি তাঁহার রাজত্বে ত্রিরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি—তখন তাঁহার উপকার করিতে আমি বাধ্য।

রা। আমি অদ্যই তাঁহাকে এসকল কথা নিবেদন করিব।

স। রাজা বাহাদুর কি বলেন, আমাকে বলিয়া যাইও।

রা। যে আজ্ঞা।

ভূধরচাঁদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি ব্যাঙের হাসি। মহারাজ বলিলেন,—"চুপ কর ভূধর, শুনি আগে। বল, রামসহায় তারপরে তিনি কি বলিলেন?"

রা। সন্ন্যাসী বলিয়া দিলেন,—অদ্যই তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখাইতে বলিবে। কোষ্ঠীর ফল দেখাইয়া তারপরে যদি আমার কথা ঠিক বলিয়া জানিতে পারেন, তখন আমাকে যেন সংবাদ দেন। আমি তাঁহার উপকার করিয়া যাইব।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"যদি গ্রহাবেশে—অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হয়, তবে তিনি কি করিবেন? অদৃষ্ট মুছিবার শক্তি দেবতাগণেরও নাই।"

বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"ভাল, সন্ধ্যার পরে আমি জ্যোতিষী-গণের দ্বারা কোষ্ঠী দেখাইব,—তারপরে তোমাকে সকল কথা বলিব—বুঝিয়াছ, রামসহায়?"

রামসহায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"হুজুরের যে আজ্ঞা।"

এদিকে সন্ধ্যার রক্তরাগ ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল। সান্ধ্যফুল্ল কুসুমের হৃদয়-ভরা সৌরভ চুরি করিয়া ধীর-সমীর ভদ্রলোকের মত বাগান বহিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

ওদিকে রাজবাড়ীর নহবতখানায় ইমনের মধুর স্বর বাজিয়া উঠিল, এবং দেবমন্দিরে দেবমন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর রব উত্থিত হইয়া দিক্‌বালাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। রাজা বিজয়চাঁদ পাত্র মিত্র দিগকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তারপরে সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পরে দরবার গৃহে মহারাজা আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন ভৃত্য স্বর্ণ কৌটায় আবৃত কোষ্ঠী লইয়া আগমন করিল।

রাজা আসিবার পূর্ব্বেই পাত্রমিত্র ও কর্ম্মচারীবর্গ আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। যখনকার কথা হইতেছে, তখন এদেশের রাজন্যবর্গ সকালে ও সন্ধ্যার পরে কাছারি করিতেন,—তাঁহাদের দেখাদেখি বা অনুকরণে মুসলমান রাজন্য-বর্গও ঐ সময়ে দরবার গৃহে বসিয়া প্রজার অভিযোগ ও দেশের হিতাহিত বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা করিতেন। এখনই কেবল শীতপ্রধান দেশের অনুকরণে প্রখর গ্রীষ্মময় দেশে দিন-দুপুরে কাছারির প্রবল সংঘর্ষ-প্রবাহ।

রাজা আসিবামাত্র সকলে গাত্রোত্থান করিল। তৎপরে রাজা সিংহাসনে উবেশন করিলে, আবার সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিল। রাজা প্রথমেই প্রধান জ্যোতিষীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আমার কোষ্ঠীখানা খুলিয়া একবার বিচার করিয়া দেখুন।"

জ্যোতিষী উঠিয়া আসিয়া কোষ্ঠী-কোটা লইয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন, এবং কোষ্ঠী খুলিয়া মনঃসংযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতিষী বলিলেন,—"মহারাজ, সন্ন্যাসীর ক্ষমতা অদ্ভুত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আপনার ত্রিপাপগ্রহের একত্র সমাবেশ আরম্ভ হইয়াছে,—তবে ফল যে তাদৃশ মন্দ এমন বোধ হয় না।"

রাজা বিজয়চাঁদ বিষণ্ণ বদনে বলিলেন,—"সন্ন্যাসীঠাকুর যখন ঐ ত্রিপাপগ্রহের কথা কোষ্ঠী না দেখিয়াই জানিতে পারিয়া-ছেন,—তখন ত্রিপাপগ্রহের ফল সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য।"

লিপিকর রামসহায় দত্ত সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড় পূর্ব্বক বলিল,—"মহারাজ, সন্ন্যাসী-প্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনি যোগ-বলে জগতের সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পান।"

বি। এ সম্বন্ধে তিনি আর কি বলিয়াছেন?

রা। বলিয়াছেন,—আমি যোগ-বলে মহারাজের এসকল আপদ দূর করিয়া দিব।

ভূধরচাঁদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহারাজ, একথা অতি আশ্চর্য্য যে, সন্ন্যাসীঠাকুর আপনার কোষ্ঠী না দেখিয়া, না শুনিয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি হয়ত কোন ক্রমে আপনার কোষ্ঠী-কথা পূর্ব্বে জানিতেন।"

বি। অসম্ভব! তিনি কোন্ দেশের লোক—তাহা কেহ জানে না। আমি কখনও তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই। তবে কি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বে তিনি আমার কোষ্ঠী দেখিবেন? আমার স্মরণ হয়, আজ তিন বৎসর হইল, নবদ্বীপ হইতে একজন আচার্য্য এদেশে আসিয়াছিলেন,—তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখান হইয়াছিল,—আমার জ্যোতিষীগণও তাহা জানেন না। কিন্তু তিনিও ঐ ত্রিপাপগ্রহ সমাবেশের কোন কথা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি এ বিষয় গণিতে পারেন নাই।

ভূ। যদি ঐ সন্ন্যাসী কখনও কোষ্ঠী না দেখিয়া থাকেন,—এবং আপনার করকোষ্ঠী আদিও দেখেন নাই,—তবে কি প্রকারে তিনি জানিতে পারিলেন?

রাজা কোন কথা কহিতে না কহিতে রামসহায় বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, তিনি যোগবলে সমস্তই জানিতে পারেন। আমার

রণে অবতীর্ণ হন,—গত মুসলমান-সমরে গণেশলালও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ভূ। তবে কি আপনি সৈন্য ও অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা বিবেচনা করেন না?

প্র-ম। রাজকোষে তাদৃশ অর্থ নাই। ভবিষ্যত আশঙ্কায় সে সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইলে দেশে নূতন কর ধার্য্য করিতে হয়, কিন্তু প্রজার অবস্থাও সেরূপ স্বচ্ছল নহে।

রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। দেখি রাজকোষ হইতে কতক অর্থ প্রদত্ত হউক, এবং কতক অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় হউক। তবে সবিশেষ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই,—যথা সম্ভব করিলেই যথেষ্ট।"

তখন সমবেত মন্ত্রিগণ, আমাত্যগণ ও প্রধান পক্ষীয় প্রজাগণ এক মত হইয়া রাজার আদেশই উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিলেন, ভূধরচাঁদের উপর কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র বলবৃদ্ধির আদেশ প্রদত্ত হইল।

এই সময় রামসহায় ফিরিয়া আসিয়া রাজার সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া বলিল,—"মহারাজ সন্ন্যাসীঠাকুরের নিকট আপনার বিষয় বলিলাম।"

বি। তিনি কি বলিলেন?

রা। তিনি বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী—আমি গৃহী নহি। আমি রাজবাড়ী যাইব না। যদি মহারাজা দয়া করিয়া আসিয়া আমার এখানে পদার্পণ করেন,—আমি তাঁহার সমস্ত আপদ বিনষ্ট করিয়া দিব।

বিজয়চাঁদ প্রধান মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, সন্ন্যাসী-মহান্ত আমাদের শাস্ত্রানুসারে দেবতা। দেবদর্শনে যাইতে দোষ কি?

তখন স্থির হইল. পরদিন প্রভাতে রাজা বিজয়চাঁদ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গমন করিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন দিবা চারিদণ্ডের সময় রাজা বিজয়চাঁদ সন্ন্যাসীদর্শনে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অধিক লোকজন গেল না;—চারি জন সিপাহী ও ভূধরচাঁদ ও রামসহায়, কেন না, সন্ন্যাসীর নিকট অধিক লোকজন লইয়া গেলে, তিনি বিরক্ত হইতে পারেন।

সন্ন্যাসীর আশ্রমের নিকট গিয়া তাঁহারা নগ্নপদে অগ্রসর হইলেন, এবং সিপাহীগণ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিল।

সন্ন্যাসী তখন অগ্নি সম্মুখে বসিয়া ছিলেন। রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ভূধরচাঁদ ও রামসহায় প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী অনেক্ষণ কথা কহিলেন না। রাজাও তাঁহার সঙ্গীরাও কথা কহিলেন না,—সকলেই নিস্তব্ধ; কেবল সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হোমাগ্নি শিখা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উর্দ্ধ দিকে উঠিতেছিল।

চারিদণ্ড এইরূপে কাটিয়া গেল। তার পরে সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ, আমার আশ্রম পবিত্র হইল। আপনি রাজা—ভূস্বামী—দেবতা।"

রাজা পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনি সিদ্ধ মহা-পুরুষ। দয়া করিয়া দাসের বিপদ দূর করিতে চাহিয়াছেন,—তাই আসিয়াছি।"

স। হাঁ, আমি আপনার বিপদ জানিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার জন্যই এখনও এখানে আছি। নতুবা তিন দিনের অধিক কোথাও থাকি না।

বি। আমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য।

স। আমি সত্য কথা বলিয়াছি কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি—আপনি জানিলেন কি প্রকারে?

ভূধরচাঁদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

বি। আপনি সিদ্ধ পুরুষ—আপনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য।

স। ভূধরচাঁদ, রামসহায়,—তোমরা একটু উঠিয়া যাও—অধিক দূর নহে। ঐ যায়গাটায় যাও—আমি মহারাজকে একটা কথা বলিব।

ভূধরচাঁদ উঠিতেছিল না,—মহারাজ বলিলেন,—"যাও, তোমরা উঠিয়া যাও।"

তাহারা উঠিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজের কাণের কাছে মুখ লইয়া খুব ছোট ছোট করিয়া কি বলিলেন। মহারাজ ঘাড় কা'ত করিয়া স্বীকার করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তবে এখন যান্। আমি ব্রহ্ম চিন্তা করি।"

পুনঃ অভিবাদন করিয়া মহারাজা বিজয় চাঁদ উঠিয়া গেলেন। ভূধরচাঁদও রামসহায় মহারাজের সহিত মিলিত হইল। আরও কিয়ৎদূরে তাঁহাদের বিনামাও সিপাহিগণ দিল,—সেখানে গিয়া

সকলে বিনামা পায় দিলেন ও সিপাহিগণ পরিবৃত হইয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"সন্ন্যাসী যে কথা বলিলেন, তাহা বোধ হয়, আমরা শুনিতে পাইব না?"

বিজয়চাঁদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না।"

ভূধরচাঁদের মুখ অপ্রসন্ন হইল।

রামসহায় সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা, অসীম দয়া, অলৌকিক যোগবল প্রভৃতির কাহিনী যাহা লোক মুখে শুনিয়াছিল,—তাহা সালঙ্কারে, সবিস্তারে বলিতে বলিতে চলিল। মহারাজা তাহা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে যাইতে লাগিলেন,—ভূধরচাঁদ রামসহায়কে ধমক দিলেন। বলিলেন,—"বাবু, পথে পথে আর অত ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নাই।

রামসহায় নিস্তব্ধ হইল। যখন তাঁহারা রাজবাড়ীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় দশ ঘটিকা,—রাজা, ভূধরচাদ ও রামসদয়কে বিদায় দিয়া পুরো মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজার স্নানের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে,—সুন্দরী দাসীগণ সুবাসিতাম্বু-পূর্ণ কলসীসমূহ যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পাত্র মার্জ্জনী, শুক্লবস্ত্র ও তৈলাধর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল,—রাণী শৈলেশ্বরী এতক্ষণেও মহারাজের অন্তঃপুরে আগমন না করায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এমন সময় মহারাজা তথায় উপস্থিত হইলেন।

রাণী শৈলেশ্বরী মহারাজের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বলিলেন,—"এত বেলা কেন? এমন অসময়ে স্নানাহার করিলে অসুখ হবে যে?"

মহারাজা কৈফিয়ৎ দিলেন,—"একটা সবিশেষ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলাম।"

শৈ। এমন কি সবিশেষ কার্য্য যে, স্নানাহারের কথা মনে থাকে না? সবিশেষ কার্য্যের কথা শুনিবার অধিকারী আমি নাই বা হইলাম, কিন্তু অসুখ হইলে তখন আমার কষ্ট হবেই।

রা। সে কথা তোমায় বলিতে বাধা নাই। স্নানের পর সে কথা তোমাকে বলিব।

শৈ। কথা শুনিবার জন্যে আমার তত মাথা ব্যথা পড়ে নাই—তুমি স্নান কর। অন্নাদি শীতল হইয়া যাইতেছে।

রাজা স্নানে বসিলেন। সুন্দরীগণ তাহাদের পীনবাহু আন্দোলন করিয়া রাজাকে তৈল মাখাইয়া দিয়া স্নান করাইল। তারপর শুষ্ক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজা ভোজন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সে গৃহে রাণীর একাধিপত্য। পাচিকা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাণী একখানি সুন্দর ব্যজনী হস্তে করিয়া রাজার সন্নিকটে উপবেশন করিলেন,—রাজা ভোজন করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় রাণী বলিলেন,—"বল, তোমার সেই সবিশেষ কার্য্যটা কি আমি শুনিতে চাহি।"

রাজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যদি না বলি?"

শৈ। আমার বয়েই গেল,—খাওয়া হ'ল, আমি নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারিব। তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাক—আমার কাজ সারা হইল।

বি। সে কাজের কথা তোমার না শোনাই ভাল।

শৈ। বলিলে যদি তোমার অসুবিধা হয়, বলিও না। তবে তোমার কথায় একটু কৌতূহল বাড়িয়া গেল। কেন, কথাটা কি খারাপ?

বি। না এমন খারাপ নয়। তবে মন্দ ও ভাল দুই-ই আছে।

শৈ। যখন বলিবে না, তখন আর সে কথায় কাজ কি?

বি। বলি শোন,—এই নগর মধ্যে একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

শৈ। সেকথা আমি শুনিয়াছি। সন্ন্যাসীর নাকি ভারি ক্ষমতা। তিনি যাহাকে যাহা বলেন, সিদ্ধি হয়। কত রোগী-তাপী নাকি তাঁহার কৃপায় শান্তি পাইতেছে।

বি। হাঁ, তাহা সত্য।

শৈ। তুমি বুঝি তাঁহারই নিকটে গিয়াছিলে?

বি। হাঁ।

শৈ। তাতে আর ভাল মন্দ কি?

বি। আমি তাঁহার নিকটে না যাইবার আগে রামসহায় দত্ত নামক রাজসরকারে এক লিপিকর আছে,—সে তাহার শূলবেদনা আরোগ্যের জন্য সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিল।

শৈ। তারপর?

বি। তারপরে রামসদয়ের নিকটে সন্ন্যাসী প্রভু বলিয়া পাঠান যে, রাজা বিজয়চাঁদের ত্রিপাপ-গ্রহ সমাবেশ হইয়াছে,—ইহার ফলে বধ-বন্ধন ও মনস্তাপ। আমি যখন তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অতিথি হইয়াছি—তখন তাহার আপদ কাটিয়া দিয়া যাইব।

তাঁহাকে তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া আমার কথার সত্যাসত্য বিচার করিতে বলিবেন।

শৈ। তারপর তারপর ?

বি। তারপর আমি রামসহায়ের কথা শুনিয়া প্রধান জ্যোতিষীকে দিয়া কোষ্ঠী দেখাইলাম—সন্ন্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সেই জন্য তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম।

শৈ। ওমা, একথা আমাকে বল নাই ? তারপর ?

বি। তিনি দয়া করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, আমি আপদ কাটাইয়া দিব।

শৈ। পারিবেন ত ?

বি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

শৈ। আমার কি বিশ্বাস হয় ?—আমি স্ত্রীলোক—আমি কি জানি ! মা অপর্ণাদেবী রক্ষা করুন। সন্ন্যাসী আপদ কাটিতে পারিবেন, তোমার এমন বিশ্বাস হয়ত ?

বি। হয় বৈ কি।

শৈ। কেমন করিয়া হইল ?

বি। যিনি আমার কোষ্ঠী না দেখিয়া—আমাকে পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমার জীবনের ঘটনা—গুহ্য ব্যাপার জানিতে পারিলেন,—তিনি যে সে আপদ কাটাইতে পারিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

শৈ। কবে আপদ কাটিবেন ?

বি। তাহার দিনও ক্ষণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু কাহারও সাক্ষাতে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করা উচিত নয়।

শৈ। আমাদের বাড়ী আসিয়া সেকার্য্য করিবেন কি?

বি। না, তিনি গৃহস্থের বাড়ী পদার্পণ করেন না।

শৈ। মা, অপর্ণাদেবী তোমায় রক্ষা করুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। আকাশে অল্প অল্প মেঘের সঞ্চার হইয়াছে—ঝঞ্চা বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

রাজবাড়ীর সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক অট্টালিকার এক সুপ্রসস্ত কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। দীপালোকিত হর্ম্ম্যতলে একখানি কার্পেটের শয্যার উপরে একটি যুবতী বসিয়া কাপড়ের উপরে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। পার্শ্বে স্বর্ণ-কমলের ন্যায় অনিন্দ্য-কান্তি এক শিশু শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল।

বাড়ীটি ভূধরচাঁদের। যুবতী ভূধরচাঁদের স্ত্রী হেমলতা। গৃহের দ্বার ভেজান ছিল,—দ্বার ঠেলিয়া ভূধরচাঁদ গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

ভূধরচাঁদের বেশ তখন এক অদ্ভুত প্রকারের। তাঁহার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের এক পাকড়ী—সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণের পোষাকে আচ্ছাদিত। কটীতে খরশাণ তরবারি। সে বেশ দেখিয়া হেমলতা হাসিল। বলিল,—"বহুরূপ সাজিয়াছ নাকি?"

ভূধরচাঁদ হাসিয়া বলিলেন,—"তাই।"

হে। এবেশ কেন? লুকাইয়া কোন মানিনীর কুঞ্জে যাওয়া হবে নাকি?

ভূ। মানিনীর না হইলেও কোন মানীর বটে।

হে। এতক্ষণ গরহাজির কেন ?

ভূ। বড় কাজ পড়িয়াছে।

হে। রাত্রেও কাজ। একা বসিয়া নিশি জাগিতেছি।

ভূ। আজিকার নিশি একাই যাপিতে হইবে।

হে। কেন যাওয়া হবে কোথায় ?

ভূ। কাজে।

হে। কার আদেশে ?

ভূ। শ্রীমতী হেমলতার।

হে। হুকুম মিলিবে না।

ভূ। কেন ?

হে। হুকুমের আগে প্রস্তুত হওয়া কেন ?

ভূ। বিশেষ জরুরি বলিয়া।

হে। হুকুম না পাইলে কি করিবে ?

ভূ। হুকুম লইতে আসিয়াছি—দিতেই হইবে।

হে। যদি না দেই ?

ভূ। আবশ্যকের কথা শুনাইলে হুকুম মিলিবে, এরূপ প্রত্যাশা করি।

হে। ভাল, সেকথা পরে শোনা যাইবে—এখন আহার কর।

ভূ। সে সময় নাই।

হে। ওমা, সেকি ? আহার না করিয়াই যাইতে হইবে, এমন কি কাজ ?

ভূ। তবে শোন। রাজা এক মহাষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে।

হে। সে কি? কিরূপ ষড়যন্ত্র?

ভূ। এই নগরে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে,—সে লোকের নাম ধাম বলিয়া দিতেছে—ঔষধ দিতেছে,—আরও কত কি করিতেছে।

হে। ওমা, তিনি নাকি সিদ্ধ সন্ন্যাসী—তুমি তাঁহাকে দিতেছে—করিতেছে—ইত্যাদি অসম্ভ্রমসূচক কথা বলিতেছ কেন?

ভূ। আমার জ্ঞান হইতেছে, সে কোন ছদ্মবেশী।

হে। ভাল! তোমার সব তাতেই ত তামাসা।

ভূ। আমার অনুমান বোধহয় সত্য।

হে। না না—তুমি সে সিদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অমন ধারণ কারও না। উহাতে আমার সুধরচাঁদের অকল্যাণ হইবে।

সুধরচাঁদ তাঁহার পার্শ্বে শায়িত পঞ্চম বৎসরের পুত্র।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"বর্ত্তমানে রাজার বোধহয় ঘোর অকল্যাণ কাল উপস্থিত।"

হে। কেন কি হইয়াছে?

ভূ। সন্ন্যাসী রাজার নিকটে সংবাদ পাঠাইয়াছে, তাঁহাব জাবন কাণ্ডে ত্রিপাপ-গ্রহের সমাবেশ হইয়াছে—কোষ্ঠী দেখিবেন। ত্রিপাপগ্রহ সমাবেশের ফলে রাজার বধ-বন্ধন-ভয়। আমি তাহা কাটাইয়া দিব।

হে। রাজার ত কোষ্ঠি আছে—তাহা দেখা হইল না কেন?

ভূ। দেখা হইয়াছে।

হে। তাহাতে কি আছে?

ভূ। তাহাতেও ত্রিপাপ-গ্রহ সমাবেশের কথা আছে।

হে। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তবে তুমি যে, সন্ন্যাসীর উপরে সন্দেহ করিতেছ?

ভূ। কি জানি, কেন তথাপি আমার মনে সন্দেহের উদয় হইতেছে।

হে। তোমার অন্যায় সন্দেহ,—সন্ন্যাসী-মোহান্তের উপরে অমন সন্দেহ করিতে নাই,—উহাতে পাপ হয়।

ভূ। কেবল অন্যায় সন্দেহ নহে। যে যে কারণে সন্দেহ হইয়াছে,—তাহা বলি শোন। প্রথমতঃ সন্ন্যাসী যদি রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদ নষ্ট করিতে চেষ্টাই করেন, তবে তাহার জন্য 'জাঁকজারির' প্রয়োজন কি? যে সন্ন্যাসীর এতদূর ক্ষমতা যে, রাজাকে না দেখিয়া, রাজার কোষ্ঠী না দেখিয়া তাঁহার গ্রহসমাবেশ জানিতে পারিলেন,—তিনি ফাঁড়া কাটিতেও তাঁহাকে না ডাকিয়া পারিতেন।

হে। তোমার সব কথাই এক রকমের! যদিই ফাঁড়া কাটি-বার জন্যে রাজার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহাকে ডাকিবেন না?

ভূ। ভাল, তাই না হয় ডাকিলেন। কিন্তু রাজার কাণে কাণে সে পরামর্শ করা হইল কেন? যিনি সংসারে অনির্লিপ্ত—যিনি পরোপকারে নিরত—তাঁহার আবার গোপন কি?

হে। মেয়ে মানুষেও জানে যে, মন্ত্র ঔষধি আর গৃহছিদ্র সাধারণের নিকটে বলিবে না। তোমার বুদ্ধিতে তা আসিল না।

ভূ। আমার বোধহয়—আর এখন বোধহয় কেন,—একরূপ নিশ্চয়ই বোঝা গিয়াছে—সন্ন্যাসী রাজাকে রাত্রে একা তাহার নিকটে যাইতে বলিয়াছে। রাজার বুদ্ধি কিছু ভুল-প্রায় তোমারই মত,—তিনি সেই সন্ন্যাসীর নিকট এই রাত্রে একা যাইতেছেন।

হে। ও! এখন বুঝিয়াছি—তুমি কালোপোষাক পরিয়া রাজার অলক্ষ্যে রাজার পিছু পিছু যাইবে।

ভূ। যাক্, এতটাও যে বুদ্ধিতে কুলাইয়াছে—এই ধন্য।

হে। সন্ন্যাসী-মোহান্ত—তাঁহাদের মনে কি কোন কু-অভি-সন্ধি থাকিতে পারে। রাত্রেই তাঁহারা সাধনা [illegible] করিয়া থাকেন,—নিশ্চয়ই তিনি রাজার ভাল করিবেন।

ভূ। আর যদি তিনি কৃত্রিম সন্ন্যাসী হন—যদি তিনি পরা-জিত—বিতাড়িত মুসলমানের গুপ্তচর হন—রাজাকে একাকী লইয়া যদি তাহার গুপ্ত অস্ত্রে সংহার করে!

হেমলতা শিহরিয়া উঠিল। তারপরে একটু চিন্তা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—"না গো, তা নয়। তোমার সন্দেহ অমূলক।"

ভূ। কিসে?

হে। তিনি যদি মুসলমানের চর হইবেন, তবে লুকান কোষ্ঠীর ফল অবগত হইতে পারিবেন কি করিয়া?

ভূ। কুটিলতার মূলে কত গুপ্ত কাহিনী লুকান থাকে। তাহা ভেদ করা সহজ নহে। মা অপর্ণাদেবী আমার সন্দেহ অমূলক করুন,—কিন্তু এখন তা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আমি তোমার আঁচল মাথায় দিয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না।

হে। এ আঁচলের অনেক গুণ। নইলে অত বুদ্ধি তোমায় ধরে!

ভূ। বুদ্ধি আছে কি না আছে, কা'ল টের পাবে।

হে। টের এই পাব যে, তুমি গায়ের কাপড়ের রং মুখে মাখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছ।

ভূ। মা অপর্ণাদেবীর নিকটে প্রার্থনা কর, সেইরূপ ভাবেই যেন ফিরিয়া আসি।

হে। তা আসিবে—নিশ্চয় আসিবে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে।

ভূ। কি ভয়?

হে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের যেরূপ ক্ষমতা—তাতে তিনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, তুমি তাঁহার উপরে সন্দেহ করিয়া রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছ।

ভূ। তাহা হইলে কি হইবে?

হে। তোমাকে পাছে শাপ না দেন।

ভূ। শাপ দেবেন কেন? তিনি যদি আমার লুকান গমন জানিতে পারেন, তবে আমার মনের ভাবও জানিতে পারিবেন,—রাজা, আমার প্রভু। আমি তাঁহার অন্নে পালিত কর্ম্মচারী। আমি তাঁহার জীবনে সন্দেহ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি—ইহাতে আমার কোন দোষ হয় না। আমি কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার উপরে সন্তুষ্ট হইবেন—এবং ডাকিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ করিবেন। ততক্ষমতা সন্ন্যাসীর দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিব।

হে। আর যদি তিনি তোমার উপর রাগ করেন?

ভূ। রাগ করিয়া কি করিবেন?

হে। যদি অভিশাপ দেন?

ভূ। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যাইতেছি, ইহাতে যদি আমার জীবন যায়, তাহাতেও দুঃখিত নাই। ছেলের অমঙ্গল হয়, বুক পাতিয়া সহ্য করিব।

কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"প্রভু, প্রিয়তম,—এতেই তুমি এ নগরে এত পূজ্য!"

প্রকাশ্যে বলিল,—"কিন্তু সাবধান! যেন তাড়াতাড়িতে কোন কাজ করিয়া ফেলিও না। আমি স্ত্রীলোক,—আমি তোমাকে কি বলিয়া দিব। এই ঘুমন্ত শিশুর মুখপানে চাহিয়া যাও,—উহার কথা মনে রাখিও।"

ভূ। তুমি দরোজা দাও—আমি চলিলাম।

হে। খাবে না?

ভূ। সময় নাই। রাজা এতক্ষণ বাহির হইলেন।

হে। তুমি এসব সন্ধান রাখিলে কি প্রকারে?

ভূ। যখন সন্ন্যাসী রাজার কাণে কাণে গোপনে কি বলিল,—শুনিতে পাইলাম, তখনই কেমন একটা সন্দেহ জাগিল যে, রাজাকে সে হয়ত তাহার কাছে যাইতে বলিল। রাজবাড়ী যে, বিন্দে দাসী আছে—সে বড় চতুরা; তাহাঁকে গোয়েন্দা লাগাইয়া দিয়াছি। আর আমিও রাজার গতি-বিধির উপরে লক্ষ্য রাখিয়াছি। বিন্দে আমাকে বলিয়া গেল—রাণীকে বলিয়া রাজা একাকী কোথায় যাইতেছেন। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীর কাছে। কিন্তু কাহাকেও একথা বলা নিষেধ।

হে। তোমার অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ। কিন্তু কিছু খাইয়া গেলে হইত—হয়ত সারা রাত্রি পথে পথে কাটাইতে হইবে। না হয়, একটু দুধ খাইয়া যাও।

হেমলতা কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়া এক বাটী দুধ আর এক পাত্র জল আনিয়া দিল। ভূধরচাঁদ তাহা পান

করিয়া মনে মনে অপর্ণাদেবীকে স্মরণ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে পথ দিয়া রাজা বিজয়চাঁদ সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিবেন, সেই পথের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে ভূধরচাঁদ লুকাইয়া থাকিলেন। তখনও রাজা বাটী হইতে বাহির হন নাই,—ভূধরচাদ সে সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। বিজয়চাঁদ তখনও সে পথে আসিলেন না। ভূধরচাঁদ চিন্তিত হইলেন,—ভাবিলেন, তবে কি রাজা অন্য পথে সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিয়াছেন!

সহসা সম্মুখের রাস্তা দিয়া নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মনুষ্য অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিলেন। ভূধরচাঁদ চিনিতে পারিলেন, রাজা বিজয়চাঁদ যাইতেছেন।

রাজা কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলে ভূধরচাঁদ তাঁহার পশ্চাৎ লইলেন।

চারিদিক্ অন্ধকারের জমাট। কোন দিকে জন-মানবের সাড়াশব্দও নাই,—কেবল নগর মধ্য হইতে প্রহরিগণের প্রহরা-সূচক চীৎকারধ্বনি নদীসৈকতে আসিতেছিল। তাঁহারা করতোয়ার তীর বহিয়া যাইতেছিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই সম্মুখে সন্ন্যাসীর আশ্রম অশ্বত্থ বৃক্ষ—শাখা প্রশাখা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে বিশ্বের অন্ধকার

ঘোট পাকাইয়া রহিয়াছে। কেবল সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হোমাগ্নি রশ্মি দেখা যাইতেছিল।

সেই রশ্মি-টুকু লক্ষ্য করিয়া রাজা বিজয়চাঁদ চলিতেছিলেন,—বিজয়চাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূধরচাঁদ যাইতেছিলেন। ক্রমে রাজা সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন,—ভূধরচাঁদ ও ঘুরিয়া ঠিক সন্ন্যাসীর পশ্চাৎভাগে বৃক্ষকাণ্ডে দেহ লুকাইয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী মনুষ্য-পদ শব্দ পাইয়া বলিলেন,—"কেও ?"

রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি বিজয়চাদ।"

স। মহারাজ ?

বি। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী অগ্নিকুণ্ডে ফুৎকার দিলেন,—অগ্নি জ্বালিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী রাজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপরে আরও অনেকদূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তৎপরে বলিলেন—"সঙ্গে আর কেহ আছে না কি ?

বি। আপনি যে আমাকে একা আসিতে বলিয়াছিলেন ? আপনার আদেশে আরত কাহাকেও সঙ্গে আনি নাই।

স। বোধহয় ইহাতে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে ?

বি। না না আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

স। বড় অন্ধকার! তবে আমাদের কার্য্য এই রাত্রেই সুবিধা—কৃষ্ণপক্ষ—চতুর্দ্দশী। তবে বড় শীত! মাঘমাসের রাত্রি!

বি। কিন্তু আমার সম্মুখে যে বিপদ,—তাহার তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। আপনার কৃপায় যদি সে দায় হইতে রক্ষা পাই, তবে এ যাত্রা রক্ষা পাইব।

স। হাঁ, নিশ্চয়ই সে ভয় যাইবে। কিন্তু আরও একটু কষ্ট করিতে হইবে।

বি। কি কষ্ট প্রভু?

স। আমার সঙ্গে অন্য একস্থানে যাইতে হইবে।

বি। কোথায়?

স। বড় অধিক দূর নহে।

বি। এখনই কি?

স। হাঁ, এখনই। কেন আপনার কি কষ্ট বোধ হইতেছে?

বিজয়চাঁদের প্রাণে কেমন আতঙ্ক আসিয়া ঘনাইয়া বসিতেছিল। কিন্তু যে কার্য্যে আসিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া যাইতে পারেন না। বলিলেন,—"প্রভু, কষ্ট ভয় প্রভৃতি সব আপনাতে অর্পণ করিয়াছি। রাজ্য জীবন মান সম্ভ্রম তাও আপনাতে অর্পণ করিয়াছি,—রাখিতে হয় রাখুন, মারিতে হয় মারুন,—যেখানে লইয়া যাইবেন, সেই স্থানে যাইব।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"তবে আর কথায় কাজ নাই। কার্য্যের সময় সমাগত—আমার সঙ্গে চলুন।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং রাজাকে ইঙ্গিত করিয়া নদীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ভূধরচাঁদ পা টিপিয়া টিপিয়া রুদ্ধশ্বাসে তাহাদের অনুগমন করিলেন।

নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা ছিল,—সন্ন্যাসী তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, এবং রাজাকে তাহাতে উঠিতে বলিলেন।

কম্পিত কলেবরে রাজাও তাহাতে উঠিলেন। সন্ন্যাসী নৌকা খুলিয়া বাহিয়া চলিলেন।

আকাশের মেঘখণ্ডগুলা তখন জমাট পাকাইয়া এক হইয়া গিয়াছিল। মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশতলে স্বন্ স্বন্ করিয়া বায়ু বহিয়া যাইতেছিল,—বিশ্বের অন্ধকারস্রোত যেন সে বাতাসে লহর তুলিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল। দারুণ শীত—মাঘে মেঘে একত্র সমাবেশ।

সেই শীত সমাকুল নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে করতোয়ার উচ্ছ্বাসিত বারিরাশির উপর দিয়া সন্ন্যাসীবাহিত ক্ষুদ্র তরণী ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

ভূধরচাঁদ আকুল হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও একখানি নৌকার সন্ধান পাইলেন না। রাজাকে লইয়া সন্ন্যাসী পলাইয়া গেল—তিনি যে কার্য্যে আসিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না—রাজাকে রক্ষা করা হইল না। তিনি নৌকা লক্ষ্য করিয়া তীরে তীরে ছুটিলেন,—কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া করতোয়া বক্রগতিতে উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে—তীরে প্রকাণ্ড কসাড়বন। ভূধরচাঁদের গতিরোধ হইল। তিনি আকুল হইয়া কূলে বসিয়া পড়িলেন,—একবার ভাবিলেন, জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া যাই। আবার ভাবিলেন, কতদূর যাইতে পারিব! জলে নামিবা মাত্র দারুণ শীতে হস্তপদ অসাড় হইয়া যাইবে। ততক্ষণ নৌকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। দারুণ অন্ধকারে ক্ষেপণীর শব্দ লক্ষ্য হইতেছিল,—এতক্ষণে তাহা নীরব হইল।

নৌকা আরও কিয়দ্দূর যাইয়া শ্মশান সীমান্তে উপস্থিত

হইল। সন্ন্যাসী ক্ষেপণী নৌকার উপরে তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, চলুন, আমরা তীরে যাই।

ভয়ে বিস্ময়ে তখন রাজার বাক্য শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে নৌকার উপরে বসিয়াছিলেন,—এতক্ষণে—সন্ন্যাসীর কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাইব?"

স। তীরে চলুন।

বি। ওখানে কি শ্মশান?

স। হাঁ।

বি। ঐ যে আগুন জ্বলিতেছে, উহা কি চিতার আগুন?

স। হাঁ।

বি। আমরা কি ঐ স্থানে যাইব?

স। হাঁ, ঐ আগুনের কাছে চলুন।

বি। শুনিয়াছি, আপনাদিগের সাধন-সিদ্ধ ঐস্থানেই হয়—তবে কি শ্মশানে আসিলেন?

স। হাঁ,—আর কথায় কথায় অধিক সময় নষ্ট করিবেন না, চলুন।

রাজা বিজয়চাঁদ নৌকা হইতে তীরে নামিলেন,—সন্ন্যাসীও নামিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনি আগে আগে চলুন।"

সন্ন্যাসী তাহাই করিলেন। তিনি আগে আগে এবং রাজা পিছু পিছু গমন করিলেন। অদূরে মৃত মানবদেহ বক্ষে করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিতেছিল,—সন্ন্যাসী ও রাজা তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তমধ্যে বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি

বাহির করিয়া বলিলেন,—"বিজয়চাঁদ,—মহারাজা,—আমাকে আপনি নিশ্চয় চিনিতে পারেন নাই ;—আমি গণেশলাল।"

রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। গণেশলাল তাহার মুখের কৃত্রিম শ্মশ্রু গুম্ফ টানিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল। প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির উজ্জ্বলালোকে রাজা তাহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন। আসন্ন বিপদ জানিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

গণেশলাল বলিল,—"কৃতঘ্ন বিজয়চাঁদ, আমি প্রাণ দিয়া তোমার ও তোমার প্রজাগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম— তাহার প্রতিদানে আমাকে চির নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে! এই-বার তাহার প্রতিশোধ দিব।"

বিজয়চাঁদ কম্পিত কলেবরে বলিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, ভূধরচাঁদ তোমার উপরে সন্দেহ করিয়াছিল—কিন্তু আমি তাহার কথা শুনি নাই। যাক্, তোমার তরবারি আঘাতে মৃত্যু হওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল, তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অন্যায় বিচার করি নাই। তোমাকে সামান্য সৈনিকের পদ হইতে উচ্চ অহঙ্কারি সেনাপতির পদে উন্নীত করা হইয়াছিল,—কিন্তু তুমি আমার কুলে কালিদিবার উপক্রম করিয়াছিলে—আমার বিধবা কন্যার উপরে বলপ্রকাশের ভয় দেখাইয়াছিলে। তথাপি তোমার উপ-যুক্ত দণ্ড না দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছিলাম।"

গ। যদি আমায় মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে—তাহা হইলে আজ তোমাকে মরিতে হইত না।

বি। আমার কর্ত্তব্য পালন আমি করিয়াছি,—তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর!

গ। আমার কর্ত্তব্য এই অসিতে তোমার কণ্ঠ ছিন্ন করিব।

বি। যদি তাহাই স্থির হয়, কর। কিন্তু তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে?

গ। আমার লাভ! জগতে আমার একমাত্র প্রার্থনা—একমাত্র কামনা—তোমার ভবানী। তোমাকে মারিয়া ফেলিলে আমি ভবানীকে লাভ করিতে পারিব।

বি। শৃগাল,—সে আশা করিও না। দেশের প্রজাগণ—রাজকীয় সৈন্যগণ—তাহাদের অসহায়া বিধবা রাজকন্যার সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

গ। তোমাকে কাটিয়া ফেলিলে, নিশ্চয়ই আমি তোমার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিব।

বি। সে আশামরীচিকামাত্র,—আর তাহা পারিলেও ভবানী ক্ষত্রিয়-কন্যা। ক্ষত্রিয়-কন্যা মরিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতে জানে।

গ। একটি কাজ করিতে পার যদি। তোমার জীবন রক্ষা হয়।

বি। গণেশলাল,—সে কাজের কথা শুনিবার আগে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর।

গ। কি অনুরোধ?

বি। মরণকালেও আমার সে কৌতূহল গেল না। তুমি আমার ত্রিপাপ গ্রহ-সমাবেশের কথা কি করিয়া জানিতে পারিলে? সত্য বলিও—আমিত চলিলাম।

গ। তোমার কোষ্ঠীদ্বারাই জানিতে পারিয়াছি।

বি। তুমিত ইত্যগ্রে কখনও আমার কোষ্ঠী দেখ নাই।

গ। না, আমি কখনও তোমার কোষ্ঠী দেখি নাই। শরণ

হয় কি, সেবার নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী আসিয়া তোমার কোষ্ঠী দেখিয়াছিল ?

বি। হাঁ, স্মরণ আছে,—কিন্তু তিনিত ত্রিপাপ-গ্রহ-সমাবেশের কথা কিছু বলেন নাই ?

গ। না, তিনি বলেন নাই—আর কাহারও সাক্ষাতে বলেন নাই। কেবল তোমার তখনকার প্রধান জ্যোতিষীর নিকটে বলিয়া গিয়াছিলেন,—এবং আরও বলিয়া গিয়াছিলেন, ঐ ত্রিপাপ-গ্রহ-সমাবেশ কালে গ্রহ-পুরশ্চরণ করিতে হইবে। তাহাতে গ্রহ প্রসন্ন হইয়া যদি রাজা ঐ সময়টা কাটাইতে পারেন—ভারতের একছত্রী রাজা হইবেন। তুমি ভীত হইবে বলিয়া জ্যোতিষী তখন তোমাকে ঐ কথা না বলিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বি। তারপরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—তুমি ঐ কথা জানিলে কি প্রকারে ?

গ। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি তাঁহার মৃত্যু শয্যার নিকটে উপস্থিত ছিলাম—তিনি আমাকে ঐ কথা বলিয়া যান।

বি। উঃ! কি ভয়ানক ঘটনা।

গ। আমি যে কথা বলিতেছিলাম, শুনিবে কি ?

বি। তুমি যাহা বলিবে, সমস্তই গর্হিত। আমাকে তাহা বলিয়া আর জ্বালাতন করিও না। মৃত্যু কালে আর অপমানের পদাঘাত করিও না—যদি কাটিয়া ফেলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাই কর।

গ। আমার প্রস্তাব শোন,—তুমি যদি অপর্ণাদেবীর নামে শপথ কর যে, তোমার কন্যা ভবানীকে—

রাজা বিজয়চাঁদ লাফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন। বলিলেন,—"কুকুর, আমার মুখের উপরে ঐ কথা?"

গণেশলাল একটু সরিয়া গিয়া তাহার হস্তধৃত কঠিন তরয়াল উত্তোলন করিল,—চিতার প্রজ্বলিত বহ্নিতে সে তরবারি ঝলসিয়া উঠিল। রাজা আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন—"মা মা—দেবী অপর্ণে! অদৃষ্টের ফেরে, অথবা আমার কুবুদ্ধির দোষে নরাধমের অসিতে জীবন হারাইলাম,—মা অন্তিমে যেন রাঙ্গা চরণ দেখিতে পাই।"

গণেশলাল দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি তুলিয়া রাজার স্কন্ধদেশ লক্ষ্য করিল। তরবারি ঘুরিয়া আসিয়া পড়িবে,—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া তরবারি কাড়িয়া লইল,—এবং বজ্র-মুষ্টিতে তাহার চিবুক দেশে আঘাত করিল।

গণেশলাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল,—রাজাও অবসর বুঝিয়া লাফ দিয়া তাহার বক্ষে পতিত হইলেন। গণেশলাল মাটিতে পড়িয়া গেল।

যে তাহাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল, ক্ষিপ্রগতিতে সে গণেশলালের বক্ষের উপর উঠিয়া বসিল।

রাজা সেই তীব্রোজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইলেন,—সে ভূধরচাঁদ।

রাজা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভূধর, জীবনসহচর ভূধর, তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"মহারাজ, আগে পাষণ্ডকে সংহার করি, তারপরে সকল কথা বলিতেছি।"

গণেশলাল আবদ্ধস্বরে বলিল,—"আমাকে মারিও না। আমি

তোমাদের এক উপকার করিব, যাহাতে তোমরা সবিশেষ উপকৃত হইবে।"

ভূধরচাঁদ পরুষস্বরে বলিলেন,—"পাপাত্মা, এখনও ছলনা! এখনও প্রলোভন! তোর পাপের ফল গ্রহণ কর।"

গ। আমি দেবী অপর্ণার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি— এমন কথা, গুপ্ত কথা আমি জানি, যাহা আমি মরিয়া গেলে, আর কোথাও শুনিতে পাইবে না। শুনিতে না পাইলে তোমাদের এমন ক্ষতি হইবে, যাহা জীবনে আর পূরণ হইবে না।

ভূ। তাহা কি?

গ। এখন বলিব না। বলিলে বিশ্বাস করিবে না।

ভূ। কখন বলিবে?

গ। আমাকে বাঁধিয়া তোমাদের সঙ্গে লও, আমি সে কথা বলি—আমাকে প্রাণে মারিও না। আর যদি না বলি, তোমাদের কাছেই থাকিব—তখন যাহা ইচ্ছা হয়, করিও।

ভূ। মহারাজ কি বলেন?

গ। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। ঐ প্রতারকের প্রতারণা-জালে জীবন হারাইতে বসিয়া ছিলাম, তুমি না রক্ষা করিলে এতক্ষণ আমার জীবনশূন্য দেহ ঐ জ্বলন্ত চিতানলে দগ্ধ হইত। কিন্তু ভূধর, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?

ভূধরচাঁদ গণেশলালকে একখণ্ড কাপড় দিয়া উত্তমরূপে বাধিয়া ফেলিলেন। তারপরে তাহাকে টানিয়া লইয়া নৌকায় উঠিলেন,—রাজাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সে নৌকায়

আরোহণ করিলেন। নৌকার পশ্চাদ্ভাগে একজন মাঝী বসিয়া ছিল, সে ইঙ্গিতমাত্রে নৌকা খুলিয়া দিয়া বাহিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে ভূধরচাঁদ তাঁহার আগমন-সম্বন্ধে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া, তারপরে বলিলেন;—"আমি কূলে বসিয়া আকুলে ভাবিতেছি, এমন সময় এই মাঝী সেই স্থান দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল—জিজ্ঞাসা করায় বলিল, একখানা ডিঙ্গী শ্মশানাভিমুখে গেল। আমি উহাকে প্রচুর পুরস্কারে বশীভূত করিয়া ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। অপর্ণাদেবীর মহিমায় আমি আর এক মুহূর্ত্ত পরে গেলে নিষ্ফল গমন হইত।"

রাজা সমস্ত কথা শুনিয়া ভূধরচাঁদকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। গণেশলাল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নৌকা সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী গণেশলালকে সেই রাত্রেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু নগর মধ্যে এই ঘটনার কোন কথাই প্রকাশ পাইল না। রাজা ও ভূধরচাঁদ কথাটা একেবারে গোপন করিয়া গেলেন, এবং ভূধরচাঁদের স্ত্রী হেমলতা সে কথা শুনিয়া স্বামীর পৃষ্ঠে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট পুতুলের মুণ্ডচ্ছেদন তৎপর সুধরচাঁদের কচি মুখে চুম্বন করিলেন। পৈত্রিক-সম্পত্তির অধিকারী পুত্রকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া ভূধরচাঁদও তাহার মুখে এক চুম্বন করিলেন। সুধরচাঁদ অযাচিত ভাবে মাতৃ-পিতৃ আদর

প্রাপ্ত হইয়া ক্রোড় হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিড়ালটা সেই সাংঘাতিক আকর্ষণে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"তবে এখন যাই?"

তখন বেলা প্রায় চারিদণ্ড।

ফুল ধনুর মত ভ্রূ-দুইখানি কুঞ্চিত করিয়া, কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া হেমলতা বলিল,—"না, আ'জ আর কোথাও যাইতে পাবে না।"

ভূ। তবে কি করিব?

হে। শ্রীমতী হেমলতার অঞ্চলাগ্র মস্তকে দিয়া অন্দরমধ্যে বসিয়া থাকিবে।

ভূ। তাহাতে লাভ?

হে। লাভ—বুদ্ধি ও সাহস। যাহার বলে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছ।

ভূ। সেটা কি ঐ আঁচলের বায়ু-সঞ্জাত?

হে। নয়ত কোথায় পাইলে? মিন্‌সেরা মাগীদের আঁচলের বাতাসেই বৰ্দ্ধিত ও পালিত হয়। যেখানকার যেমন বাতাস—তেমনিই পুরুষ-বৃক্ষ বৰ্দ্ধিত হয়।

ভূ। এক্ষণে একবার ঘুরিয়া আসি।

হে। কোথায় যাওয়া হবে?

ভূ। রাজবাড়ী—কারাগারে।

হে। কেন?

ভূ। বন্দী কিরূপ অবস্থায় আছে,—এবং সে যে কথা বলিবে বলিয়াছিল, তাহা বলে কি না জানিয়া আসি।

হে। এই বুঝি শ্রীমানের বুদ্ধির দৌড় !

ভূ। কি হইল ?

হে। গণেশলাল তোমাদের হিতকথা বলিয়া দিবে ? যে ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হইয়াও প্রতিহিংসা সাধনের জন্যে এতদূর করিতে পারিয়াছে—সে যে, একটা মিথ্যা কথা রটাইয়া তখনকার মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবে—তাহাতে বিচিত্র কি ? আর তোমরা—হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী—উভয়ে তাহার নিকট এখনও গুপ্ত খবর পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ।

ভূ। রাজা বিজয়চাঁদকে বলিয়া তোমাকে এরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিব।

হে। আমি রাজার মন্ত্রী হইব কেন ? আমি যার মন্ত্রী হইয়াছি—তারই ঘটে বুদ্ধির একরতি ঢালিতে পারিলাম না—তা আবার এতবড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী হব।

ভূ। সে বুদ্ধিটুকু কি ?

হে। সে বুদ্ধি ধরিয়া সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও কোথাও না যাইয়া—এই অন্দর-রাজ্যে বসিয়া সুধরচাঁদের মার আজ্ঞা পালন করা।

ভূ। সে বুদ্ধি খুবই ভাল বটে, কিন্তু আপাততঃ ঘুরিয়া আসি।

হে। নিতান্ত যদি প্রয়োজন হয়, যাও ;—কিন্তু কা'ল সারারাতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চোকমুক বসিয়া পড়িয়াছে,—তার উপরে আহার হয় নাই। এখনই ফিরিয়া আসা চাই-ই।

ভূ। আদেশ পালনে অবহেলা করিব না।

সুধরচাঁদ এই সময় আসিয়া বলিল,—"বা বা, একটা হরিণের বাচ্চা নেব।"

ভূ। হরিণের বাচ্ছা কি হবে রে ?

হে। কি হবেরে সে প্রশ্নে প্রয়োজন কি ;—শ্রীমান্ সুধরচাঁদ আর শ্রীমতী তাহার মাতাঠাকুরাণী—যাহা চাহিবে—যাহা বায়না লইবে,—তুমি তাহা প্রাণপণে আনিয়া দিবে—ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান।

হেমলতা হাসিতে লাগিল,—ভূধরচাঁদও হাসিলেন এবং হেমলতার কুণ্ডলিতা দীর্ঘ ভুজঙ্গিনী তুল্য বদ্ধবেণী ধরিয়া টানিয়া দিল। কুণ্ডলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বেণী আজানুলম্বিত হইয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া দুলিতে লাগিল। নৈশফুল্ল ফুলরাশি বাসি হইয়া কোন প্রকারে সে কুন্তলে শোভিত হইতেছিল—তাহারা অনাদরে অভিমানে ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া সে রাঙ্গাচরণের শোভা বর্দ্ধন করিল।

হেমলতা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া এক কিল দেখাইল,—ভূধরচাঁদ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

তখন হেমলতা স্খলিত বেণী দুলাইয়া, সুধরচাঁদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

ভূধরচাঁদ হেমলতার চাঁদমুখ স্মরণ করিতে করিতে কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন, এবং কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গণেশলাল একটা অতি ক্ষুদ্র গৃহ-মধ্যে সবিশেষ প্রহরায় অবস্থিতি করিতেছিল। গৃহের লৌহশিকের পার্শ্ব হইতে ভূধরচাঁদ ডাকিলেন,—"গণেশলাল !"

গণেশলাল দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। ভূধরচাঁদের ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল,—যেদিকে

হইতে ভূধরচাঁদ ডাকিল, সেই দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল—"কে, ভূধরচাঁদ? আমায় কি জন্য ডাকিতেছ?"

ভূ। আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।

গ। তাহাত দেখিতে পাইতেছি। তবে কি জন্য আসিয়াছ, তাহাই বল।

ভূ। তুমি যে কথা বলিবে, বলিয়াছিলে; তাহা বলিবে কি?

গ। মহারাজের সাক্ষাতে বলিব।

ভূ। সে প্রত্যাশা করিও না। মহারাজ আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

গ। তোমার সহিত সে কথা বলিব কি না, এখনও বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

ভূ। তুমি তোমার অবস্থা স্মরণ করিতে পারিতেছ কি?

গ। হাঁ, পারিতেছি,—আমি বন্দি।

ভূ। কেবল সাধারণ বন্দী নহ—ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে—তাহার কি দণ্ড অবগত আছ কি?

গ। আছি,—মৃত্যুদণ্ড।

ভূ। সে দণ্ডে কি তোমার হৃদয় কম্পিত হয় না?

গ। ঘটনা-চক্রে যাহা ঘটে, তাহার জন্য হৃদয় কাঁপিবে কেন? সেরূপ স্থলে স্ত্রীলোকেরা ভীত হইতে পারে,—পুরুষের ভয় হইবে কেন?

ভূ। এদণ্ড হইতে তোমার অব্যাহতি নাই।

গ। তাহা আমিও বুঝিতেছি।

ভূ। আর যদি কোন গুপ্ত রহস্য—যাহা তুমি বলিতে

চাহিয়াছিলে,—তাহা বল, তবে তুমি এদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পার।

গ। তাহা হইলে কি এরাজ্যে আমি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিব? সত্য বলিও,—কোন কথা গোপন করিও না।

ভূ। আমার বোধহয় না।

গ। তখন আমার প্রতি কি দণ্ড হইবে?

ভূ। আমি বলিতে পারি না,—বোধহয় পূর্ব্বদণ্ড বহাল থাকিতে পারে,—নির্ব্বাসন দণ্ড।

গ। আমি বলিব না।

ভূ। আমার বোধহয়, কোন সংবাদই তুমি রাখ না।

গ। তবে তাই।

ভূধরচাঁদ বুঝিলেন, গণেশলালের সকলই ছলনা। সকলই প্রবঞ্চনা। তিনি তখন তথা হইতে নিশ্রুান্ত হইয়া রাজবাটী অভিমুখে গমন করিলেন।

রাজা তখন দরবার গৃহে ছিলেন। ভূধরচাঁদ তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার শারীরিক কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অভিবাদন করিয়া ভূধরচাঁদ শারীরিক কুশল জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজের সহিত একটা সামরিক পরামর্শ আছে। দরবার ভাঙ্গা কাল পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ দাস এখানে অপেক্ষা করিবে।"

রাজা তখন অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিলেন। তৎপরে ভূধরচাঁদকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"মহারাজ, আমি কারাগারে গিয়া গণেশলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।"

রাজা বিজয়চাঁদ ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে কোন গুপ্ত কথা বলিয়াছে নাকি ?”

ভূ। না, কিছুই বলে নাই। তাহার আগাগোড়া দুষ্টুমি। নিশ্চয় সে প্রতারণা করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ঐরূপ একটা মিথ্যা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতেছে।

বি। তাহার সম্বন্ধে কি বিবেচনা কর ?

ভূ। গণেশলাল অতি ভয়ানক লোক। তাহার দ্বারা রাজ্যের ঘোর অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে,—তাহার জীবন নষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত।

বি। তবে তাহাই। তাহার নির্ব্বাসন দণ্ডের সময় আদেশ ছিল, এ রাজ্যে আসিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

ভূ। প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানই কর্ত্তব্য।

বি। কিন্তু ভূধরচাঁদ, আমার প্রাণের অন্ধকার যেন ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে। ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি উৎকণ্ঠিত হইতেছি।

ভূ। সে কি মহারাজ,—কিসের উৎকণ্ঠা, কিসের অমঙ্গল আশঙ্কা ?'

বি। আমার কোষ্ঠীর ফল যাহা, তাহাত শুনিয়াছ, গণেশলালই না হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বাস্তবিক কোষ্ঠীতেও বধবন্ধন ও মৃত্যু ঘটিতে পারে, এমন লেখা আছে।

ভূ। ত্রিপাপগ্রহের সমাবেশ কতলোকের জীবনেই ঘটিয়া থাকে —তাহাদের কি উহার ফল হয় ? বিশেষতঃ লেখা আছে—

যদি ঐ গ্রহের ফল উত্তীর্ণ হয়, তবে সমগ্র ভারতের একছত্রী রাজা হইবেন।

বি। ফল কাটিলেত ?

ভূ। নবদ্বীপে লোক পাঠাইয়া ভাল ভাল কয়েক জন গ্রহাচার্য্য আনান হউক,—তাঁহাদিগের দ্বারা গ্রহের পুরশ্চরণ করিলেই পাপগ্রহের কুফল কাটিয়া যাইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন—আগামী কল্যই একজন ভাললোককে নবদ্বীপে পাঠান।

বি। অতি সুযুক্তির কথা।

ভূ। এখন তবে বিদায় হই

রাজা ভূধরচাঁদকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে দিনে অমাবস্যার রজনী। দিকে দিকে অনন্ত অন্ধকার—বাতাস উদাস, বিহ্বল, পথহারা,—আকাশ মেঘশূন্য—সহস্র সহস্র তারকা পরিবৃত। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

কারাগারের এক ক্ষুদ্র কক্ষে দুই জনে কথা হইতেছিল। এক জন বন্দী গণেশলাল, অপর সনাতন দাস।

সনাতন দাস গণেশলালের বন্ধু এবং দলস্থ লোক। গণেশলাল বলিল,—"তুমি কি প্রকারে আসিতে পারিলে ?"

স। আমিও আমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ যখন তোমার ধৃত হইবার কথা অবগত হইতে পারিলাম, তখন কারাগারে প্রবেশের

উপায়ে মনঃসংযোগ করিলাম। দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তবে এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়াছি।

গ। তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এখন আমাকে কি করিতে বল ?

স। তোমার কাণ্ড আমরা সবই অবগত হইতে পারিয়াছি। কিন্তু এরূপ করা তোমার কখনই উচিত হয় নাই। আমরা জনে জনে তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি—বিধবা—ব্রহ্মচারিণী—দেশের লোকের রাজকন্যা—ভবানীর উপরে লোভ করিও না। উহা মহাপাতক—পাপ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না।

গ। হাঁ, সে পরামর্শ তোমরা অনেকবার দিয়াছ,—কিন্তু আমি উহা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিনা।

স। কেন ?

গ। পাপ-পুণ্যটা আমি আদৌ মানি না,—সে কথা তুমি বোধ হয় জান ?

স। ঐত তোমার মহাভুল। পাপ আছে—পুণ্য আছে—ধর্ম্ম আছে—অধর্ম্ম আছে—ইহকাল আছে—পরকাল আছে।

গ। কোথায় আমাদের কথোপকথন হইতেছে, জান ?

স। জানি। রাজকীয় কারাগারে।

গ। তবে ভুলিয়া যাইতেছ কেন যে, এখানে ধর্ম্মকথা কহিবার যায়গা নয়—বন্দীর সহিত এরূপ গোপনে কথা কহিলে তোমারও দণ্ড হইতে পারে।

স। তুমি এখন কি করিতে চাহ ?

গ। আমি বন্দী—আমার স্বাধীনতা মাত্র নাই—আমি কি করিব, তা কেমন করিয়া বলিব ?

স। যদি তুমি পাপ-পথ পরিত্যাগ কর—যদি ভবানীর কথা আর মনে স্থান না দাও—তবে আমি তোমার মুক্তির পথ করিয়া দিতে পারি—তুমি এরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস কর।

গ। আর যদি রাজকুমারী ভবানীর আশা পরিত্যাগ না করি?

স। আমি তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব না।

গ। কেন?

স। তিনি নিষ্পাপ হৃদয়া বিধবা—ব্রহ্মচারিণী—আমাদের রাজকন্যা—তাঁহার অনিষ্ট কার্য্যের সহায়তা আমি করিতে পারিব না।

গ। তবে এ পাপীকে উদ্ধার করিতে প্রেয়াস পাইলে কেন?

স। তুমি বন্ধু—যদি এখনও তোমার মতি-গতি ফেরে,—এখনও তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি।

গ। শোন সনাতন, যে লালসায় আমি জ্বলিতেছি, তাহা অরুন্ধতীর অনল ছটা নহে,—তাহা হৃদয়দেশের যমাষ্টকের মহা-মায়ী রৌদ্র। তুমি আমাকে বুঝাইতেছ,—পূর্ব্বে একে একে সকল বন্ধুই আমাকে বুঝাইয়াছেন—কিন্তু আমার জীবনের ঐ এক লালসা। যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ ঐ লালসা-রৌদ্র অস্তমিত হইবে না। আমার ধর্ম্ম নাই, হৃদয় নাই—পাপপুণ্য জ্ঞান নাই,—আছে শুধু কতকগুলা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রজন্তুর আবেগবৃত্তি। আমি মাঝে মাঝে সেগুলাকে আহার-পরিতৃপ্তি দিয়া পোষমানাইয়া রাখি। আমাকে বুঝাইয়া কি করিবে?

স। তবে কি তোমার এ আকাঙ্ক্ষা জীবন্তে যাইবার নহে?

গ। নিশ্চয়ই নহে!

স। অপর্ণাদেবী তোমার অমঙ্গল করিবেন।

গ। অপর্ণাদেবী আছেন, স্বীকার করি—তাঁহার অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তথাপি আমি তাঁহাকে মানিব না। আমি আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ করিতে স্বহস্তে এ দেহ বলি দিব।

স। আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

গ। আমার জন্যে কি ব্যবস্থা হইবে, শুনিতেছ?

স। তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

গ। কবে হইবে, শুনিয়াছ?

স। আগামী কল্য প্রভাতে।

গ। এই রাত্রি অন্তেই?

স। হাঁ।

গণেশলাল কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল; তারপরে বলিল—"সনাতন, আমাকে কি উদ্ধার করিতে পার?"

স। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পারি।

গ। তবে আমাকে মুক্ত করিয়া দাও।

স। আমি যে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি ভবানীর কথা আর একবারও স্মরণ করিবে না।

গ। আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করিবে কি?

স। তা করিতে পারি।

গ। তবে করিলাম,—কিন্তু প্রতারিত হইতে পার।

স। চল, তোমাকে মুক্ত করিব—বুঝিতেছি, তুমি সহজেও পাপ-পথ ত্যাগ করিবে না। তথাপি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া

তোমাকে মুক্ত করিব,—তোমার কাতরতা পূর্ণ মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—তোমায় মুক্ত করিব। কিন্তু পূর্ব্ব বন্ধুর কথাটি স্মরণ রাখিও—এদেশে আর আসিও না আসিলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি।

গণেশলাল কোন কথা কহিল না। সনাতন বলিল,—"তবে ওঠ।"

গণেশলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দাসও উঠিল,—তারপরে উভয়ে ধীরে ধীরে কারাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রহরী বলিল—"কেও?"

সনাতন দাস বলিল,—"আমরা।"

প্র। আমরা কে কে?

স। যে দুইজন কারাধ্যক্ষের আদেশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

প্র। তুমিইত প্রবেশ করিয়াছিলে,—উহাকে কোথায় পাইলে?

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ—আমারা দুইজনেই প্রবেশ করিয়াছিলাম, এই দেখ,—আদেশলিপি দেখ। আর আমা-দিগকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও—কারাধ্যক্ষ বলিয়া দিলেন, শীঘ্র বাহির হইয়া যাও। রাজবাড়ী হইতে বিশেষ কার্য্য জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এখন কারাগারে আসিবার সম্ভব।

প্রহরী বিপদে পড়িল। সে আদেশলিপি পড়িতে পারিল না,—কেন না সে লেখাপড়া জানে না। আবার কারাধ্যক্ষের আদেশ শীঘ্র বাহির হইয়া যাওয়া—উচ্চ কর্ম্মচারী একজন আসিতেছেন। সে বিবেচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না—অগত্যা পথ ছাড়িয়া দিল।

তখন অতিদ্রুতপদে সনাতন দাস ও গণেশলাল কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে পড়িল—এবং অধিকতর দ্রুতপদে রাজপথ বহিয়া চলিয়া গেল।

নগরোপান্তে ঘন অবিন্যস্ত বিশাল এক বন নদীতীর বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং সেই স্থানে নগরের গড়-খাত শেষ হইয়াছে। সনাতন সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল—"গণেশলাল, ভাই; তবে আমি এই স্থান হইতে বিদায় হই। বোধহয়, প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই,—ঐ দেখ পূর্ব্বগগনে প্রভাতের তারা উঠিয়া বসিয়াছে।"

গ। হাঁ ভাই, তুমি যাও। তুমি আমাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার করিলে, এজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করিও। আর যদি শ্রদ্ধা হয়,—হতভাগ্য বন্ধুর কথা এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে স্মরণ করিও। ভরসা করি, আবার এক দিন দেখা হইবে।

স। আমাদের মহারাজা বড় ক্ষমাশীল—কয়েক বৎসর অন্যদেশে থাকিয়া যদি চরিত্র ও হৃদয় সংশোধিত করিতে পার,—আমাদিগকে সংবাদ দিও,—তোমার জন্য আমরা মহারাজকে ধরিলে, তিনি হয়ত তোমাকে মার্জ্জনাও করিতে পারেন। তখন হয়ত আমরা সব বন্ধু মিলিয়া এই নগরে সুখে বাস করিতে পারিব।

গ। না না সনাতন,—মার্জ্জনা লইয়া জীবনে শান্তি চাহি না। মার্জ্জনার আবর্জ্জনা বুকে পুষিয়া শান্তি পাইব না। যদি আসিতে পারি—যদি ভবানীকে লাভ করিতে পারি—তবেই আবার দেখা হবে—নতুবা এই দেখাই শেষ দেখা।

স। যদি তাহাই হয়, তবে অপর্ণাদেবীর ইচ্ছায় যেন আর দেখা না হয়।

গ। এক্ষণে চলিলাম।

স। বন্ধু বিয়োগের অন্তর যাতনা বোঝ কি গণেশলাল? যদি বুঝিতে পার—তবে প্রাণে ধর্ম্মভাব আনিও। চরিত্র সংশোধন করিও—আবার ফিরিয়া আসিও। এই দেখ, তপ্ত অশ্রুধারা কিরূপে গণ্ডদেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

গণেশলাল আর কোন কথা কহিল না। সে দ্রুততর গমনে চলিয়া গেল। সনাতন উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষুর জল মুছিয়া নগরাভিমুখে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কারাধ্যক্ষ দেখিলেন—বন্দী গণেশলাল পলায়ন করিয়াছে। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—"আপনার আদেশলিপি দেখাইয়া দুইজন লোক রাত্রি অবসানকালে কারাগার হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।"

কারাধ্যক্ষ নিজের নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন,—প্রহরীকে সে সম্বন্ধে—কোনরূপে তাড়না করিতে পারিলেন না। যদিও তিনি সনাতন দাসকে একজনের গমনাগমনের আদেশ-লিপি প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া তাহারা দুইজন পলায়ন করিয়াছে, - সেজন্য প্রহরীকে কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিতে গেলেই গোল হইয়া

পড়িবে—তখন তাঁহার কার্য্যও প্রকাশ পাইবে। অধিকন্তু প্রহরীকে স্তোকবাক্যে তুষ্ট করিয়া, এবং ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশা দিয়া বলিলেন,—রাত্রে কেহ সদর দরোজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, একথা তুমি আদৌ স্বীকার করিও না। প্রহরী তাহাই করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

সনাতন দাসকে ঐ সকল কারণে কারাধ্যক্ষ কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনে আত্ম-নির্ব্বুদ্ধির জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে যখন রাজদরবার হইতে বন্দী গণেশলালকে লইতে রাজকীয় পদাতিক আগমন করিল,—তখন কারাধ্যক্ষ বলিলেন,—"কি জনি কি কৌশলে বন্দী পলায়ন করিয়াছে। প্রহরিগণ পর্য্যন্ত সে সংবাদ অবগত নহে।"

পদাতিক ফিরিয়া গিয়া সেকথা রাজদরবারে নিবেদন করিল। সকলেই সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেস। রাজা ঐ বিষয়ে সবিশেষ সন্ধানের ভার ভূধরচাঁদের উপর প্রদান করিলেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে ভূধরচাঁদ কারাগারে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও ঐরূপ সংবাদের অতিরিক্ত আর কিছু অবগত হইতে পারিলেন না। তখন কারাধ্যক্ষকে ও প্রহরীকে বন্দী করিয়া তিনি গোয়েন্দাদিগকে ডাকিয়া গণেশলালের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়া রাজ দরবারে ফিরিয়া গেলেন।

ভূধরচাঁদের প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া রাজা বিজয়চাঁদ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। এই ঘটনার মধ্যে যেন কোন অবিশ্বাসীর কুটিল হস্তের ক্রীড়া দেখিতে পাইয়া তিনি ব্যাকুল

হইলেন। ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"মহারাজ, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। যদি গণেশলাল নগর মধ্যে কোথাও থাকে,—বিশ্বস্ত গোয়েন্দাগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে,—নিশ্চয়ই তাহাকে তাহারা ধৃত করিতে পারিবে। নগরের বাহিরে কোন পল্লী মধ্যে থাকিলেও তাহারা ধরিয়া আনিবে। আর যদি মহারাজের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন সুদূর প্রদেশে চলিয়া গিয়া থাকে—তবে আর কি হইবে; কিন্তু কোটালগণকে সবিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিতে হইবে,—নগরে কোন সন্যাসী-মহান্ত ফকির-বৈষ্ণব বা বণিক্ আদি আসিলেই তাহাদিগের গতিবিধির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখে,—এবং আবশ্যক বুঝিলে তাহাদিগের বিষয় দরবারে অবগত করায়।"

রাজা বিজয়চাঁদ আরও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এতদ্ভিন্ন এখনকার করণীয় আর কি আছে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় আমাব চিত্ত যেন কেমন খারাপ হইয়া উঠিতেছে। বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মধ্যে কোন্ অশুভ তত্ত্বের গুপ্তবীজ নিহিত আছে। যাইহোক্, নবদ্বীপে লোক পাঠাইবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছ?"

ভূ। আজ্ঞে মহারাজের আদেশে অদ্য প্রত্যূষেই দুইজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে নবদ্বীপে পাঠান হইয়াছে।

বি। শোন ভূধরচাঁদ,—তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছ—ক্রমে ক্রমে আমি তোমার গুণে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিব।

ভূ। দাসের তো ভাগ্যের সীমা নাই।

বি। তুমি সৈন্যবল ও অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলে,—আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। যাহাতে এবং যেরূপেই হউক, তুমি তাহা করিবে। রাজকোষে অর্থ না থাকে, প্রজাগণের উপরে সম্ভবমতে সামরিক কর স্থাপন পূর্ব্বক তাহা করিবে।

ভূ। রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।

বি। আমার পুরী-রক্ষার্থে আরও সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ভূ। যে আজ্ঞা।

বি। গুরুদেব কালিকানন্দ ঠাকুর অন্দরে আসিয়াছেন, চল তাঁহার সহিত দুই একটা কথা আছে।

ভূধরচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—রাজাও উঠিলেন। উভয়ে ধীর মন্থর গমনে অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কালিকানন্দ ঠাকুর তখন রাণী শৈলেশ্বরীর মহলে, একটা সুপ্রসস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রাণীকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন। ভূধরচাঁদের সহিত রাজা আসিতেছেন, শুনিয়া রাণী তাড়াতাড়ি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, রাজা ও ভূধরচাঁদ প্রবেশ করিলেন।

উভয়ে ভূলুণ্ঠিত শিরে সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কালিকানন্দ অপর্ণাদেবীর নামে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"ঠাকুর, আপনি বোধহয়, আমার কোষ্ঠীর বিষয়ে কিছু অবগত নহেন ?"

কা। না, আমি তোমার কোষ্ঠী দেখি নাই। দেখিতে কখনও প্রবৃত্তি হয় নাই।

বি। কেন, প্রভু, আপনিত সর্ব্বদাই আমার শুভাশুভ বিষয়ে তত্ত্ব লইয়া থাকেন,—তবে আমার কোষ্ঠী দেখিতে আপনার অপ্রবৃত্তি কেন?

কা। পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট লইয়া মানুষের জন্ম হয়। সেই অদৃষ্টই জাতকালে গ্রহাদির সঞ্চার করায়—এবং পর পর যেমন ঘটিবে, তেমনই গ্রহের সমাবেশ হইয়া থাকে। ইহা নিজ কৃত কর্ম্মেরই ফল, কর্ম্মফলেই অদৃষ্ট গঠিত হয়।

বি। আপনি তাহা হইলে বলিতে চাহেন,—কোষ্ঠীতে যাহা আছে, তাহা অদৃষ্টের আলেখ্য,—তাহা মুছিবার নহে।

কা। না, এমন কথা আমি বলি নাই। অদৃষ্ট আছে—পুরুষকারও আছে। পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট নিরোধ করা যায়।

বি। আমার ত্রিপাপগ্রহের সমাবেশ হইয়াছে। আমার কোষ্ঠী দেখা হইয়াছে। তাহার উপায় কি প্রভু?

কা। তুমি কি স্থির করিয়াছ?

বি। আমরা গ্রহাচার্য্যের দ্বারা গ্রহ পুরশ্চরণ করাইব স্থির করিয়াছি—এবং তদর্থে নবদ্বীপে গ্রহাচার্য্য আনাইতে লোক পাঠাইয়াছি।

কা। বেশ করিয়াছ—অদৃষ্টের উপর, অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করাইতেছ।

বি। আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে কি পাপগ্রহের ফল নিবারণ হইবে না?

কা। হইবে না, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে আরও একখানি অদৃষ্ট আসিয়া তোমার জীবাত্মার গায়ে সূক্ষ্ম চাদরের মত আবৃত হইবে।

বি। কেন?

কা। কামনার জন্য। কামনার কর্ম্মইত অদৃষ্ট গড়াইয়া দেয়?

বি। এরূপ বিপদে আপনি কি উপদেশ দিতেন?

কা। আমি উপদেশ কি দিতাম? আমি উপদেশ দিতাম, প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া—হৃদয় ভরিয়া গাহিয়া ত্রিপাপগ্রহের ফল-ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।

বি। প্রভু, আপনি সংসারের মায়া-মুক্ত মানুষ, তাই সকল বিষয়েই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। বেদনার বিষয়ও গ্রাহ্য করেন না। ব্যথিতের করুণ স্বরও উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

কা। না না, বিজয়চাঁদ,—আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে কখনও মানুষের প্রাণের ব্যথা বা দুঃখ দারিদ্রের অমর্য্যাদা করিতে জানে না। তবে ব্রাহ্মণ জানে, পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্টের কষাঘাতটা বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া লইতে—তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া ঘাঁটিয়া ঘুটিয়া ফেনাইয়া তুলিয়া আবার নূতন অদৃষ্টের সৃজন করিবার পক্ষপাতী নহে। তাই আমি উপহাস করি নাই—আমি বলিয়াছি, মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগে প্রস্তুত হইতে।

বি। আপনি দয়া করিলে, ত্রিপাপগ্রহের সঞ্চার ফল ঝটিতি বিদূরিত করিতে পারেন,—কিন্তু সে দয়া হইবে কি?

কা। আমি জানি, মায়ের নাম করিতে। তাও পাপগ্রহ কাটাইতে সে ভবভয় নিবারণ করা নাম লইতে নিষেধ করি। সর্ব্বভয়—সর্ব্বদুঃখ—সর্ব্বসন্তাপ একেবারে নিবারণ করিতে সে নাম লও—কেন দুঃখের একবিন্দু নিবারণ করিতে তাঁহাকে ডাকা? মশা মারিতে কামান পাতা কেন?

বি। আপনি আজি হইতে এক বৎসর কাল আমার সর্ব্ববিঘ্ননাশ কামনায় মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। পূজা দ্রব্যাদি নিত্যই প্রেরিত হইবে।

কা। অবশ্যই তাহা করিব। কিন্তু এক কথা বিজয়চাঁদ।

বি। আজ্ঞা করুন।

কা। এই যে বিশাল বিশ্ব আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, এমন কত শত বিশ্ব—কত শত গ্রহ নক্ষত্র—কত শত সৌরমণ্ডল যাহা আমরা দেখিতে পাই না—যাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না—সে সকলই মায়ের মূর্ত্তি। মা আমার ত্রিজগৎ প্রসবিনী। তিনি দু'টা চা'ল কলা—তিনি এক হাঁড়ী চিনি-সন্দেশ বা একটা ছাগল ছানা,বা দু'টো মেষ-মহিষে ভুলিয়া যান না। তিনি চান—আকুল পিয়াসা—প্রাণভরা ডাক। আমি তোমার ষোড়শোপচারে তাঁহাকে পূজা করিব—কিন্তু তুমি ডাকিও। নিত্য নিত্য তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া—আকুল পিয়াসা লইয়া ডাকিও।

ভূধরচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু, বিধর্ম্মিগণের মুখেও ঐ কথা শুনিয়াছি। যিনি জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি জগতের ক্ষুদ্র পদার্থে তুষ্ট হইবেন কেন? অতএব চা'ল কলা দিয়া পূজা পণ্ডশ্রম মাত্র। আপনিও সেই কথা বলিলেন,—তবে কি ঐ পূজা বাস্তবিকই পণ্ডশ্রম?"

কা। না না, বৎস; উহা পণ্ডশ্রম কেন? আমরা কিছু এক দিনেই বেদ-বেদান্ত সাংখ্য দর্শন পড়িতে পারি না—বর্ণ পরিচয় না হইলে সে সকল শিক্ষা হইবে কি প্রকারে? চা'ল কলা দিয়া মায়ের পূজা করিতে করিতে তাতে হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া

সে মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে শোভিত হইবে! চা'ল কলা তাঁহার বটে—তাঁহার নয় কি বৎস? তুমি আমিও ত তাঁহার। তাঁহার ভিন্ন জগতে আর আছে কি? তবে কথা এই যে, ঘৃত ভেষজ অন্বিত হইলে তাহা যেমন ব্যাধি আরোগ্যকর হয়,—তেমনি পূজায় ভক্তি আরোপিত হইলে মুক্তিপ্রদ হয়।

বি। দেব, মা অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে আর একদিন আমরা সপরিবারে গমন করিব। আমাদের জন্য আপনি সেদিন এক পূজোৎসবের আয়োজন করিবেন।

ভূ। দেবী বিষয়ে আমি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

বি। থাক্, আজি সে সময় নহে। ঠাকুরের কষ্ট হইতে পারে,—বেলা ক্রমে অধিক হইয়া উঠিয়াছে।

ভূধরচাঁদ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। বিজয়চাঁদও ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। কালিকানন্দ উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, রাণী শৈলেশ্বরী সে কক্ষে আগমন করিলেন, এবং স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সে সন্ন্যাসীঠাকুর তোমার পাপগ্রহ কাটিয়া দেন নাই?"

বিজয়চাঁদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তিনি আমার গলা কাটিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন।"

সবিস্ময়ে রাণী বলিলেন,—"সে কি?"

রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা রাণীর নিকটে বলিলেন। রাণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তারপরে বলিলেন,—"মা অপর্ণাদেবী তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"দেবী আমাদের কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চিরকালই এ বংশ তাঁহার দ্বারা রক্ষিত।"

রাণী শৈলেশ্বরী বলিলেন,—"ভবানী যখন জন্মগ্রহণ করে, তার আগে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম—তোমার তা মনে আছে ?"

বি। হাঁ, আছে। তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলে দেবী অপর্ণা যেন তাঁহার এক যোগিনীকে লইয়া আসিয়া তোমার গর্ভে প্রবেশ করাইয়া দিতেছিলেন।

শৈ। হ্যাঁ। কিন্তু সে স্বপ্ন ঠিক। ভবানী এখন প্রকৃত যোগিনী। সে দুই তিন দিন না খাইয়া ধ্যানে বসিয়া থাকে,—তখন সে মৃত কি জীবিত, তাহা স্থির করা যায় না। আর দিন দিন তাহার মুখের জ্যোতি যেন দেবতার মত হইয়া উঠিতেছে।

বি। মায়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইয়াছে।

শৈ। বেলা হইয়াছে, স্নান করিতে চল।

বি। স্নানের বেলা হইয়াছে ?

শৈ। অনেকক্ষণ।

বি। তবে চল।

রাজা ও রাণী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহানগরী দিল্লী যুগ হইতে যুগান্তর কাল পর্য্যন্ত ভারত সাম্রাজ্যের রত্ন সিংহাসন বক্ষে করিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের পর সামাজ্য,—সম্রাটের পর সম্রাটের পরিবর্ত্তন হইতেছে,—কালস্রোতে পুরাতন ভাসিয়া যাইতেছে—

কালস্রোতে নূতন ভাসিয়া আসিতেছে। যখনকার কথা হই-তেছে—তখনও সৌধকিরীটিনী দিল্লীর রাজশ্রী পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল,—তখন দিল্লীর রাজসিংহাসনে বসিয়া মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব অসীম শক্তিবলে সমগ্র ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শাসনদণ্ড পালন করিতেছিলেন।

তখন বসন্তের অন্ত,—বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পথিক, কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া—কত দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া—কত দীর্ঘ আশা বুকে পুষিয়া সবে সেই সন্ধ্যার পরে দিল্লী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে গণেশলাল।

গণেশলাল দিল্লীর সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। দীর্ঘায়তন নগরী—গৃহে গৃহে মঙ্গলদীপ জ্বলিতেছে, সৌধ-চূড়ে সুবর্ণ-কলসে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে, উপবনে উপবনে নাগরিকার সুরভি-মেখলায় ভ্রমর উড়িয়া বসিতেছে,—পথে পথে গজ-ঘণ্টার শব্দ,—রঙ্গভূমে মল্লের আস্ফালন, দুর্গে দুর্গে বীরের সিংহনাদ, নীল সলিলপূর্ণা আবেগময়ী যমুনার বক্ষে—তীরে বাণিজ্যপূর্ণ নৌকা—আর ইষ্টক স্তূপ সমাচ্ছাদিত, চন্দ্রকরোদ্দীপ্ত কক্ষে কক্ষে হাস্য-কল্লোল। রাজপথের পার্শ্বে বিপণীতে বিপণীতে দ্রব্য-সম্ভার। স্তম্ভে স্তম্ভে আলোকমালা।

গণেশলাল নগরের সে সজ্জা—সে শোভা—সে অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গেল। তাহাদের দেশের রাজপুরী আর রাজনগর ইহার তুলনায় সূর্য্যের নিকট খদ্যোতিকা মাত্র।

গণেশলাল বড় শ্রান্ত—বড় ক্লান্ত। সমস্ত দিন তাহার আহার হয় নাই,—নগরে অনেকক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কোথায়

থাকিবে, কোথায় বাসা করিবে—তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সরাই খুঁজিয়া মিলিল না,—আড্ডায় স্থান হইল না। বিদেশী ও দরিদ্র দেখিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। দরিদ্রের আশ্রয়—দরিদ্রের স্থান আছে, গণেশলাল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিল না। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গণেশলাল যখন বাদশাহ ভবনের অনতিদূরে একটা আলোক-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া হতাশ-নয়নের ঔৎসুক্যের চাহনীতে চাহিয়া চাহিয়া সেই গর্ব্বোন্নত বিরাট প্রাসাদশ্রেণী দেখিতেছিল, তখন সেখানে একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ, গায়ে চাপকান্, পায়ে পায়জামা ও কামদার নাগরা জুতা।

কর্ম্মচারীর দৃষ্টি গণেশলালের উপর পতিত হইল। তিনি তাহাকে বিদেশী বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

গণেশলাল তাহার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আমি বিদেশী, সবে দিল্লী নগরে আসিয়াছি। আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়াছি,—কোথাও পাইলাম না। এখন নিতান্ত অনুপায় হইয়াছি।"

ক। পরন পরিচ্ছদ দেখিয়া তোমাকে হিন্দু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

গ। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন,—আমি হিন্দু—ক্ষত্রিয়।

ক। কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার বাড়ী কোথায়?

গ। আমার বাড়ী—বাড়ীর নাম করিলে চিনিবেন না—সে

এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। আমি রাজমহল হইতে আসিতেছি। রাজমহলে এক স্বাধীন রাজা আছেন,—তাঁহার নাম বিজয়চাঁদ।

কর্ম্মচারী বলিলেন,—"জানি। সে জঙ্গলপূর্ণ দেশ। বঙ্গ-দেশের প্রান্তসীমা। তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ? দিল্লী নগর দেখিতে কি?"

গ। আমি সে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত—রাজা আমাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ক। এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছ?

গ। বাস করিতে। আরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ক। সে উদ্দেশ্য কি?

গ। আপনি তাহা শুনিয়া কি করিবেন? সময়ে তাহা বাদসাহের গোচর করিব।

ক। তুমি বোধহয় ভাবিতেছ,—বাদসাহ তোমাদের সেই জঙ্গলে রাজার মত। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাওয়া তোমার সাধ্যাতীত।

গ। কোন প্রতিষ্ঠাবান্ রাজকর্ম্মচারীর অনুগ্রহে বাদশাহের দর্শন পাইলেও পাইতে পারিব।

ক। আমিও একজন রাজকর্ম্মচারী। তোমার প্রাণের কথা কি? কি আশা করিয়া এখানে আসিয়াছ?

গ। মহাশয়, আমার সৌভাগ্য বশতই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমার প্রাণে প্রতিহিংসার দারুণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে—বাদশাহের কৃপা পাইলে, আমি আমার সে প্রতিহিংসার আগুনে রাজমহল ও রাজমহলের রাজাকে দগ্ধ করিব। আপনি দয়া করিয়া যদি বাদশাহের কৃপাকণা অধমের

উপরে বর্ষণ করাইতে পারেন,—সকল পরিশ্রম, সকল উদ্যম সফল হয়।

কর্ম্মচারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, পথিকের সমস্ত মুখে বীরত্বের উজ্জ্বল ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। প্রতিহিংসার প্রোজ্জ্বল রক্তবরণ তাহার চোখমুখ দিয়া বাহির হইতেছে, এবং নিশ্বাসে নিশ্বাসে দানবী-দীপ্তি বহিয়া যাইতেছে।

কর্ম্মচারী বুঝিলেন, ভূমি-লোলুপ বাদশাহ ইহার দ্বারা রাজমহল লাভ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। বলিলেন,—"তুমি কা'ল সকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

গ। মহাশয়ের কোথায় সন্ধান পাইব?

ক। আমার নাম আমীর মীরজুম্‌লা।

গণেশলাল সে নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। সে পুনবায় অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আমার সৌভাগ্য, প্রথমেই আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আপনিই ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। আপনিই মাননীয় মোগলবাদশাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

আ। কা'ল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তোমাকে বাদশাহের নিকটে লইয়া যাইব। কিন্তু আ'জ রাত্রে তুমি কোথায় থাকিবে?

গ। দিল্লীর মধ্যে যদি চেষ্টা করিয়া কোথাও স্থান না পাই, সহরের বাহিরে গিয়া কোন বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইয়া, সকালে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আ। তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমস্তদিন আহার হয় নাই।

গ। না, সমস্তদিন আহার হয় নাই। যদি কোথাও স্থান

না পাই,—দোকান হইতে কিছু খাদ্য কিনিয়া লইয়া নগরের বাহিরে যাইব।

আ। নগরের বাহিরে—বৃক্ষতলে রাত্রিবাস, নিরাপদ নহে। ব্যাঘ্রাদির ভয় আছে।

গ। না মহাশয়, আমার কটিতে তরবারি থাকিতে ব্যাঘ্রাদির ভয় করি না।

আ। দস্যু-তস্করের ভয়ও আছে।

গ। দস্যু-তস্করে বীরের কি করিতে পারে? তাহারা পথহারা সাধারণ পথিকের সর্ব্বনাশে সুপারগ।

আ। তোমাকে দস্যু-তস্কর ভাবিয়া রাজকীয় প্রহরীতে আনিতে পারে।

গ। আপনার সহিত আমি বলিয়া গেলাম—ধরিয়া আনে, আপনাকে সাক্ষী মান্য করিব।

আমীর মীরজুম্‌লা, বুঝিলেন—যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও কর্ম্মকুশল। তখন তিনি নিজ অঙ্গাবরণী হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন,—"এইটি লইয়া তুমি দীনরামঠাকুবেব আবাসে যাও,—তিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেন।"

গণেশলাল মুদ্রাটি গ্রহণ করিয়া বাদশাহের প্রধান সেনাপতি আমীর মীরজুম্‌লাকে অভিবাদন করিয়া দীনরামঠাকুরের আশ্রমানুসন্ধানে গমন করিল। যাইবার সময় মোগল বাদশাহের স্বর্ণচূড় প্রাসাদশ্রেণীর অসীম সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ স্বর্ণপুরীর মধ্যে গিয়া একবার দেখিতে পারিলে হইত, ইহার মধ্যে কত সৌন্দর্য্য—কত শোভা বিরাজ করিতেছে।

আমীর মীরজুম্‌লা তাহার অনেক আগেই তাহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গণেশলাল সে অসূর্য্যম্পশ্য বাদশাহ ভবনের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে দীনরামের আশ্রমানুসন্ধানে গমন করুন, কিন্তু উপন্যাসলেখক ও পাঠকের সে সুবিধা আছে। তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে ভ্রমণ ও দর্শন করিতে পারেন। এজন্য, অনেকে উপন্যাসলেখক ও পাঠকগণকে বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন,—যেহেতু তাহাদের সর্ব্বত্র গতি— এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ লইয়া সর্ব্বত্র—সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দেয়। আমরা বলি, উপমাটি সর্ব্বত্র সমীচীন না হইলেও অর্থাৎ উপন্যাস লেখক ও পাঠক খোদ বায়ু না হইলেও উপন্যাস লেখা ও পড়া যে, বায়ুর কার্য্য তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা বায়ুই হই, আর বায়ুর অধীনই হই,—একবার বাদশাহের অন্দরে ভ্রমণ করিতেই হইবে। অতএব, পাঠকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

বাদশাহ-অন্দরে—কক্ষে কক্ষে শত শত রত্ন দীপে সুগন্ধি তৈলে উজ্জ্বল বর্ত্তি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। কক্ষে কক্ষে সুগন্ধি কোমল শ্বেত পীত লোহিত পুষ্পের শয্যা, পুষ্পের স্তবক, পুষ্পের মালা পুষ্পের ব্যজনী। কক্ষে কক্ষে বাঁশরী, বীণা, বেহালা, মৃদঙ্গ মধুর হইতে মধুর স্বরে বাজিতেছিল। কক্ষে কক্ষে সুন্দরীর

সৌন্দর্য্য লাবণ্য তরল সুরভি-মদিরা ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিয়া খেলিয়া ফিরিতেছিল। কক্ষে কক্ষে কিন্নরীর কণ্ঠোচ্ছ্বাসে মধু-বর্ষণ হইতেছিল। বাহিরের সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসার-কল্লোল সেখানে পঁহুছিতে পারে না—সেখানে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস, তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তরবারি ও বর্ষাধারিণী তাতার, জর্জ্জিয়া ও হাবসীদেশের রমণীগণ সে অন্তঃপুরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের হাতে অস্ত্র—কটিতে অস্ত্র; পৃষ্ঠে কালফণিনী তুল্য দুল্যমান বেণী, আর নয়নে বিদ্যুৎ, অধরে হাসি।

রাত্রি প্রহর বাজিয়া গেল। বেগম মহলের উজ্জ্বল দীপ আরও উজ্জ্বল হইল,—ফুলের সৌরভ আরও ছুটিয়া ছুটিয়া ধাবিত হইল। অর্দ্ধোন্মুক্ত পীবর বক্ষ আরও কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া—সৌন্দর্য্যের ললাম বেগমগণ আতর-গোলাপের সুবাস ছুটাইয়া দিলেন। এই সময় বাদশাহ নামদারের বেগমমহলে আসিবার সময়। বাদশাহ্ আসিলেন,—শত শত নৈশফুল্ল ফুলের হাসি—আদর-আহ্বান উপেক্ষা করিয়া বাদশাহ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে কক্ষে একখানি হস্তীদন্ত বিনির্ম্মিত পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার উপরে যেন অপার্থিব চন্দ্র-মল্লিকার খুব গভীর বিচিত্র মসনদ পাতা—সে মসনদের উপর অপ্সরা সুন্দরী মোহময়ী সৌন্দর্য্যকন্যার মত এক যুবতী শুইয়া আছে। সচন্দ্র, ঘনীভূত জ্যোৎস্নাচূর্ণ করিয়া কে যেন তাহার যৌবনপূর্ণ কপোল-ললাটের উপর থুপিয়া থুপিয়া মাখাইয়া দিয়াছে—যেন কোন কারণে বনদেবতা আসিয়া, কহ্লার—পারিজাতের গোপনীয় অলক্তক-

কৌটা হইতে একটি সম্মোহন তিলক তাহার সেই সুন্দর নাসিকার উপর পরাইয়া দিয়াছে। আশে-পাশে—তুষার শুভ্র, কক্ষ-দেওয়ালশ্রেণী দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্য-নেশায় ঝিমাইতেছিল এবং তাহার গাত্রস্বেদরাশি গড়াইয়া গড়াইয়া হর্ম্ম্যতলের পাষাণোপরি ভাসিয়া যাইতেছিল। স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যে আত্মহারা মানবের মনে হয়, সে বুঝি তুষারময়, শুভ্র, শৈলশ্রেণী, আর তাহার সানুদেশে যেন স্বচ্ছ আচ্ছাদ সরোবর,—সে সরোবর হইতে যেন সেই "সৈকত-লীন-হংসমিথুনা"—সেই মঞ্জুল-বেতস-কুঞ্জচ্ছন্না ক্ষুদ্রমালিনী নিঃশব্দ গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। চাঁদ আকাশে বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে এক একবার সে সৌন্দর্য্যময়ীর সুন্দর মুখের দিকে—আর এক একবার আকাশ-শয্যাশায়িনী তারকাবৃন্দের প্রদীপ্ত প্রেমাঞ্জলিপূর্ণ ছবির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। যুবতী তখন নিদ্রিত—বেগম-মহলের উর্ব্বশী-শকুন্তলাময় জ্যোৎস্নাস্রোত তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। স্নিগ্ধ যমুনা-তট-বাহী বায়ু আসিয়া, সেই নিদ্রিত সুন্দর কপোল হইতে সুরভি ম্রক্ষিত দুই এক গুচ্ছ বিপর্য্যস্ত অলক, ধীরে ধীরে স্বপ্নশৈথিল্যে দুলাইতেছিল। যুবতীর নিদ্রা স্বপ্নহীন ছিল না—স্বপ্ন-ব্যাপারে সে ফুল্ল অধর দুই একবার মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল।

সমগ্র ভারতের ভাগ্য বিধাতা ঔরঙ্গজেব ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বেগম-মহলের মধ্যস্থ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—কক্ষে কক্ষে সুন্দরীগণের বাসর সজ্জা ভঙ্গ হইল। কোন কক্ষে হতাশের ক্ষীণ সঙ্গীতে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় ভিত্তি-গাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। কোন কোন কক্ষে মিলনের সোহাগ-গাথা মধুরে

মধুর সংযোজনা করিল। তাহারা বুঝি ভ্রমরের অভাবে হৃদয়-মধু মৌমাছি বোল্‌তায় ডাকিয়া বিলাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব সে গৃহে প্রবেশ করিয়া একান্তে—একমনে নিদ্রিতা সুন্দরীর বদনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সে সৌন্দর্য্য-মদিরায় তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। স্বপ্নে তাহার রক্তওষ্ঠ কাঁপিতে-ছিল—সে কম্পনে ঔরঙ্গজেবের হৃদয় কাঁপিতেছিল। তিনি ডাকিলেন—"মেহের-উন্নিসা, প্রিয়তমে,—আমি আসিয়াছি।"

সে স্বর নিদ্রিতা বেগমের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, এবং যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, বাদ-শাহকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বাদশাহ-বেগম পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। বেগমের ফুল্ল-নলিনী মুখখানি যেন কোন ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় আশঙ্কিত—যেন ছড়ান জ্যোৎস্নায় মেঘের ছায়া।

বাদশাহ আদরে সোহাগে সে অপার্থিব মুখমণ্ডলে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিলেন,—"মেহের উন্নিসা, তুমি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ?"

বে। হাঁ্যা, প্রিয়তম, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সে কথা এখনও আমার মনে পড়িতেছে।

বা। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। যদিও কোন মন্দ বিষয় দেখিয়া থাক, ভুলিয়া যাও।

বে। হাঁ্যা—ভুলিব বৈকি। তবে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

বা। কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, প্রিয়তমে?

বে। বলিতেও ভয় হইতেছে।

বা। যাক্,—তবে আর বলিয়া কাজ নাই।

বে। তোমার কাছে—মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের কাছে সে কথা বলিতেই হইবে। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা হউক—স্বপ্ন চিন্তাস্রোতের বুদ্বুদ হউক, তবু সে কথা তোমাকে বলিব। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত সে কথার কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে।

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন,—"কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, বল, প্রাণাধিকে।

বে। সে কথা বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে,—স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, যেন পৃথিবী ছাইয়া রক্তমেঘের উদয় হইয়াছে। সেই রক্তমেঘের মধ্য হইতে এক রক্তবর্ণা রমণী নামিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখে কি যেন এক ব্যঙ্গের হাসি খেলিতেছিল। তিনি যেন আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম—"তুমি কোথা?"

তিনি বলিলেন,—"আমি জগতের সৃষ্টি করি। তোমার স্বামী ভারতের বাদশাহ। তাঁহার অত্যাচারে ভারত টলমল করিতেছে,—তাই মোগল-বিনাশের বীজরূপে আসিয়াছি। আমি উৎপত্তির বীজ—আমি এক শ্বেত জাতিকে আনিয়াছি—তাহাদিগেরই শান্তি-হস্তে ভারত রক্ষা পাইবে।"

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার স্বপ্ন যেন হিন্দুকাফেরদের মহাভারত—আজগুবি কাহিনীর ভাণ্ডার!"

বে। প্রিয়তম,—শোন, তার পরে শোন্। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার স্বামী মুলুকের বাদশাহ কি অত্যাচার করিতেছেন?

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন—"সে কি উত্তর করিল?"

বে। তিনি বলিলেন,—"জাতিও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার ধর্ম্ম। ঔরঙ্গজেবের তাহা নাই। তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া হিন্দুপ্রজার প্রাণে ব্যাথা দিতেছেন। সেই বেদনার কি প্রতিকার নাই? বাদশাহ ভাবেননা যে, বাদশাহের উপর বাদশাহ আছেন, অত্যাচারের প্রতিকার আছে,—তবে এক দিনেই সে কার্য্য সাধিত হয় না। আমি বীজ বপন করিলাম—কালে, এই বীজে বৃহৎ মহীরুহ দেখা দিবে।"

বা। হো হো! ভারি মজার কথা,—আমি দুই একজন হিন্দুকাফেরের মুখে ঐরূপ কাঁদুনীর কথা শুনিয়াছি। তুমিও বোধ হয় ঐরূপ কথা কোথাও শুনিয়া থাকিবে,—তাহারই চিন্তা-ভুত নিদ্রাকালে স্ফুরণ হইয়াছে।

বে। না জাঁহাপনা,—আমি কোন হিন্দুর মুখে কখনও এমন কথা শুনি নাই। কোন বাঁদীও হিন্দুর কথায় এমন প্রতি-ধ্বনি আমার নিকটে করে নাই। আমি একটি কথা বলিব?

বা। কি..বলিবে, বল? আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—আমার নিকটে তোমার কোন কথা অবক্তব্য নাই।

বে। তুমি ধার্ম্মিক—মুসলমানগণ তোমাকে পয়গম্বর বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকে। তুমি বাদশাহ নবাবগণের মত মদ খাও না—তুমি রোজা-নেমাজ না করিয়া অতি প্রিয় রাজকার্য্যেও মনোনিবেশ কর না। কিন্তু জাঁহাপনা,—পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কেন কর? কেন হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া, কেন হিন্দুর যজ্ঞ-শালা ভাঙ্গিয়া দিয়া, কেন হিন্দুর হোমানল-শিখা নিবাইয়া দিয়া আনন্দ পাও? অমন কার্য্য করিও না—অন্ততঃ প্রজার প্রাণে ব্যাথা লাগে বলিয়াও সে কার্য্য হইতে বিরত হও।

বা। শোন প্রিয়তমে;—আমি যাহা করি, তাহা প্রজার হিতার্থেই করিয়া থাকি। হিন্দুধর্ম্ম—কাফেরের ধর্ম্ম,—হিন্দুগণ যাহাতে সেধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র মোসলেম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, আমি সেই চেষ্টাই করি। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে প্রজার মঙ্গল কি অমঙ্গল হয়?

বে। খোদা জানেন, কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কোন্ ধর্ম্ম মন্দ। আমি বলি, যে যেধর্ম্ম লইয়া আছে—তাহা লইয়া থাক্, তুমি পীড়ন করিয়া—তুমি নির্য্যাতন করিয়া, প্রজাগণকে উত্ত্যপ্ত করিও না। আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি—আমার মনে ভয় হইয়াছে।

বা। হিন্দুরা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পটু,—বোধ হয়, কোন ঐন্দ্রজালিক একটা ইন্দ্রজালের খেলা খেলিয়াছে। ফলকথা—হিন্দু-ধর্ম্ম—কাফেরের ধর্ম্ম—আমি ভারতে রাখিব না। সকলকেই পবিত্র মোসলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব। হিন্দু বিধবার নেকা দিব—হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া পবিত্র মসজিদের স্বর্ণচূড়া স্থাপিত করিব।

বে। তুমি মুল্লুকের মালিক, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে—এমন সাধ্য জগতে কাহারও নাই। যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই হইবে।

বা। আমি কেবল বাদশাহ নহি—আমি খোদাতালার ইচ্ছায় পবিত্র মোসলেম ধর্ম্ম প্রচার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সে কার্য্য আমার জীবনের সার ব্রত। তাই সৈনিকগণের এক হস্তে তরবারি ও এক হস্তে গোমাংস দিয়া হিন্দু নাম বিলুপ্ত করিতে ভারতের চারিদিকে প্রেরণ করিয়াছি। তাই হিন্দুধর্ম্মের

বিপুল স্তম্ভ যশোবন্ত সিংহকে আফগান সমরে বলি দিয়াছি,—তাই যশোবন্ত সিংহের দর্পিতা রাণীকে নেকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,—দুঃখের বিষয় সে কতকগুলা ষড়যন্ত্রীয ষড়যন্ত্রণায পলায়ন করিয়া এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

বেগম সাহেবা দেখিলেন,—বাদশাহের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত ও উত্তেজিত হইয়াছে। আর কোন কথা কহিতে তাঁহার সাহস হইল না,—তিনি তখন পার্শ্ববর্ত্তী ভিত্তি বিলম্বিত বীণাটি টানিযা লইয়া তাহা বাজাইয়া বাজাইয়া পারস্ত ভাষার বিরচিত একটি মধুব গান গাহিলেন। বাদশাহ ফুলের সুবাসে, মলয়ার নিশ্বাসে, বীনের ঝঙ্কারে আর বেগম সাহেবাব মধুর কণ্ঠেব সুতানে বিমুগ্ধ হইয়া সেই নবনীত কোমল অঙ্গে ঢলিয়া পডিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

বেলা চারিদণ্ড হইতে না হইতেই গণেশলাল খুঁজিয়া খুঁজিযা আমীর মীর জুম্‌লার আবাস-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

সে বাড়ি খানি প্রকাণ্ড। তাহার কারুকার্য্য ইন্দ্রভবনকেও লজ্জাদান করে। বহু মূল্যবান্ প্রস্তরাদিতে তাহা সজ্জীকৃত।

বেলা চারিদণ্ড হইযা গিযাছে, তথাপি তখনও যেন সেখানে প্রভাত। দাসদাসি কেবল সবেমাত্র প্রাভাতিক কার্য্য সম্পাদনে মনঃসংযোগ করিয়াছে,—কেহ ঝাটদিতেছে, কেহ ফরাস পরিষ্কার করিতেছে, কেহ তামাকু সাজিতেছে, কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ আলোকাধার সরাইয়া রাখিতেছে। গনেশলাল বুঝিল।

হিন্দুর ন্যায় ইহারা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ করে না—এদেশের বুঝি এইরূপ রীতি।

গণেশলাল একজন ভৃত্যকে আমীরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। ভৃত্য বলিল,—"তুমি কি নূতন আসিয়াছ? আমীর-ওমরাহগণ কি এত সকালে শয্যাত্যাগ করেন? বেলা দেড়প্রহরের সময় দেখা করিতে আসিও।"

গণেশলাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না যে, আমীর-ওমারাহগণ রাত্রি জাগিয়া কি করেন! রাত্রি না জাগিলেই বা এত বেলা কি ঘুমাইতে পারে? আমীর-ওমারাহত্তত মানুষ!

গণেশলাল ভৃত্যের আদেশ লইয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিল। সেখানে বসিয়া সে একা—একা পাইলে চিন্তা সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া আপন কার্য্য করিতে থাকে। চিন্তা আবার একা আসে না;—প্রবৃত্তি সহচরীকে সঙ্গে আনে। প্রবৃত্তি আবার দুইটি—সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। চিন্তা তাহাদিগকে মধ্যস্থ করিয়া আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিতে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। সুপ্রবৃত্তি বলিল,—"বলিতে কি, এটা একটা মহা কর্ম্মভোগ।"

কুপ্রবৃত্তি জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

সু। কেন আর বুঝিতে পারিতেছ না? এই দীর্ঘ দিন পথ হাটিয়া নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়া এই একা বসিয়া হাপু গণিতেছি।

কু। একটা বৃহৎ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে, এমন একটু কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

সু। বৃহৎ কার্য্যটা কি?

কু। ভবানী লাভ।

সু। কি আপদ! ভবানী বিধবা—ভবানী ব্রহ্মচারিণী—তাহার উপরে এত আক্রোশ করা কি ভাল! সনাতন দাস সেত প্রাণের বন্ধু—জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কারাগারে আসিয়া উদ্ধার করিয়া দিল—কিন্তু সেও ভবানীর কথা ভুলিতে বলিল। তাকে কি ভুলা যায় না?

কু। ভুলাইবা কেন? যে পুরুষ জগতে আসিয়া আপনার একটা বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিল,—তাহার আর পুরুষত্ব কি! তাহার আবার বাঁচিয়া লাভ কি!

সু। পুরুষত্ব সাধনা করিতে গিয়া যদি পরের—পর ধর্ম্মীর কৃপাকণার ভিখারী হইতে হয়,—তবে সে পুরুষত্বে লাভ কি?

কু। ইহাতে কোন দোষ হয় না। আপন কার্য্য সাধন করিতে—স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে সব করা যায়।

সু। এর কুফল ভোগ করিতে হইবে।

কু। কি প্রকারে?

সু। নানা প্রকারে।

কু। এক একটা করিয়া বল?

সু। ক্রমে জানিতে পারিবে।

কু। তা পারি পারিব,—তথাপি ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিতে বিরত হইব না।

এই সময় দুইজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। অন্যান্য ভৃত্যমহলে ব্যতিব্যস্ত ভাব জাগিয়া উঠিল। গণেশলাল জিজ্ঞাসায় জানিলেন,—আমীর আসিতেছেন

আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমীর মীর জুম্‌লা বৈঠকখানা

গৃহে আগমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভৃত্যগণের ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকিতে সে মহল্যাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। তারপরে একজন ভৃত্য বলিল,—"একজন লোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে, সে হজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

আমীর তাহাকে আসিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য গণেশ-লালকে ডাকিয়া লইয়া গেল। গণেশলাল অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে আমীর মীর জুম্‌লা সম্মুখের কাষ্ঠাসনে তাহাকে বসিবার অনুমতি করিলেন। গণেশলাল আসন পরিগ্রহ করিল।

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

গ। ধর্ম্মাবতার, আমার নাম গণেশলাল।

আ। তুমি রাজ সরকারে কোন কাজ করিতে কি?

গ। আজ্ঞে হাঁ—কাজ করিতাম।

আ। কি কাজ করিতে?

গ। আমি আগে সাধারণ একজন সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলাম। কিন্তু আপনাদের সৈন্যগণ যখন রাজমহল আক্রমণ করে, তখন প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ বাহিরে পড়িয়া পরাজিত হয়,—নগর বীরশূন্য। রাত্রিকালে সমগ্র মুসলমান-সৈন্য নগর আক্রমণ করেন—রাজা অনুপায়,—আমি সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া নগর রক্ষাও মুসলমান-সৈন্যগণকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করি,—সেই হইতে রাজা আমাকে সহকারী সেনাপতি পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

আ। এখন তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলেন কেন?

গ। রাজার একটি সুন্দরী কন্যা আছে।

আ। তাহার সহিত তোমার বুঝি আস্‌নাই হইয়াছিল?

গ। আজ্ঞা না।

আ।৽ তবে কি?

গ। মেয়েটি বিধবা।

আ। তুমি কি তাহাকে নেকা করিতে ইচ্ছা কর?

গ। আজ্ঞা হাঁ।

আ। তোমাদের শাস্ত্রেত নেকার ব্যবস্থা নাই?

গ। না নেকার ব্যবস্থা নাই,—আবার আছেও।

আ। যে মতে আছে, সে মত তোমাদের মধ্যে চলে না। যাক্, তারপর?

গ। আমি সেই মেয়েটিকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হই—রাজা তাহা৽জানিতে পারেন, আমাকে তাই নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আ। এখন তুমি কি করিতে চাহ?

গ। হজুর, আমি সুবিচার চাহি।

আ। সুবিচার?—না না, সে রাজা আমাদের অধীন নহে—সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

গ। তাহার স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া সে রাজ্য আপনাদেব করুন।

আ। দুই দুইবার সে চেষ্টা করা হইয়াছে—কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে।

গ। একবারত্ এই সেদিন,—আর একবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আক্রমণ করা হইয়াছিল বটে। তখনকার আপনাদের পরাজয়ের্ কিকারণ নির্দ্দিষ্ট করেন?

আ। পথ নাই—ভয়ানক জঙ্গলাবৃত দেশ।

গ। কেবল তাহাই নহে—জঙ্গলে এক দেবী আছেন, তিনিই সে রাজ্য রক্ষা করেন।

আ। সে তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। কাফেরের আবার দেবতা—কাফের পুতুল পূজা করে! আসলকথা পথ-ঘাট না জানায়—আমাদের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া আসিয়াছে।

গ। যদি দয়া করেন—যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন,—আর একবার সে দেশে চলুন। আমি পথঘাট দেখাইয়া লইয়া যাইব—আমি সে দেবীমূর্ত্তি ধ্বংস করিব—আমি স্বহস্তে রাজমহল চূর্ণ করিব। তারপরে দয়া করিয়া রাজার মেয়েটি আমাকে দিবেন।

আ। তুমি আ'জ সন্ধ্যার পরে আমার এই লিপি লইয়া বাদশাহের আমখাস দরবারে উপস্থিত হইও। বাদশাহের সম্মুখে সমস্ত কথা হইবে।

গ। তবে এক্ষণে বিদায় হই?

আ। হাঁ। থাকিবার বা আহারাদির কোনরূপ কষ্ট হইতেছে না ত?

গ। আজ্ঞে না, আপনার প্রসাদে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই।

আমীর আর কোন কথা কহিলেন না। গণেশলাল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। সে যখন অট্টালিকার বাহিরে গেল, তখন একটা শকুনী কোন্ দিক হইতে তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে চলিয়া গেল,—গণেশলাল তাহা লক্ষ্য করিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আমখাস দরবারে ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। সমস্ত গৃহে মণি-মরকতের জ্যোতি—স্ফটিকাধারে উজ্জ্বল দীপজ্যোতি আর তাঁহার পরিধেয় পোষাকের হীরা মণি মাণিক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির লহর-লীলা খেলিতেছে। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ রক্ত পোষক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। গণেশলাল আমীর মীর জুম্‌লার লিপি দেখাইয়া অনেকক্ষণ হইল, সে গৃহে আসিয়া বসিয়া আছে,—কিন্তু এত শোভা—এত অস্ত্র—এত অস্ত্রধারী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কণ্ঠৌষ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে—মুখে ধূলা বাঁটিয়া গিয়াছে। আমীর মীর জুম্‌লাও ঔরঙ্গজেবের পার্শ্বে অপর একখানি আসনে সমাসীন হইয়াছেন।

অন্যান্য নানা কথার পর আমীর মীর জুম্‌লা বলিলেন,—"খোদাবন্দ, ঐ সেই বিদেশী যুবক।"

ঔরঙ্গজেব একবার গণেশলালের দিকে চাহিলেন। গণেশলালের বোধ হইল, একটা বৈদ্যুতিক আভা আসিয়া তাহার শরীরের সমস্ত রক্তটুকু জমাট পাকাইয়া দিয়া গেল।

ঔরঙ্গজেব বলিলেন,—"বিদেশী যুবক, তোমার নাম কি?"

গণেশলাল উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, অধীনের নাম গণেশলাল।"

ঔ। তোমার সব কথা আমি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ প্রধান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সাহেবের নিকট শুনিয়াছি। তোমাকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

গ। ধর্ম্মাবতার অধীনের রক্ষাকর্ত্তা—যাহা আজ্ঞা হয়,আদেশ করুন।

ঔ। তুমি কি সেই কাফের রাজার কন্যাকে নেকা করিতে চাও?

গ। হজুর মা-বাপ—সব কথা বলিতে ভয় হয়।

ঔ। কোন ভয় নাই—সত্য কথা বল।

গ। আজ্ঞা——

ঔ। হিন্দু কাফেরেরা বিধবা মেয়েগুলাকে বড় যাতনা দেয়—তাহাদের মর্ম্মবেদনা বুঝে না—আমি ঐরূপ মেয়ে মানুষের যত নেকা দিয়া দিতে পারিব, তত আনন্দলাভ করিব।

গ। হজুর মালিক,—আমি তাহাকে পাইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

ঔ। সেই কাফেরের রাজত্ব আমার রাজ্যের সামিল করিয়া লইতে চাহি,—তুমি তাহার কি সহায়তা করিতে পারিবে?

গ। হজুরের সৈন্য লইয়া গিয়া আমি সে রাজ্য দখল করিয়া—রাজাকে বাঁধিয়া দিতে পারিব। কিন্তু—

ঔ। কিন্তু কি বিদেশী যুবক?

গ। কিন্তু সেখানকার জঙ্গলে অপর্ণাদেবী আছেন,—তিনিই সে বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যুদ্ধাদি বাধিলে তিনি রাজাকে ও রাজসৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আগে সেই দেবীর পীঠ নষ্ট করা চাই। আপনারা দেবতায় বিশ্বাস করেন না,—কিন্তু সেটা নষ্ট না করিলে কিছুতেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না।

ঔ। দেব-দেবী পুতুলের কথা বলিতেছ? আমরা তাহা বিশ্বাস করি না—তাহা বিশ্বাসের যোগ্যই নহে। তবে আমি

দেবতার পীঠ—দেবতার মন্দির—দেবতার বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে বড় ভালবাসি—আগেই সে পীঠ ভাঙ্গিবার আদেশ দিব। তোমার যদি সেই বিশ্বাসই থাকে—সে বিশ্বাসমতই কাজ হইবে। আগেই সে দেবতার পীঠ—কাফেরের বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যাইবে।

গ। নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহা হইলে রাজমহলের রাজা আপনার পিঞ্জরাবদ্ধ হইবে।

ঔ। কিন্তু বিদেশী যুবক, তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব কি প্রকারে? এমনত হইতে পারে, তুমি আমার সৈন্যগণকে বিপথে লইয়া তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে পার।

গ। হজুরের সৈন্যগণের নিকটে আমার জান আবদ্ধ থাকিবে।

ঔ। ভাল কথা। তবে তোমাকে পবিত্র মোসলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে।

গ। আজ্ঞে নিজের ধর্ম্মটা!

ঔ। কাফেরের ধর্ম্মে কেবল নরক—অনন্ত নরক। যদি খোদকে পাইতে চাও—যদি বিধবাকে নেকা করিয়া আত্মোন্নতি করিতে চাও, তবে এই ধর্ম্মগ্রহণ কর। শোন বিদেশী,—তুমি মুসলমান না হইলে আমি কখনই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না।

গণেশলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব পুনরপি বলিলেন,—"তুমি পবিত্র মোসলেম ধর্ম্মগ্রহণ করিলে একত্রে কয়টি মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ একটি পতিত কাফেরকে পবিত্র মোসলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কাফেরের

রাজ্য ধ্বংস করিয়া খোদাতালার আজ্ঞা পালন করা হয়। তৃতীয়তঃ একটা দেব পীঠ চূর্ণ করিয়া পৌত্তলিকতা নিবারণ করা হয়। চতুর্থতঃ একটি বিধবার নেকা দিয়া,—তাহাকে মোসলেম ধর্ম্মের পবিত্র কিরণে আনা হয়। তোমাকে মুসলমান হইতেই হইবে।”

গ। হুজুর,—সে কবে?

ঔ। আগামী প্রভাতে। তারপর, আগামী পরশ্বঃই সে দেশে সৈন্য প্রেরিত হইবে। তোমাকে সঙ্গে লইয়া বহুসহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রধান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সাহেব স্বয়ংই সে যুদ্ধে যাত্রা করিবেন।

গণেশলাল বলিল,—“যে আজ্ঞা।”

আমীর মীরজুম্‌লা বলিলেন,—“যে আজ্ঞা।”

ঔরঙ্গ-জেব আমীর মীরজুম্‌লার উপরে গণেশলালকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

আমীরের ইঙ্গিতে গণেশলাল যথাবিধি কুর্ণিস্ আদি করিয়া বিদায় হইল।

সে একেবারে তাহার বাসায় গিয়া পঁহুছিল। সেখানে আহারাদি প্রস্তুত ছিল,—আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি দুইটির আবির্ভাব হইল। সুপ্রবৃত্তি বলিল,—“তবে মুসলমান হওয়াই স্থির?”

কু। মুসলমান হইলে ক্ষতি কি? মুসলমান হইয়া যদি বাদসাহের মনোমত কাজ করি—নিশ্চয়ই পদোন্নতি হইবে।

তারপরে ভবানীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে নেকা পুষিতে পারিব। জাতি লইয়া—ধর্ম্ম লইয়া কি ধুইয়া খাইব!

সু। আর ভবানী যদি মুসলমানকে স্পর্শ না করে?

কু। ভবানী কি ইচ্ছা করিয়া করিবে? তার বাবাকে বাঁধিয়া আনিব,—তাহাকে ধরিয়া আনিব। সে তখন অধীন—আমার অধীন—তাহাকে যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে। বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে, তখন ফোঁস-ফোসানি সার হইবে।

সু। কেন ক্ষত্রিয়ের মেয়ে কি মরিতে জানে না?

কু। মরিতে দিলেত মরিবে? যার জন্যে এত,—তাকে কি হাতছাড়া করা হবে!

সু। অপর্ণাদেবীর পাষাণ-পীঠ ভাঙ্গা কেন?

কু। নতুবা কিছুতেই রাজমহাল জয় করা যাবে না।

সু। হাতে যে কুড়ি হবে।

কু। সে ভার মুসলমানের উপর।

সু। কার মন্ত্রণায় সে কাজ হবে?

কু। হিন্দুর দেবতা মুসলমানের কিছু করিতে পারে না,—এ কথা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি,—অনেক যায়গায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আমিও তখন মুসলমান হব। আমার আর কি করিবে?

সু। মুসলমান হ'য়ে গোমাংস খাওয়া যাবে?

কু। না হয়, সেটা নাই খাব।

সু। যারা খায়, তাদের সঙ্গে খেতে হ'লে বাদ দেওয়া যাবে কি প্রকারে?

কু। খাব না—অন্য জিনিষ খাব?

সু। এক সঙ্গে সব থাক্‌বে ত?

কু। তা সয়ে যাবে।

সু। মুসলমানের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইতে হবে।

কু। না না—তাতে আর কি?

সু। তবে মুসলমান হওয়া ঠিক?

কু। ঠিক বৈ আর কি? যাতে উন্নতি হয়, মানুষের তাই করা উচিত।

সু। কিন্তু মরিতে কি হইবে না?

কু। মরণ—মরিলে কি হয় না হয়, তা কে বলিতে পারে?

সু। বলিতে পারে অনেকে—বলিয়া থাকে অনেকে,—তবে বলিলে বিশ্বাস না করিলে আর উপায় কি? ভাল কা'ল তুমি মুসলমান হইলে, আর বাদশাহ তোমাকে লইয়া রাজমহলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন না,—অথবা ভবানীর রূপ দেখিয়া তাহাকে বেগম মহলে পাঠাইয়া দিলেন,—তখন তুমি কি করিবে?

কু। তা কি আর হইতে পারে? মুল্লুকের শুভ,—তিনি কি এমন প্রতারণা করিবেন?

সু। যদিই করেন?

কু। তখন ঐ যমুনার জলে ঝাঁপ দিব।

সু। সেকাজ এখন করিলে হয় না?

কু। এখন করিলে কি হয়?

সু। স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ পদদলিত করিবার পূর্ব্বে মরিলে বেশ হয়,—তাহা হইলে জীবনে জীবনে রৌরব নরকে পচিতে হয় না। 'মরিবে?

কু। দূর! আমি উন্নতি করিব—ভবানীকে লাভ করিব। ভবানীকে লইয়া সংসার পাতাইব।

সুপ্রবৃত্তি হারিয়া গেল। কুপ্রবৃত্তির জয় হইল। গণেশলাল নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিতাবস্থায়—নিশাবসান সময়ে গণেশলাল এক স্বপ্ন দর্শন করিল। দেখিল,—দিগন্ত রক্তমেঘে ছাইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ—একটি ঝিঁঝিঁতেও ঝিঁ করিতেছে না—কেবল সেই রক্ত-মেঘের কোলে কোলে ধূলি-পটল-সমাচ্ছন্ন আকাশের তলে তলে শকুনী-গৃধিনী উড়িয়া বেড়াইতেছে। গণেশলাল দেখিল,—সেই রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মেঘ হইতে একজন ব্রহ্মচারী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মুখে দৈবীজ্যোতি প্রতিভাসিত। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া গণেশলালের শিয়রদেশে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,—"গণেশলাল!"

গণেশলাল উত্তর দিতে যাইতেছিল, পারিল না। দীন নয়নে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রহ্মচারী মধুর স্বরে বলিলেন,—"মুসলমান হইলে? ক্ষত্রিয়রক্ত মুসলমানত্বে পরিণত করিলে? ইহার ফল কি জান?"

গ। না প্রভু, তা জানি না।

ব্র। আমি ক্ষত্রিয় বীর্য্য। ঐ যে রক্ত আকাশ দেখিতেছ,—উহা তোমার হৃদয়। আর ঐ যে শকুনী-গৃধিনীর লীলাখেলা

দেখিতেছ,—ওগুলি তোমার হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তি। আমি বাহির হইলাম—আর আসিব না। আমাকে তবে কি সত্য সত্যই বিদায় দিলে?

গ। হাঁ, তা দিলাম বৈ কি।

ব্র। জন্ম জন্মের সাধনার বলে যে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তাহা হারাইয়া ফেলিলে,—আর পাইবে না। আমি চলিলাম।

গণেশলাল সেকথার কোন উত্তর করিতে পারিল না। ব্রহ্মচারী বেশধারী ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তারপরে গণেশলাল স্তম্ভিত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া দেখিল—তাহার বক্ষস্থল যেন বজ্রস্বরে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উষ্ণ গাঢ় লোহিত রক্ত স্রোতের ধারা সেস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই রক্তধারার উপর দিয়া গণেশলালের স্বর্গীয় পিতৃ মূর্ত্তি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরেই সেই পথে তাহার স্নেহ-করুণাময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিও চলিয়া যান,—গণেশলাল কাঁদিয়া ফেলিল। ডাকিল,—"মা! তুমিও কি যাবে?" ..

সেই স্নেহ করুণা মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—"পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তিতে মানুষ সঞ্জীবিত থাকে,—তুমি জাতীয়বীর্য্য হারাইলে—জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিলে,—পিতৃশক্তি মাতৃ-শক্তিও তোমার আর থাকিতে পারে না। দুগ্ধে যেমন নবনীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়াই অবস্থান করে,—মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তিও তদ্রূপ জীবের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিয়াই অবস্থান করে। গণেশ,—কুলাঙ্গার গণেশ তোমায় ছাড়িয়া আমরা চলিলাম—আর আসিব না। তুমি স্বহস্তে আমাদিগকে বলি দিলে।"

গণেশলাল এবার বড় ব্যথিত হইল। সে কাঁদিয়া উঠিল,—

মর্ম্মযন্ত্রণার ক্রন্দন তাড়নে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিল,—উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রভাতের প্রখর রশ্মি তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে,—রাত্রি আর নাই।

তাহার বুকের ভিতর হৈমন্তী প্রদোষের মত উদাস করুণ ভাব জাগিয়া বসিয়াছিল। সে শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহির হইল।

বাহিরে যাইতেই দেখিল, এক মোল্লা তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। গণেশলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি চান?"

মো। তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

গ। আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন?

মো। মস্‌জিদে।

গ। কেন?

মো। তুমি সেখানে পবিত্র মোস্‌লেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।

গ। আজ আমার যাওয়া হইবে না।

মো। সে কি?

গ। আমার শরীর ও মন বড় অসুস্থ।

মো। তাহা হইতে পারে না,—অনেক পবিত্রাত্মা মুসলমান ভ্রাতা তোমার উদ্ধার কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছেন।

গ। আমি যদি আ'জ উদ্ধার না হই?

মো। বাদশাহের আদেশ,—তাঁহার নিকটে তুমি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছ। বাদশাহের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়া সে কথা পালন না করিলে, তাহার ফল কি জান?

গ। তা জানি।

মো। কি বল দেখি?

গ। মৃত্যু।

মো। তবে?

গ। যদি তাহাই স্বীকার করি?

মো। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তবে মরিতে হইবে। ঐ দেখ, তুমি যদি স্বইচ্ছায় না যাও, তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা আছে।

গণেশলাল চাহিয়া দেখিল,—সাত আট জন সশস্ত্র পদাতিক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

মোল্লাসাহেব বলিলেন,—"যদি জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তবে তুমি অবিশ্বাসী হইবে। তোমার নেকা দেওয়া হইবে না—সেই বিবিকে আনিয়া অপরকে দেওয়া হইবে।"

গণেশলালের মনে ভবানীর সেই সহাস্য সুন্দর মুখ জাগিয়া উঠিল। সে বলিল,—"চলুন মোল্লাসাহেব। আমি এতক্ষণ রহস্য করিতেছিলাম।"

মৃদু হাসিয়া মোল্লাসাহেব অগ্রবর্ত্তী হইলেন, গণেশলাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কাফেরকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেকগুলি মোল্লা মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। গণেশলাল সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র মসজিদের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—মোল্লাসাহেবগণ খোদাতালার নামে ধন্যবাদ দিলেন।

গণেশলাল স্নানকরিয়া—পায়জামা চাপকান্ পরিয়া কলমা পড়িল। তারপরে অনেক কষ্টে—চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া মুসলমান ভ্রাতাগণের সহিত এক বিছানায় বসিয়া খানা খাইল। সমগ্র দিল্লীনগরের মসজিদে মসজিদে ঘণ্টাধ্বনিত হইতে লাগিল।

সমগ্র মুসলমান-সমাজে বিজয়-উল্লাস উত্থিত হইল। গণেশলাল মোল্লাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভবানীবিবিকে নেকা পুষিবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকিল না ত ?"

মোল্লাসাহেব অভয় দিয়া বলিলেন,—"না, নেকার আব কোন বাধা নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

গণেশলাল নামের পরিবর্ত্তে মোল্লাসাহেব তাহার নামকবণ করিলেন,—গয়েসউদ্দীন খাঁ।

আমরা কিন্তু গয়েসউদ্দীনকে গণেশলাল বলিয়াই অভি-হিত করিব,—কেননা, গণেশলাল নামটা বড় সড়গড় হইয়া গিয়াছে।

গণেশলাল গয়েসউদ্দীন হইলেন,—গণেশলালের নামের সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুর পরিবর্ত্তন হইল কি না, এ প্রশ্নের উত্থাপন হইতে পারে। পরিবর্ত্তন হইবে বৈকি,—যোড়কলম বাঁধিবাব উপায়-প্রণালী জানিলে, গণেশলাল কি হইল, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। এক গাছের বীজের চারা, অপর গাছের ডালেব সঙ্গে যোড় লাগিলে, যে গলাকাটা গোড়াটা নামে থাকে মাত্র—গণেশলালেরও সেইরূপ বীজ-উপ্ত গোড়াটা রহিয়া গেল। বাস্ত-বিকই অধ্যাত্ম-জগতে গণেশ মরিয়া গয়েসউদ্দীন হইল। পুবাতন কলসীতে নূতন জল ঢালা হইল।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব গণেশ গয়েসউদ্দীন হইয়াছে শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। যথাসময়ে আমীর মীর জুম্‌লার অধীনে পঞ্চাশ সহস্র সাহসী সৈন্য প্রদান করিয়া রাজমহল জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। গয়েসউদ্দীনও সে সঙ্গে গেল।

পথিমধ্যে একদিন বড় তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া

লইতে হইবে,—একটা বস্ত্রাবাসমধ্যে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারা-গণের আহার প্রস্তুত হইল। গণেশলালও সেখানে আহুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আহারীয় কিঞ্চিৎ দূরে—কিঞ্চিৎ পৃথক্ ভাবে। গণেশলাল তাহাতে অপমান জ্ঞান করিলেন। আমীর মীর জুম্‌লা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"বন্ধু গয়েসউদ্দীন, তুমি সে দিনমাত্র মুসলমান হইয়াছ, তাই ভদ্র মুসলমানগণ এখনও তোমার সহিত একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতে লজ্জা বোধ করেন,—ক্রমে ক্রমে সকলই হইবে।"

গণেশলালের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। মনে হইল,—"হায়, কি কাজই করিয়াছি। মুসলমানকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা স্নানে শুদ্ধিলাভ করিতাম—আর মুসলমানেরা আমার সঙ্গে আহার করিতে অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে।"

কিন্তু তখন উপায় কি? মনে হইল—যাহা করিয়াছি, উপায় নাই। মজিয়াছি নিজেই মজিয়াছি;—মরিতে নিজেই মরিয়াছি;—স্বদেশ ও স্বজাতিকে মারি কেন? নিজে আত্ম হত্যা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এখনও ফিরি। কিন্তু ভবানী? ভবানীকে পাইলে সকল জ্বালা ফুরাইবে। গয়েসউদ্দীন হইয়া ভবানীকে ফৈজিবিবি বানাইয়া দিল্লীসহরে বেস-বাস করিব। সে কি জীবন্তে স্বর্গ সুখ নয়? গণেশলাল আশায় বুক বাঁধিল!

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে সর্ব্বদাই চক্ষুতে চক্ষুতে রাখিতেন; কেন না, তিনি জানিতেন, যে একটা স্ত্রীলোকের জন্য স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ নষ্ট করিতে পারে, সে যে অন্য আর একটা প্রবল প্রলোভনে পড়িলে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা

করিতে পারিবে না,—তা কে বলিল! গণেশলাল যে পথ দেখাইত,—গণেশলাল যে যুক্তি প্রদান করিত,—আমীর তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিয়া তবে তাহা করিতেন।

প্রায় একমাস পরে আমীর মীর জুম্‌লা রাজমহলে সীমান্ত-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন জগতে বর্ষা আগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে—আকাশ ছাইয়া বর্ষার মেঘ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে ও দশ বারজন বিশ্বাসী সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া অতি গুপ্তভাবে রাজ্যের চারিদিকের অবস্থা, জঙ্গল, নদ, নদী প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

গণেশলাল একদিন আমীরকে লইয়া অপর্ণার জঙ্গল সন্নিধানে গমন করিল, এবং বলিল,—"এই জঙ্গলে অপর্ণাদেবীর পাষাণ-পীঠ আছে, আগেই তাহাই লুণ্ঠন ও ভগ্ন করিলে রাজমহল রাজ্য জয় করা সহজ-সাধ্য হইবে।"

আমীর তাহার চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"গয়েসউদ্দীন, বন্ধু—আগে এ কাজে হাত দিলে সুবিধা হইবে না। যেরূপ ঘন জঙ্গল ও করতোয়া নদীদ্বারা এ স্থান আবৃত, তাহাতে ইহা জয়করা সহজ হইবে না। প্রকৃতিদেবী স্বয়ং এস্থানটিকে রক্ষা করিতেছেন। এখানে আরও এক বিপদ আছে।"

গ। কি বিপদ?

আ। সৈন্যগণ যদি নদীপার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে, আর নদীর এপারে যদি রাজসেনাপতি দুই হাজার সৈন্য লইয়া চারিটি কামান পাতিয়া বসে,—তবে আমাদের আর কাহারও জীবন লইয়া বাহির হইতে হইবে না।

গ। কিন্তু অপর্ণাদেবীর পাষাণ বিচূর্ণ করিতে না পারিলেও এরাজ্য জয় করা যাইবে না।

আ। বন্ধু গয়েসউদ্দীন,—আমি তোমার উদ্দেশ্য এখনও ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই,—তুমি সেই দিল্লী হইতেই বলিতেছ, আগে অপর্ণা-পীঠ চূর্ণ না করিলে রাজমহল জয় করা যাইবে না,—এখন দেখিতেছি, এ এক ভীষণ দুর্গ স্বরূপ! এখানে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারা যাইবে না।

গণেশলাল মনে বড় ব্যথা পাইল। তাহার মনে হইল, উহাদের হিতার্থে এত করিয়াও আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছে না,—কিন্তু একদিনের কার্য্যেই মহাসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা বিজয়চাঁদ আমাকে সহকারী সেনাপতির পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। আর এত দিনে আমীর মীর জুম্‌লা আত্মরক্ষার উপযোগী একখানি তরবারিও আমার হস্তে প্রদান করেন নাই!

গণেশলালকে কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া সুচতুর আমীর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বন্ধু গয়েসউদ্দীন, তুমি কি আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছ? মনে কিছু করিও না,—তুমি হিন্দু ছিলে, সে দিন মাত্র মুসলমান হইয়াছ,—এখনও মুসলমানের উপরে সম্পূর্ণ দরদ হইয়াছে কি না, জানা যায় নাই,—তাই মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়। বল বন্ধু, এমন হওয়া উচিত কি না?

গ। তা উচিত বৈ কি!

আ। যাইহোক, আমাদের সৈন্যগণকে এদিকে এখন কিছুতেই আনা হইবে না। রাজমহলের রাজাকে ধৃত করিয়া—রাজমহল ধ্বংস করিয়া—তোমার ভাবি নেকার বিবিকে ধরিয়া

পাল্কীতে চড়াইয়া লইয়া, তারপরে এজঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কাফে-রের দেবমন্দির চূর্ণ করা যাইবে।

গ। তবে এখন কোন্ পথে নগরে যাওয়া যাইবে ?

আ। তা আমরা কি জানি,—তুমিই পথ দেখাইবে বলিয়া বড় আশা দিয়া আনিয়াছ—এখন মাঝগাঙ্গে ডিঙ্গি-ডুবাবে নাকি বন্ধু ?

গ। না না,—খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, আমার দ্বারা কখনই অবিশ্বাসের কার্য্য হইবে না,—আমি প্রাণপণে আপনাদের কার্য্য করিব। আর ইহাতে আমার জীবনের প্রধান আশা—প্রধান লক্ষ্য নিহিত। আমি রাজমহলের রাজার কন্যাকে নেকা করিব। যুদ্ধে জিতিতে না পারিলেত আর সে কায্য সমাধা হইবে না ?

আ। হাঁ, বন্ধু সেই যা ভরসা। খোদার কসমে বিশ্বাস করিতে পারি না। কা'ল যে কালী কৃষ্ণ ভুলিয়া খোদার নামে মজিয়াছে,—আ'জ সে যে হালফিলের খোদাকে অতলে ভাসাইয়া দিতে পারে,—তাঁহাতে বড় অধিক সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

গ। আমাকে যদি নিতান্তই বিশ্বাস করিতে না পারেন,—তবে না হয়, বিদায় দিন,—আমি চলিয়া যাই। মুসলমান হই-য়াছি,—এবার ফকির হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিগে।

আ। না না বন্ধু, তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ? সময় আসুক,—তাহা করিলেই হইবে। রাগ করিও না,—আমি খোলা কথা ভালবাসি,—খোলসা করিয়া সব কথা বলি। এখন

প্রাণপণে যুদ্ধের চেষ্টা করা যাউক—জিতিতে পারিলে তোমারই ষোল আনা।

গণেশলাল বলিল,—"ঠাট্টাই করুন, সত্যই বলুন,—আমি এ যুদ্ধে প্রাণপণে কার্য্য করিব।"

আ। তাহাই কর,—তোমার আশা নিষ্ফল হইবে না।

গ। যদি এ জঙ্গলে আগে আসা বিবেচনা না করেন,—তবে কোন্ পথে নগর অবরোধ করা হইবে, তাহা স্থির করুন।

আ। ভাল, নগরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া কতক সৈন্য সের খাঁ লইয়া আক্রমণ করিতে ধাবিত হউন।

গ। আর?

আ। আর,—অপর কতকগুলি সৈন্য লইয়া ফতে আলি খাঁ পূর্ব্বদিক্ দিয়া আক্রমণ করুন।

গ। আপনি?

আ। কেবল আমি কেন? আমি ও তুমি—দুই বন্ধুতে মাঝা-মাঝি-পথে সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করিব।

গ। আমি?—আমি কি করিতে যাইব? আপনার সহায রূপে যাইব—নতুবা আমি অস্ত্র শূন্য,—সৈন্য শূন্য, আমি কি করিব আমীর বাহাদুর?

আ। সে জন্য তুমি দুঃখ করিও না। আমার সঙ্গে পরামর্শ-দাতা রূপে অবস্থান করিলেই অনেক কাজ হইবে।

গ। যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, তাহাই আমার করণীয়।

আ। যে পথে নগরের তোরণ-দ্বার, সে পথ তুমি ভালরূপ চেন?

গ। হাঁ, চিনি।

আ। আমাদিগকে সেই পথেই যাইতে হইবে। রাত্রিকালে দ্রুততর বেগে আমরা সৈন্য লইয়া যাইব,—যেন কোন প্রকারে পথভ্রম না হয়।

গ। না, তা হইবে কেন? এই দেশেই আজন্ম লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি—এই দেশেরই শস্য খাইয়া জীবন রাখিয়াছি,—এই দেশেরই স্বাধীন বাতাসে জীবনের সুখ-স্বাস্থ্য অনুভব করিয়াছি,—এ দেশের পথ ভুলিব?

আ। এইবার এদেশের সে সকলের প্রতিশোধ দাও। ভাল, তোরণে কামান পাতা আছে বলিতে পার?

গ। পারি বৈকি,—একদিন আমি এই রাজ্যে সহকারী সেনাপতি ছিলাম,—আমি জানি না।

আ। কটা কামান আছে?

গ। সম্মুখ বুরুজে চারিটা খুব বড় বড় কামান আছে,—আর প্রাচীরের উপরে সারি সারি আট দশটা আছে।

আ। নগরের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে কি কামান পাতা আছে? নগরের চারি দিকে কি সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা ঘেরা?

গ। হাঁ, সুদৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা,—প্রাচীরতলে গড়। প্রাচীরের মাথায় মাথায় কামান সাজান আছে।

আ। চল, এখন আমরা চলিয়া যাই,—রাত্রি আর বড় অধিক নাই।

তখন তাঁহারা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া সৈন্যাবাস অভিমুখে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদ সংবাদ পাইলেন যে অসংখ্য সৈন্য, অগণিত কামান, এবং গাড়ী গাড়ী অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্বয়ং আমীর মীর জুম্‌লা যুদ্ধার্থে নগরোপান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। সে সংবাদ পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তখনও তাঁহার কোষ্ঠীর পাপগ্রহের মিলন-ফাঁড়া কাটে নাই। তখনও নবদ্বীপাগত গ্রহাচার্য্যগণ হোমানলশিখায় আহুত হবির্দ্বারা গ্রহগণকে প্রসন্ন করিতে পারেন নাই। ত্রিপাপগ্রহের বধ-বন্ধন-ভয়ে তিনি বিচলিত ছিলেন, এক্ষণে আমীরের আগমন সংবাদে অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমীর মীর জুম্‌লার নামে সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত ছিল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নহবত খানার সানাইয়ে ইমন-কল্যাণ বাজিয়া বাজিয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া পড়িয়াছে।

সামরিক সভা আহ্বান করিয়া মহারাজা বিজয়চাঁদ অমাত্য-বর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন।

বিজয়চাঁদ অতি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—"এবার লক্ষণ ভাল নহে। আমার কোষ্ঠীর ফল যে প্রকার, তদুপযোগী আয়োজনও হইয়াছে। আমীর মীর জুম্‌লার বীর-বাহুর প্রতাপে এবার নিশ্চয়ই রাজমহল চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

ভূধরচাঁদ সগর্ব্বে বলিলেন,—"মহারাজ, ভয় করিতেছেন কেন? আমাদের শরীরে কি ক্ষত্রিয়-রক্ত নাই? মা অপর্ণাদেবী

কি আমাদিগকে কৃপা করিবেন না ? সহস্র আমীর মীর জুম্‌লা আসিলেও এরাজ্যে কিছু করিতে পারিবে না,—মা যে আমাদের দৈত্যদর্প-বিনাশিনী। মহাশক্তির আশ্রয়-পালিত রাজ্য বিনাশ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।"

বি। ভরসামাত্র সেই। এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?

ভূ। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

বি। ভাল, আমি একটি কথা বলিতেছিলাম,—ভাবিয়া দেখ,—মন্ত্রিগণ, অমাত্যগণ,—বন্ধুগণ, সকলেই মনঃসযোগ করিয়া ভাবিয়া দেখ,—তারপরে আমার প্রস্তাব ভাল কি মন্দ উত্তর প্রদান করিও। সকলে স্বাধীন বুদ্ধিতে উত্তর দিবে,—সকলেই আপন আপন মত ব্যক্ত করিবে। আমি বলিতেছি—আমীর মীর জুম্‌লার সহিত সন্ধি করিলে হয় না ?

ভূ। মহারাজ,—সে সন্ধি-অর্থে হিন্দু স্বাধীনতা ডুবাইয়া দেওয়া। হিন্দুর দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া দেওয়া,—হিন্দুর সম্মুখে গোহত্যার আড্ডা গাড়া। আপনি কি শোনেন নাই—জানেন নাই,—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের তববারি ও গোমাংস হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিবার জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ছুটিয়া ছুটিয়া ফিরিতেছে। এরাজ্য জয় করিলে, এখানেও তাহাই হইবে।

বি। আপনাদের আর আর সকলের কি মত ?

সকলে সমস্বরে বলিল,—"আমাদের সকলেরই ঐ মত। স্বাধীন মাতৃ-ভূমির স্বাধীন বাতাসে বর্দ্ধিত হইয়া পরাধীনতা ভাল লাগিবে কেন ?"

ভূ। না না, মহারাজ ;—ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের

স্বাধীনতা ডুবাইয়া দিয়া, দেব মন্দিরে মস্‌জিদের চূড়া তুলিয়া দিয়া—সন্ধি করিয়া কি লাভ হইবে? বাঁচিয়া থাকা—তার চেয়ে মরা ভাল?

বি। আর যদি সে সকল কিছু না হয়,—এদেশে মুসলমান আসিতেই পারিবে না,—কেবল বার্ষিক কিছু কিছু কর লইয়া ক্ষান্ত থাকে,—তাহা হইলে কি হয়?

ভূ। না না, মহারাজ;—তাহা হয় না। আপনি রাজনীতিজ্ঞ,—আপনি কেন অমন কথা বলিতেছেন? এই এদেশে একটু স্বাধীনতা পাইলে—ছুঁচ পরিমিত ছিদ্রে এদেশে সে মোগলমহা-শক্তি প্রবেশ করিতে পারিলে অচিরে তাহা দাবানল হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। বিশেষ কথা, এদেশে কর স্থাপন হইলেই একজন মুসল-মান প্রতিনিধি বাস করিবে,—তারপরে ফকিরের প্রতাপ হইবে। ক্রমে ক্রমে গোহত্যা হইবে,—ক্রমে ক্রমে মোল্লার মাসহারা দিতে হইবে,—ক্রমে ক্রমে পথ [illegible] দৃষ্টি পথে আসিবে—ক্রমে ক্রমে মোগল-শক্তির [illegible] ল দগ্ধ হইবে।

বি। আর এখন যুদ্ধ [illegible] র বীর্য্য বহ্নিতে যদি রাজমহল দগ্ধ হয়?

ভূ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সন্তানগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া যদি মায়ের কোলে চির নিদ্রায় অভিভূত হই,—সে সুখের চেয়ে আর সুখ কি আছে? যদি রাজমহল চূর্ণ হইয়া ধূলি রাশিতে পরিণত হয়,—তাহাতেই বা অসুখ কি? সমস্ত জগৎ বলিবে—রাজমহল স্বাধীন ছিল, স্বাধীন থাকিতে থাকিতেই তাহা চূর্ণ বিধ্বস্ত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরাধীনতার পাপ সে দেশে কখনও প্রবেশ করে নাই

বি। আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগুলি?

ভূ। তাহারাও মরিবে। কিন্তু মহারাজ, ভয় নাই—ম অপর্ণা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তিনিই রাজমহলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—তিনিই বিপক্ষ-সমরে করাল কৃপাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্তানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

বি। তাহাই হউক,—যে কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য?

ভূ। যুদ্ধ করা,—কিন্তু সামরিক দূতের নিকটে অবগত হইলাম, আমীর মীর জুম্‌লা বহু সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন,—গতবার মুসলমান-সমরে বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয় মহাভুল করা হইয়াছিল,—মা অপর্ণাদেবী রক্ষা না করিলে, সমূহ বিপদ উপস্থিত হই[illegible] এবারে আর সেরূপ করা হইবে না।

বি। এবার কি করিতে চাহ?

ভূ। এবারে আমরা নগর মধ্যেই অবস্থান করিব,—মুসলমানে নগর অবরোধে গোহত্যার প্রথমতঃ আমরা আত্মরক্ষা করিয়া যাইব। ভয় নাই,—ঔরঙ্গজেবের বলহানি হইয়া পড়িলে, তখন আক্রমণ করিব। আর এক সুবিধা পাওয়া যাইবে।

বি। কি সুবিধা?

ভূ। বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল,—করতোয়া দিন দিন ফুলিয়া উঠিতেছে,—চারি দিকের বিল জোল খাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল বর্ষাবারি পাইয়া কূল হারা হইয়া ভীষণ বেগ ধারণ করিবে। তার উপরে উপর হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে, এদেশে মুসলমান সৈন্যের অবস্থান করাই দুর্ঘট হইবে। আমরা একটু ধৈর্য্যসহকারে কার্য্য করিলে মুসলমান-সেনা বিনাযুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিবে।

বি। তোমাদের আশা কার্য্যে পরিণত হউক,—মা অপর্ণা-দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তখন সামরিক পরামর্শ সভায় স্থির হইয়া গেল;—মুসলমান-করে আত্মবিসর্জ্জন করা হইবে না। মরিতে হয়, মরা ভাল,—তথাপি স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ—বিদেশীর চরণে বলি দেওয়া হইবে না। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

তৎপর দিবস হইতেই নগর রক্ষার যথাবিধি আয়োজন করা হইতে লাগিল। নগরের মধ্যে অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষমাত্রেই স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে রাজমহলের পুরোদ্বারে—দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আমীর মীর জুম্‌লার বৃহদায়তন আগ্নেয়াস্ত্র ভীম গর্জ্জনে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল। সেদিকে সপ্তদশটি কামান লইয়া একশত জন পদাতিক শত্রু-সেনার আগমন পথ লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে তাহারা জাগিয়া [illegible] কামানে অনল জ্বালিয়া মুহূর্মুহুঃ অনলপিণ্ডের বৃষ্টি [illegible] শত্রু-সেনার অভ্যর্থনা করিল।

ভূধরচাঁদ তখন সহকারী সেনাপতি। সেনাপতিকে সেদিকে রাখিয়া তিনি দক্ষিণদিক্ রক্ষার্থে গমন করিলেন। অপর কয়-দিকে অপর কয়জন সাহসী কর্ম্মচারী বহু সহস্র সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গভীর নিশীথে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কামানের অনল চারি-দিকে জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রনিনাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল। আমীর মীরজুম্‌লা সৈন্যগণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া নগরের

তিন দিক্ দিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু রাজকী সেনাপতিগণও সে কৌশল অবগত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই চারিদিকে সৈন্য, কামান ও অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

তিনদিক হইতে মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল;—ঝলকে ঝলকে কামান-মুখ-বিনির্গত-অনল-পিণ্ডরাশি মানবজীবন বিধ্বংস করিবার জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া মুসলমানে বজ্রানল বর্ষণ করিয়াও নগর বিজয়ের কোন আশাই করিতে পারিল না। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল;—নগর মধ্যে প্রত্যহ যেমন সূর্য্যরশ্মি পতিত হইত, আজিও তাহাই হইল,—কিন্তু নগরবাসিগণ প্রত্যহ যেমন সুখ-শান্তিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিত, আজি আর তাহা করিতে পারিল না। নগরের বাহির্ভাগ হইতে বিপক্ষ-কামানের ভীষণ গর্জ্জন তাহাদের হৃদয় ত্রাস-কম্পিত করিতেছিল। কখন কি হয়, কখন কি ঘটে,—এই চিন্তায় করুণার্দ্র নয়নে জননী পুত্রের মুখপানে চাহিয়াছিলেন, ভ্রাতা ভগিনীর, ভগিনী ভ্রাতার, কল্যাণ-কামনা করিতেছিলেন। শিশু সন্তান ভয়ে মাতৃ-ক্রোড়ে মুখ লুকাইতেছিল।

ক্রমে দিবা বৃদ্ধি হইতে লাগিল,—কিন্তু কামানের শব্দ নিস্তব্ধ হইল না। মুসলমান-সৈন্যেরা বাহির হইতে কামান দাগিতেছে,—হিন্দু সৈন্যেরা দুর্গশির হইতে কামান দাগিতেছে। কামান-গর্জ্জনের বিরাম নাই,—হতাহতের হাহাকারের বিরাম নাই,—উদ্বেগ আশঙ্কার বিরাম নাই। ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর হইল।

দ্বিপ্রহরেও সে যুদ্ধের বিরাম হইল না। যেমন অপ্রতিহত

গতিতে যুদ্ধ চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ক্রমে দিবা অবসান হইল,—আমীর মীরজুম্‌লা বিপদ গণিলেন।

রাশি রাশি বারুদ, রাশি রাশি গোলা এবং বহুশত যোদ্ধার প্রাণ অপব্যয় করিয়াও—এত দীর্ঘ সময়ের প্রাণান্তিক চেষ্টাতেও রাজমহলের দুর্গপ্রাচীরের একটুকুবা মৃত্তিকাও ভূমিসাৎ করিতে পারিলেন না,—তখন বিজয়ীস্তম্ভ—এ অভেদ্য দুর্গ কি প্রকারে ধ্বংস করিবেন? কি প্রকারে নগর প্রবেশ করিবেন? এ অবস্থায় ফিরিয়া পড়িলেই বা যশের মাত্রা অক্ষুণ্ণ থাকে কৈ?

সমর সচীবগণকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। সকলেই বলিল,—"হটিয়া যাওয়াই সুপরামর্শ।"

আমীর মীরজুম্‌লা সে পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমীর ভারত-যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই,—করিবেও না। আমি হয়, এই রাজমহলের জঙ্গলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইব. [illegible] এই ক্ষুদ্ররাজ্যে ধূলিরাশি পরিণত করিব। সৈন্যগ[illegible] [illegible]মাদের বীর ভুজ-বলই আমীরের চিরসম্পদ। [illegible] বাহুর বলেই আমীর বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত,—আ'জ তোমাদের—এবং তোমাদের চিরানুগত আমীরের অর্জ্জিত সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। ঐ দেখ, সন্ধ্যার অন্ধকার, দিগন্তের কোল হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে। এই অন্ধকারে সমস্ত সৈন্য—মৃত্যু-ভয় পরিহার পূর্ব্বক দুর্গ প্রবেশ করিতে হইবে। সাহসে নির্ভর করিলে, নিশ্চয়ই জয় লাভ করা যাইবে।"

বীর সেনাপতির বীরোচিত উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণ

প্রোৎসাহিত হইল। তাহারা "আল্লা হো আকবর" রবে সান্ধ্য-প্রকৃতির অঙ্গ কাঁপাইয়া দুর্গগমনের উদ্যোগ করিল।

আমীর বাহাদুর বলিলেন,—"কামানবাহী শকট লইয়া গোলন্দাজ-সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হউক। এক একটি কামানের পশ্চাতে সারিবদ্ধ হইয়া পঞ্চাশজন গোলন্দাজ যাইবে,—এমন ভাবে সারি দিতে হইবে, একজন অপারগ বা অকর্ম্মণ্য হইলে, আর একজন সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে।"

গোলন্দাজগণ বীরমদগর্ব্বে হুহুঙ্কার ছাড়িল,—"আল্লা হো আকবর।"

পুনরপি মেঘমন্দ্রস্বরে বলিলেন,—"গোলন্দাজগণের পরেই অশ্বারোহী বন্দুকধারীগণ যাইবে,—তৎপরেই বর্ষাবল্লম শূলধারী-গণ,—তৎপশ্চাতে সঙ্গীনধারীগণ যাইবে। তৎপশ্চাতে আবার কামান লইয়া কামানবাহী শকট ও গোলন্দাজগণ যাইবে,—যদি পশ্চাৎ হইতে হিন্দু-সৈন্য আক্রমণ করে, পশ্চাতের গোলন্দাজ-গণ তখন কার্য্যারম্ভ করি[illegible] [illegible]ম্মদ সেরখাঁ পশ্চাতের সৈন্য চালনা করিবেন,—[illegible] [illegible]দের সহিত সম্মুখে ধাবিত হইব।"

সৈন্যগণ বীর কোলাহলে—"আল্লা হো আকবর" রবে সান্ধ্য-প্রকৃতির অঙ্গ কাঁপাইয়া দিল।

গণেশলাল আমীর বাহাদুরের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। আমীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বন্ধু গয়েসউদ্দীন; এই বার তোমার কার্য্যের সময় আসিয়াছে। তোমার ভাবি বেকার বিবিকে খোদা চাহেনত অদ্যই তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারিব—এখন তুমি পথ দেখাইয়া সৈন্যগণকে নগর মধ্যে লইয়া

চল। সাবধানে যাইতে হইবে—আমরা যেন একেবারে ঠিক দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে পারি।

গণেশলাল বলিল,—"তাহাতে ভুল হইবে না।"

আমীর দুই বাহু উত্তোলন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে সৈন্যগণকে দ্রুততর বেগে গমন করিতে আদেশ করিলেন। রণভেরী মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল। ফাল্গুনের ঝঞ্ঝাবায়ুর মত মুসলমান-সৈন্য "দীন দীন" রবে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে দুর্গ-খাতে নামিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

নগরের চারি দিকে তখন রণভেরী বাজিতেছিল,—নগরের চারি দিকে তখন কামানের বজ্রনিনাদ হইতেছিল,—নগরের চারি দিকে তখন কামানের কালানল ছুটিতেছিল।

আমীর বাহাদুর সৈন্য লইয়া যখন দুর্গ-খাতে নামিয়াছেন,—পশ্চাতের বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া যখন বহু সহস্র সৈন্য ধারা নামিয়া আসিতেছে, তখন হিন্দু-সেনাপতি ভৈরবসিংহ বিপদ গণিলেন। তিনি দেখি[illegible]লের ন্যায় মুসলমান-সেনাব্যূহ প্রধাবিত হ[illegible]য় রক্ষা করিতে না পারিলে, অচিরেই নগরদ্বা[illegible] করিয়া বসিবে। তিনি প্রাণপণে কামানের অনল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সে জ্বলন্ত অনলে শত শত বীর দুর্গ-খাতে শয়ন করিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল,—তথাপি সৈন্যগতির বিরাম নাই; তথাপি উৎসাহের ভঙ্গ নাই। হিন্দু-সেনাপতি ভৈরবসিংহ আর পারেন না,—নগরদ্বার রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একখানা কালি মাখা হাত ভৈরব-

সিংহের স্কন্ধে পতিত হইল। চকিতে চাহিয়া ভৈরবসিংহ দেখিলেন,—সে হস্ত ভুধরচাঁদের।

মুহূর্ত্তে ভৈরবসিংহের কাণে ভুধরসিংহ কি একটা কথা বলিলেন। ভৈরবসিংহ সৈন্য সরাইয়া লইল,—গর্জ্জমান কামান নিস্তব্ধ হইল।

আমীর উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিয়া, একজন সমর সচীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

স। বোধ হয় হিন্দুগণ পলায়ন করিয়াছে।

আ। অথবা কোন কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে ?

স। অসম্ভব নহে,—তবে আমাদিগকে দুর্গ-দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া, এখন পলায়ন করিতেও পারে।

আ। আমরা কি করিব ?

স। অগ্রসর হইব।

আ। ব্যাপার বড় ভাল বোধ হইতেছে না,—কিন্তু হটিবারও উপায় নাই।

স। আর মুহূর্ত্ত [illegible] নহে,—বিলম্বে পশ্চাতের সৈন্য আমাদিগকে পিষি[illegible] আমরা দাঁড়াইলে তাহারা দাঁড়াইবে না।

সৈন্যগণ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। কতক সৈন্য ও গোলন্দাজ লইয়া আমীর বাহাদুর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কতক সৈন্য তখনও দুর্গ-খাতে। কতক সৈন্য তখনও অপর পারে,—কিন্তু এই সমুদয় সৈন্য বিচ্ছিন্ন নহে,—নদীর স্রোতের ন্যায়, অথবা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায়।

আমীর দেখিলেন,—অপ্রশস্ত দুর্গদ্বার উন্মুক্ত। সেখানে

হিন্দু-সৈন্য বলিতে ছিল না। আমীর যন্ত্র সাহায্যে চাহিয়া দেখিলেন,—দূর হইতে অনেকদূরে দৃষ্টি গেল—কোথাও হিন্দু-সৈন্যের নামগন্ধও নাই। কেবল দুই এক খানি ভগ্ন তরবারি—ইতস্ততঃ কামানের বারুদ ও কামান-বিক্ষিপ্ত গোলা।

আমীর সচীবকে বলিলেন,—"বহুদূর পর্য্যন্ত নজর যাইতেছে,—কোথাও একটি প্রাণী দেখিতেছি না।"

স। তবে নিশ্চয়ই পলায়ন করিয়াছে।

আ। প্রবেশ করা যাক্?

স। হাঁ, চলুন।

আ। গয়েস উদ্দীন,—বন্ধু, বল এই দুর্গদ্বারের আশে-পাশে কোথাওত গুপ্ত গহ্বরাদি কিছু নাই?

গ। না,—আমি নিশ্চয় জানি, সেরূপ কোথাও কিছু নাই।

আ। দেখ বন্ধু,—বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দেখ, তোমারই কথার উপরে আমি সসৈন্যে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিব।

গ। আমি নি- দুর্গদ্বারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

আমীর দুর্গ-মধ্যে সৈন্য চালনা করিলেন। দুর্গদ্বার অপ্রশস্ত;—ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ রূপে গোলন্দাজগণ, তৎপরে আমীর মীরজুম্‌লা গণেশলাল এবং আরও কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—পশ্চাতের জলস্রোতবৎ-সৈন্য দুর্গ-প্রবেশ করিতেছিল,—কিন্তু তাহাদের গতিরোধ হইল।

ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া দুর্গদ্বার পড়িয়া গেল। ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া দুর্গশিরের কামান সমূহ গর্জ্জিয়া উঠিল,—আর দুর্গ

মধ্যে ভীমনাদে—একেবারে এক সঙ্গে আগ্নেয়গিরির গর্জ্জনে সম্মুখস্থল ফাটিয়া উড়িয়া গেল,—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তথা হইতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হইল,—বহুশত সৈন্য—বহুশত কামান—বহুশত শকট তাহার মধ্যে পড়িয়া গেল। কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারী, গণেশলাল ও আমীর মীর জুম্লা পশ্চাতে—প্রায় দুর্গদ্বারের সন্নিকটে ছিলেন,—তাঁহারা মৃত্যু গহ্বরে পতিত হইলেন না, কিন্তু মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন,—পাতাল-গর্ত্ত-বিদারিত ধূমজ্যোতিতে তাঁহাদের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা গর্ত্ত [illegible] পতিত হইল [illegible],—তাহারা আর উঠিল না। জনমের মত তাহাদের জীবনলীলার অবসান হইয়া গেল।

এসকল ভূধরচাঁদের প্রখর বুদ্ধির দুর্ভেদ্য কৌশল। ভূধরচাঁদ যখন হইতে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তখন হইতেই এসকলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

দুর্গদ্বারের মধ্যদিকে, দুই [illegible] করিয়া অনেক খানি স্থান পাষাণ দ্বারা [illegible] নহে করিয়াছিল এবং তাহার উপরে এক কো[illegible] কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল,—এক্ষণে কৌশলে গোলান্দাজগণকে তাহার মধ্যে রাখিয়া দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন সেনাপতি পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল,—তখন ইঙ্গিত পাইয়া গর্ত্তমধ্য হইতে সৈন্যগণ উঠিয়া কামান দাগিতে বসিল।

এই খাতের দূরে—আরও অনেক খানি জায়গায় পাষাণ দ্বারা গাঁথিয়া, তাহার মধ্যে তীব্র বারুদ পুরিয়া উপরে খিলান করিয়া রাখিয়াছিল,—যখন গোলান্দাজ ও অন্যান্য সেনাগণ তাহার উপরে গিয়াছে,—তখনই তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল,—

বারুদ জ্বলিয়া ভীষণ শব্দ করিয়া খিলান উড়িয়া সৈন্যগণকে সে গহ্বর নিজোদরে পূরিয়া লইয়াছিল।

দুর্গদ্বার বন্ধ হইবামাত্র ভূধরচাঁদ কতকগুলি সৈন্য সহ আসিয়া আমীর মীর জুম্‌লা প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন, এবং দুর্গশীর্ষ হইতে সৈন্যগণ ভীমবিক্রমে কামানের মুখে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

যে সৈন্যগণ দুর্গের বাহিরে ছিল, তাহারা বিপদ দেখিয়া হটিয়া খাত মধ্যে নামিয়া পড়িল। কতক বা কামানের গোলায় প্রাণ হারাইল,—কতক বা অপর পারে উঠিয়া পড়িল, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল। পশ্চাতে সহকারী সেনাপতি সের খাঁ ছিলেন, তিনি আমীর মীর জুম্‌লার বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উদ্যম ত্যাগ করিলেন না।

শ্রেণীভঙ্গ, রণগ্রাস্ত, ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণকে প্রকৃতিস্থ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিপদের উপরে বিপদের বার্ত্তা তাঁহাকে আকুল করিল। তিনি সংবাদ পাইলেন—পশ্চিম দ্বারের ফতেআলি খাঁ সমরে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গলে মাথা গুঁজিয়াছে।

এখন কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় নুরমামুদ সেখ সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত মিশিল। নুরমামুদ বলিল—"যে সৈন্য লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক লইয়া ফিরিয়াছি। এ যুদ্ধে জয়াশা নাই।"

সে। সেনাপতি আমীর বাহাদুর ধৃত ও বন্দী হইয়াছেন।

নু। মহাবীর ফতেআলি খাঁ নিহত হইয়াছেন।

সে। উপায় কি ?

সু। উপায় বিচ্ছিন্ন ও চারিদিক প্রেরিত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া আর একবার প্রাণপণে লড়িতে হইবে।

সে। তবে দূত পাঠাইয়া অপর দলকে আনান হউক। আরও এক কথা,—সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। সৈন্যদিগকে হটাইয়া লইয়া গিয়া আজ রাত্রি বিশ্রাম করা যাউক। প্রভাত হইতেই পুনরায় আক্রমণ করা যাইবে।

সু। আপনি গয়েসউদ্দীন সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন ?

সে। আমি ভাল বিবেচনা করি নাই।

সু। আমার বোধ হয়, আমাদিগের এ দুর্দ্দশা সেই করিয়াছে। সে কাফের—সে হিন্দু—হিন্দুর সঙ্গে সে পরামর্শ করিয়াই একাজ করিয়াছে।

সে। সেত এখন মুসলমান।

সু। ঐত আমাদের দোষ,—মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই আমরা তাহাকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলি,—ভায়া হে, যাহার রক্তে মুসলমানত্ব নাই,—যাহার জীবনের অভ্যুদয়ে মুসলমান প্রীতি জন্মে নাই—সে হঠাৎ মুসলমান হইলে তাহাকে বিশ্বাস কি ? আর যে মাতাপিতার ধর্ম্ম—মাতাপিতার দেশ পর-দেশীর পদতলে বলি দিতে পারে,—সে পরদেশীকে আপনদেশে আনিয়া জবাই করিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ! থাক্, খোদার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হবে। এখন সৈন্যগণকে লইয়া হটিয়া চল।

সহকারী সেনাপতির আদেশে তাহাই হইল। সেনাগণ হটিয়া হটিয়া করতোয়া তীরে হাঁপ ছাড়িল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—•—

সেই রাত্রি দ্বিপ্রহর,—রণজয়ী হিন্দু-সৈন্যগণ ভূধরচাঁদের আদেশে আহার ও বিশ্রাম করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

রাজবাড়ীর সামরিক বিচারালয়ে মহারাজ বিজয়চাঁদ সিংহাসনে উপবিষ্ট,—চারিদিকে রক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সশস্ত্রে প্রহরিগণ প্রহরণায় নিযুক্ত। প্রধান সেনাপতি ও ভূধরচাঁদ পার্শ্ববর্ত্তী সিংহাসনে সমাসীন,—চারি দিকে উজ্জ্বল আলোকমালা বিজয় গর্ব্বে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্বলিতেছিল। সম্মুখে বন্দিগণকে লইয়া পদাতিকগণ দণ্ডায়মান ছিল। বন্দিগণের বিচারার্থই রাত্রিকালে এই সামরিক বিচার সভার অনুষ্ঠান।

বন্দিগণকে লইয়া প্রহরিগণ একটু দূরে ছিল,—রাজাদেশে আরও নিকটে—লৌহদণ্ড আবেষ্টিত একটু স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল,—সে সঙ্গে গণেশলাল!

ভূধরচাঁদ বলিলেন—"কি গণেশলাল কোথা হইতে?"

রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"বোধ হয় গণেশলালই এবারকার যুদ্ধের প্রযোক্তা?"

গণেশলাল মস্তক অবনত করিল। রাজা বলিলেন,—"বন্দিগণকে আমরা অবশ্য চিনি না,—আপনারা অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় দিলে বাধিত হইব।"

একজন সামরিক কর্ম্মচারী বলিলেন,—"আমার দক্ষিণ দিকে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন,—ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ ইঁহার নাম

শুনিয়াছে,—ইনি ঔরঙ্গজেবের প্রধানতম সেনাপতি,—আমীর মীর জুম্‌লা।”

হিন্দু রাজা—পরভুজ-বলাভিজ্ঞ হিন্দু রাজা—পরসম্মান রক্ষাকারী হিন্দু রাজা তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—“অগৌণে উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দাও,—এবং বসিবার জন্য এক খানি উৎকৃষ্ট আসন দাও।”

রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। আমীর মীর জুম্‌লা আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা বলিলেন,—“অপর বন্দিগণেরও বন্ধন মুক্ত করিয়া বসিতে দাও—কেবল গণেশলালের বন্ধন মুক্ত করিও না—বসিতেও দিও না। উহাকে কারাগারে লইয়া যাও।”

আমীর মীর জুম্‌লা বলিলেন,—“মহারাজ, বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কর্ম্মচারী বলিয়া যদি আমাদিগকে সম্মান করিলেন, তবে বন্ধু গয়েসউদ্দীনকেও সেরূপ সম্মান করিতে বিস্মৃত হইবেন না।”

“গয়েসউদ্দীন?—গণেশলাল কি গয়েসউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে?”—অতি ঘৃণার স্বরে রাজা বিজয়চাঁদ এই কথা বলিলেন।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—“আমীর সাহেব, আপনি কি ভাবিতেছেন, রাজাবাহাদুর ঔরঙ্গজেব বাদশাহের ভয়ে আপনাদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া আসন প্রদান করিয়াছেন? যদি তাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন,—সে কথা ভুলিয়া যান। সে আপনার ভুল ধারণা। ক্ষত্রিয় বীরের জাতি,—বীরের সম্মান বুঝে—আপনি ভারত-বিখ্যাত বীর, তাই আপনার সম্মানার্থ রাজাবাহাদুর বিচার শেষকাল পর্য্যন্ত সম্ভ্রমের আসন প্রদান করিয়াছেন।”

আ। রাজাবাহাদুরের বীরত্বের সম্মানবৃত্তিকে ধন্যবাদ। কিন্তু গয়েসউদ্দীনকেও আপাততঃ এখানে রাখিলে হইত। গয়েসউদ্দীনও আমাদের সঙ্গে সমান অপরাধে অপরাধী।

ভূ। না না,—আপনাদের সঙ্গে এক অপরাধে অপরাধী নহে। গণেশলাল ধর্ম্মত্যাগী স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী। আরও কথা এই যে,—গণেশলাল আমাদের জেল হইতে পলাইয়া গিয়াছে,—সুতরাং পলাতক আসামী।

আ। আমার অনুরোধ—উহাকে আপাততঃ আমাদের সঙ্গে রাখুন।

রাজা বিজয়চাঁদ আমীরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু গণেশলালের বন্ধন মোচন বা আসন প্রদান করা হইল না। তারপরে বিচার আরম্ভ হইল।

ভূধরচাঁদ উঠিয়া বলিলেন,—"এই সম্মানার্হ বীরগণ আমাদের স্বাধীনতা,—আমাদের রাজ্য এবং আমাদিগের সম্মান অপহরণ করিতে দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া নগর প্রবেশ করিয়াছিলেন,—আমাদিগের অনেক সৈন্য নিহত হইয়াছে—এক্ষণে ইহাঁদের উপযুক্ত দণ্ড দিয়া দেশের দশের শত্রু নিবারণ করা হউক।"

রাজা বিজয়চাঁদ আমীরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মাননীয় সেনাপতি সাহেব, বিনা কারণে এরাজ্যে আসিয়া আপনারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন,—তাহা সপ্রমাণ হইতে বাকি নাই।"

আ। হাঁ, তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা বন্দী অবস্থায় উপস্থিত আছি।

বি। তাহার দণ্ড অতি গুরুতর।

আ। যখন বন্দি হইয়াছি,—যে দণ্ড দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব। কিন্তু—

বি। কিন্তু কি সাহেব?

আ। কিন্তু এই যে,—আমাদিগকে বিনাশ করিলে ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ-বহ্নিতে রাজমহল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—রাজমহলবাসিগণ সেভয়ে ভীত নহে। ঔরঙ্গজেবের ভয় করিলে, এত দিন এরাজ্য তাঁহার পদানত হইত। মুসলমানের রাজ্য জয়, অধিকাংশ স্থলেই ভয় দেখাইয়া। যাহারা জুজুর ভয়ে ভীত,—তাহারাই ঔরঙ্গজেবের নামে কম্পিত হয়।

আ। তবে আপনাদের যাহা অভিপ্রায়, তাহাই করিতে পারেন।

বি। আপনি কি বলিতে চাহেন? আপনার ইচ্ছা কি যে, আপনাদিগকে সসম্মানে আপনাদের সৈন্য-শিবিরে পঁহুছাইয়া দিই,—আর আপনার প্রভাবে আবার আমাদের উপরে গোলা-বর্ষণ করিতে থাকুন।

আ। না না,—সে ইচ্ছা কেন? আপনারা কৌশলে মাটির মধ্যে বারুদ রাখিয়া আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছেন—তাহাতে আমরা যে আর এ যাত্রা আপনাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব,—এমন ভরসা নাই।

বি। তবে কি যাত্রা বদলাইয়া আসিতে চাহেন?

আ। একটা সন্ধি করিলে হয়।

বি। কি প্রকার সন্ধি?

আ। আপনারা জেতা—আমরা বিজিত। আপনাদের সুবিধা মত সন্ধি করিয়া লইতে পারেন।

খি। প্রয়োজন দেখা যায় না।

আ। তবে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু শান্তি পাইবেন না,—মুসলমান-ক্রোধ-বহ্নিতে মধ্যে মধ্যে বিদগ্ধ হইতেই হইবে।

ভূ। আর সন্ধি করিলেও সে পথ মুক্ত হইবে না। মুসলমান 'ছুঁচ' হইয়া দেশে প্রবেশ করিতে পাইলে 'ফাল' হইয়া বাহির হইবে।

আ। সন্ধি-পত্রে সে অধিকার নাও দিতে পারেন।

ভূ। সন্ধি কাহার সহিত হইবে ?

আ। রাজমহলের রাজা ও ভারতের বাদশাহের সহিত।

ভূ। এপক্ষে রাজাবাহাদুর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন,—সে পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে ?

আ। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নামে আমি স্বাক্ষর করিব।

ভূ। সে সন্ধি-সর্ত্ত যে, সে পক্ষ হইতে পালিত হইবে, তাহার প্রমাণ কি ?

অ। প্রধান সেনাপতি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে বাদশাহেরা তাহা পালন করিয়া থাকেন,—ইহা চিরগত নিয়ম।

ভূ। হাঁ, সে নিয়ম আছে সত্য। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি ঔরঙ্গজেব বাদশাহ অনেক সন্ধিপত্রে নিজে স্বাক্ষর করিয়া অবশেষে তাহা পালন করেন নাই। ইহাত সেনাপতির স্বাক্ষর।

আ। আমি আপনাদের প্রবৃত্তি লওয়াতেছি না,—তবে কথা এই যে, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সন্ধিতে সহজেই মত দিতে পারেন।

ভূ। বিবেচনা করিবার পক্ষে কি কথা আছে ?

আ। আপনারা যেসকল সর্ত্তে সন্ধিপত্র করিতে চাহেন,—তাহাতে অবশ্যই এদেশে আমাদের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। মুসলমান আগমনে ভয় করেন,—তাহাও নয় না আসিবে। আপনাদের দেশ যেমন আছে, তেমনি থাকিবে,—কেবল নামতঃ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের করদ রাজ্য হইবে,—বৎসরে বৎসরে সামান্য কিছু কিছু কর দিলেই হইবে।

ভূ। সন্ধি করিলে আমাদিগের কি কি সুবিধা হইবে বলিতেছিলেন?

আ। প্রথমতঃ মুসলমান-সৈন্য আর কখনও রাজমহলের সীমানায় আসিবে না। নতুবা কিছু থাকক আর না থাকক—মধ্যে মধ্যে আসিয়া এইরূপ জ্বালাতন ও সৈন্যবল ক্ষয় করিবে। আর বলাও যায় না, কোনবার হয়ত এরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াও দিতে পারে।

ভূ। দ্বিতীয়তঃ?

আ। দ্বিতীয়তঃ বাৎসরিক সামান্য কিছু কর প্রদান করিলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে আপনারা বাদশাহ-সৈন্যের সাহায্য পাইতে পারিবেন?

ভূ। তৃতীয়তঃ কিছু আছে নাকি?

আ। হাঁ, আছে। আমাদিগের বধ-জনিত বাদশাহের রোষাগ্নি হইতে এদেশ রক্ষা পাইবে।

ভূধরচাঁদ রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা নয়নেঙ্গিতে সন্ধি করিবার পক্ষে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ভূধরচাঁদ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তাহাতে এইরূপ সর্ত্ত হইল যে,—মুসলমানগণ

কোন প্রকারেই এদেশে আসিয়া বাণিজ্যালয় মস্‌জিদ বা অন্য কার্য্য করিতে পাইবে না। বিচার ও শাসন কার্য্যে বাদশাহের কোন প্রকার ক্ষমতা থাকিবে না। কেবল বার্ষিক তিনি পাঁচ সহস্র মুদ্রা কর প্রাপ্ত হইবেন। যদি কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে রাজমহল কখনও বিপন্ন হয়, আর রাজমহলের রাজা বাদশাহের সাহায্য চাহেন,—বাদশাহ্ অগৌণে এবং বিনাব্যয়ে যথোপযুক্ত সৈন্য সাহায্য করিবেন, কিন্তু সেই সকল সৈন্য পরিচালনের ভার রাজমহলের রাজার ও তাঁহার নিয়োজিত সেনাপতিগণের উপরেই থাকিবে।

রাজা বিজয়চাঁদ ও আমীর মীর জুম্‌লা সে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

তৎপরে তাঁহাদিগকে নগরের দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে রাখিয়া আসিবার অনুমতি হইল।

আমীর উঠিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন, রাজাও উঠিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। আমীর রাজাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন,—রাজাও বন্ধু বলিলেন। তার পরে গণেশলালের সম্বন্ধে কথা উঠিল। রাজা বলিলেন,—"ঐবিশ্বাসঘাতক স্বদেশ-দ্রোহীকে মুক্তি দিব না। কল্য প্রভাতে উহার মাংস কুকুর দিয়া ভোজন করান হইবে।"

আমীর বলিলেন,—"বন্ধু, ঐ হতভাগ্য জীবকে দিল্লী হইতে লইয়া আসিয়াছি। জীবন্তে ডালি দিয়া যাইতে পারিব না। নূতন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে,—উহাকে ফেলিয়া গেলে, লোকে নিন্দা করিবে। অতএব যখন এত দয়া করিলেন, তখন উহাকেও ছাড়িয়া দিন। মনে করুন, গণেশলাল মরিয়া

গয়েসউদ্দীন হইয়াছে—অদ্যকার সন্ধি-সর্ত্তে কোন মুসলমানই এরাজ্যে আসিতে পারিবে না,—গয়েসউদ্দীনও আসিবে না। মহারাজ,—বন্ধু—মাছি মারিয়া কেন হাত কালো করিবেন? দয়া করুন—উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

বিজয়চাঁদ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার অনুরোধে উহাকে ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু এখান হইতে উহাকে ঐ অবস্থাতেই লইয়া যান। এখানে উহার বন্ধন মুক্ত করিবেন না। ঐ হতভাগ্য চির আবদ্ধ থাকুক।"

আমীর মস্তক নত করিলেন। রাজা তাঁহাদের যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় দিলেন,—ভূধরচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দুর্গদ্বারের বাহিরে রাখিয়া আসিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুসলমান-সৈন্যগণ দুর্গদ্বার হইতে বড় অধিক দূরে অবস্থিতি করিতেছিল না। দুর্গদ্বার হইতে যতদূরে কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হইতে না পারে, ততদুর মাত্র দূরে তাহারা অবস্থান করিতেছিল,—সুতরাং আমীর মীর জুমলা গয়েস-উদ্দীনও অন্যান্য কর্ম্মচারি সঙ্গিগণের সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। রাজবাড়ী হইতে যাহারা আলো লইয়া পথ দেখাইয়া আসিয়াছিল,—তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল।

আমীর মীর জুমলা কর্ম্মচারিগণসহ সৈন্য মধ্যে ফিরিয়া

আসিলে সৈন্যগণ আনন্দিত হইল। সহকারী সেনাপতি সের খাঁ আসিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন।

সের খাঁ বলিলেন,—"গয়েসউদ্দীন জানিয়া শুনিয়াও আমাদিগের সৈন্যগণকে বিনষ্ট করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছে—অতএব উহাকে গুলিতে উড়াইয়া দিবার হুকুম দিন।"

আ। না,—আমার বোধ হয়, ঐ কাণ্ড অল্প দিন হইল, ...গণ সম্পন্ন করিয়াছে। গয়েসউদ্দীন সে সংবাদ রাখিত না। গয়েসউদ্দীনের মনে কু-অভিসন্ধি আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না,—তবে বন্ধুটি আমার পরম বোকা।"

গণেশলাল বলিল,—'না মহাশয়, আমি বোকা ছিলাম না। একদিন আমার বীর্য্যবত্তা, আমার সাহস, আমার রণকৌশল রাজমহলের লোকের আদর্শ ছিল। কিন্তু এখন আমি পরমুখাপেক্ষী—পরের হুকুমে চালিত—কাজেই বোকা বই আর কি।"

আ। সেজন্য তুমি দুঃখ করিও না। এখন কথা এই যে,—তোমার নেকার জন্য সে বিবিকেত লাভ করা গেল না।

গ। আপনারা যদি হটিয়া আসিলেন, তবে আর কি হইবে? আমার ধর্ম্মত্যাগই সার হইল।

আ। না হাটিয়া কি করিব বন্ধু,—হিন্দুজাতটা নাকি বড় কোমলহৃদয় তাই এত সহজে ছাড়িয়া দিল। তোমার বিবির জন্য আর একটু চেষ্টা করিলে, আমাদের বিবির আবার নেকার অনুসন্ধান করিতে হইত।

গ। আপনারা এখন কি করিবেন?

আ। "কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকার" মত সন্ধিপত্র টুকু হাতে করিয়া, দিল্লী ফিরিয়া যাইব।

গ। আমি শুনিয়াছিলাম—আপনি অদ্বিতীয় বীর।

আ। আর এখন দেখিলে প্রাণের ভিখারী একজন ভীরু পুরুষ মাত্র।

গ। না, আমি তাহা বলিতেছি না।

আ। বলিতেছ না কেবল প্রাণের ভয়ে। যাক্, এখন তুমি কি করিতে চাও বন্ধু? আমাদের সঙ্গে দিল্লী যাবেত?

গ। না।

আ। কোথায় যাবে?

গ। বোধ হয় নেপালে যাইব।

আ। কেন?

গ। নেপালরাজের সহায়তা লইয়া রাজমহল আক্রমণ করিব।

আ। বোধহয় তোমার আশা পূর্ণ হইবে না।

গ। কেন?

আ। নেপালরাজ রাজ্যলিপ্সু নহেন।

গ। আশ্রিত-বৎসল বটেন্।

আ। তুমি হিন্দুধর্ম্মত্যাগী—তোমাকে আশ্রয় না দিলেও পারেন। তুমি হিন্দুবিধবার অভিলাষী—হিন্দু নেপালাধিপতি সে কথা জানিতে পারিলে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিবেন।

গ। তবে সেখানেও যাইব না।

আ। দিল্লী যাইবে?

গ। না, দিল্লীও যাইব না।

আ। তবে কি করিবে?

গ। জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিব।

আ। ফকির হইয়া?

গ। না। ডাকাত সংগ্রহ করিব—ডাকাতের সর্দ্দার হইব। তারপরে দলবল লইয়া রাজমহল চূর্ণ করিব।

আ। তোমার শতদোষের মধ্যে একটি গুণ আছে,—তাহা পুরুষ মাত্রেরই আদর্শ।

সের খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে গুণ কি?"

আ। কর্ম্মে একাগ্রতা।

সে। না ধর্ম্মাবতার, সেটা রিপুর উত্তেজনা। এক্ষণে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

আ। কি?

গ। আমরা কি এইরূপ অবস্থাতেই দিল্লী ফিরিব?

আ। কি করিতে চাহেন?

সে। আর একবার দেখিলে হয় না?

গ। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন যে?—

সে। বন্দী অবস্থার অঙ্গীকারে দোষ হয় কি? তখন যে সে প্রকারে শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেই হয়।

আ। তাহা হইলেও পুনরায় আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে।

গ। শুন্নুন, আমীর বাহাদুর;—আপনি যদি অনুমতি করেন, এই রাত্রে—এখনই পুনরায় আক্রমণ করা হউক। আপনারা পশ্চাৎ হইতে সৈন্য চালনা করিয়া আসিবেন,—আমার জীবন প্রয়োজন শূন্য—আমি সৈন্যগণের পুরোভাগে গমন করিব।

ধরাইয়া দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নগর অগ্নিময় হইল কোলের ছেলে বুকে করিয়া রমণী পুড়িল,—স্বামীপার্শ্বে শয়ন করিয়া স্বামীস্ত্রীতে দগ্ধ হইল,—পুত্রের নাম করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বৃদ্ধ পুড়িল। বিপণী পুড়িল, বাণিজ্যালয় পুড়িল, বিদ্যালয় পুড়িল,—দেবমন্দির পুড়িল। নগরবাসিগণ আগুন নিবারণ করিবে, কি শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া কতক পুড়িয়া মরিল,—কতক পলায়ন করিল।

অনেকে আসিয়া প্রাণপণে রাজপুরী রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভূধরচাঁদের গৃহে আগুন লাগায় প্রথমেই তিনি সপরিবারে বহ্নিমুখে দগ্ধ হইয়াছেন।

মুসলমান-সৈন্য চারিদিকে মহামারির ব্যাধির ন্যায় সংহার মূর্ত্তিতে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। চারিদিকে আগুন দিয়া—লুণ্ঠন করিয়া—নরনারীর বক্ষশোণিত পান করিয়া—শত শত বীর—শত শত নরনারীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া করি[illegible] লাগিল।

ক্রমে তাহারা রাজবাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। রাজবাড়ীর সিংহ দরোজায় চারিটি ভীষণ কামান প্রলম্বিত ছিল,—এতক্ষণ পরে তাহাতে অনল জ্বালান হইল,—ভীম গর্জ্জনে সে কামান ডাকিয়া উঠিল। কিন্তু মুসলমানের কামানের মুখে কামানসহ সিংহ দরোজা অচিরাৎ ভগ্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। পীপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় মুসলমান সেনা রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

মহারাজা বিজয়চাঁদ তখন নিরুপায়,—তিনি বন্দী হউন,—তাঁহার বক্ষের উপরে কামানের জ্বলন্ত লৌ[illegible] পতিত হউক,—

তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—অপমান নাই! কিন্তু ললনাকুলের উপায় কি হইবে? মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে,—এখন উপায়? মুসলমান-সেনা মহাকলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বিজয়চাঁদের ক্ষত্রিয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দশবার জন ভৃত্যকে অতি ত্বরায় অন্তঃপুর দ্বারে চিতাকুণ্ড প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিতে বলিলেন। মুহূর্ত্তে রাজাদেশ পালিত হইল। ভীম গর্জ্জনে চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তারপরে—মহারাজা বিজয়চাঁদ স্বহস্তে একে একে পুরোমহিলাগণের মস্তকচ্ছেদ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভবানীর সন্ধান পাইলেন না। উন্মাদের ন্যায় ভবানী ভবানী করিয়া কক্ষে কক্ষে ফিরিলেন। ভবানী কোথাও নাই। "হায়! ভবানী—কুলে কলঙ্কলেপন করিবার জন্য—হতভাগিনী এ সুখের মরণে বঞ্চিত হইলে,—এই কথা বলিয়াই সতী-শোণিত পরিপ্লুত শানিত খরশান আত্ম-বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধির কর্দ্দমে লুটাইয়া পড়িলেন। অনুকূল পবন সঞ্চরণে ধূম-জ্যোতি বিআন্নি[illegible] করিয়া [illegible]গুনের দীপ্ত-শিখা চারিদিকে লোহজিহ্বা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, কক্ষতলে ও সিংহদ্বারে তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মুসলমানসেনা মহারাজকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিল,—তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্থানান্তরে লইল,—চিতানলে রাজমহলের চিরপূজ্য ইন্দ্রভবন সদৃশ রাজপ্রাসাদ শ্মশান-ভস্মে পরিনত হইল।

———

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ।

যে মুসলমান সেনাপতিদিগকে মহারাজা বিজয়চাঁদ কৃপা-পূর্ব্বক সসম্মানে মুক্তিদান করিয়াছিলেন,—রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই সেই মুসলমান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সেই মহারাজা বিজয়চাঁদকে বন্দী করিয়া নগরে অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত বাদশাহের বিজয়পতাকা তুলিয়া দিলেন ।

রজনী প্রভাত হইল—পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সূর্য্যোদয় হইল,—কিন্তু রাজমহলের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল,—আর তাহার-উদয় হইবে না, আর বুঝি রাজমহলের হতশ্রী পুনরুদিত হইবে না ।

প্রভাতে মুসলমানগণ দেখিল,—নগর জনহীন চারিদিকে কেবল নরদেহ পতিত,—আর চিতাভস্মে সমাচ্ছাদিত। নগর শূন্য—শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত। দুই চারিজন পুরুষ—যাহারা সেই শোকে [illegible] এবং অধীনতার শৃঙ্খল আবরণ বহন করিবার জন্য জীবিত ছিল,—তাহারা কেহ মুসলমানের সঙ্গীনের খোঁচায় প্রাণ হারাইল,—কেহ নগর পার হইয়া পলাইয়া গেল ।

বেলা চারিদণ্ডের সময় সেই শূন্য নগরে—শ্মশান-ভবনে আমীর মীর জুম্‌লা বৈঠক করিলেন। গণেশলাল বলিল,—"হুজুর, সব হইল, কিন্তু আমার পণ্ডশ্রম হইল ।"

আ। কেন বন্ধু গয়েসউদ্দীন ;—তোমার পরামর্শে আমরা জয়লাভ করিয়াছি,—তোমার পণ্ডশ্রম হইবে কেন ?

গ। রাজকন্যা ভবানীকে পাইলাম না ।"

আ। তুমি কি বিবেচনা কর,—অন্যান্য রমণীগণের ন্যায় তিনিও চিতার আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন?

গ। বোধ হয়, তাহাই হইয়াছেন।

আ। হিন্দুর মেয়েরা পুড়িয়া মরিতে অতি তৎপর। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত যুদ্ধ জয় করিলাম—কিন্তু কোথাও কোন হিন্দু রমণীকে হস্তগত করিতে পারিলাম না,--বোল বলিতে ইহারা আগুনে পুড়িয়া মরে।

গ। আমার সন্দেহ হয়, কতক স্ত্রীলোক আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে—কতক কতক অপর্ণার জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে। অনেক পুরুষও আপন আপন ধন-সম্পত্তি লইয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

আ। বন্ধু গয়েসউদ্দীন!

গ। হুজুর?

আ। তুমি পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া সেখানে যাও,—সেখানে যদি রাজকন্যাকে পাও, ধরিয়া আনিবে। অন্য কোন লোককে বা তাহাদের ধন-রত্ন পাও, তাহাও আনিবে।

গ। যে আজ্ঞা,—আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।

আ। তোমার সঙ্গে বিলায়ত হুসেন খাঁও যাইবে। বিলায়ত হুসেন ঐ পাঁচ সহস্র সৈন্যের সেনাপতি হইয়া যাইবে,—আর তুমি তাহার সহকারী হইয়া যাইবে।

গ। আমাকে কি এখনও অবিশ্বাস করেন?

আ। না না,—অবিশ্বাস করি না। তবে কি জান বন্ধু,— মুহূর্ত্তের ভুলে রাজমহল নগরটা হিন্দুদের হস্তচ্যুত হইল—হিন্দু রাজ্য ছারেখারে গেল। তুমি এখনও হিন্দুর রক্ত শরীরে বহন করিতেছ।

গ। তবে আপনার যাহা বিবেচনা হয়, করুন।

আমীর মীর জুম্‌লা বিলায়ত হুসেন খাঁকে ডাকিয়া পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া গণেশলালের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন।

গণেশলাল সেই সমস্ত মুসলমান-সৈন্য লইয়া দেবী অপর্ণার পাষাণ-পীঠ চূর্ণ করিতে ধাবিত হইল।

হস্তী ও অশ্বের চরণে বৃক্ষলতা দলিত হইতে লাগিল। সৈন্য-গমনে বনপথ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বনের পাখী উড়িয়া দিগন্তরে চলিয়া গেল,—বন্যপশু ভয়ে বন হইতে বনান্তরালে পলায়ন করিল।

কিন্তু গণেশলাল সারা জঙ্গল খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল,—কোথাও অপর্ণাদেবীর পাষাণ-পীঠ বা সন্ন্যাসী কালিকা-নন্দের সন্ধান পাইল না। একটা বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া অনুমান করিল,—তাহারই সন্নিকটে সে পীঠ-গহ্বর ছিল,—কিন্তু তাহা বন-কঙ্করে আর মৃত্তিকাস্তূপে পূর্ণ ও সমতল হইয়া গিয়াছে।

গণেশলাল বিবেচনা করিল,—দেবীপীঠ লইয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছে,—এবং সে পীঠ-গহ্বর বুঁজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা অপর্ণাদেবীর পীঠ জঙ্গলে থাকিলে এ রাজ্য জয় করা যাইত না।

সমস্ত জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়াও যখন কাহারও সন্ধান মিলিল না,—তখন গণেশলাল বিলায়ত হুসেনকে বলিয়া সৈন্য লইয়া রাজমহলে ফিরিয়া গেল এবং সমস্ত কথা আমীর মীর জুম্‌লার সমীপে নিবেদন করিল।

আমীর মীর জুম্‌লা রাজ্যের চারি দিকে ঘোষণা করিয়া

দিলেন,—"এরাজ্য মহামহিমান্বিত ভারত-সম্রাট বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের। প্রজাগণের আর কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই,—তাহারা এখন স্বচ্ছন্দে নগরে ফিরিয়া আসিতে পারে, বা যেখানে ইচ্ছা, বাস করিতে পারে। তাহাদের শান্তিরক্ষার জন্য বাদশাহের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সর্ব্বদাই অসিহস্তে অপেক্ষা করিবে।"

কিন্তু কেহই সে শ্মশানভূমে প্রত্যাগত হইল না। নগরে আর হিন্দু প্রজা ফিরিল না। কতক দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া গেল,—কতক পল্লীগ্রামে আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিল। প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল।

আর যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমীর মীর জুম্‌লা দিল্লী যাইবার অভিপ্রায় করিলেন, এবং সেরখাঁকে সেই দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বিংশতি সহস্র সৈন্য রাখিয়া গেলেন। যেখানে রাজমহল ছিল,—সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে সেরখাঁ নূতন রাজধানী প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার নাম হইল সেরপুর। রাজমহল অতীতের দীর্ণ বক্ষে মিশিয়া ক্রমে ক্রমে ভীষণতম জঙ্গলে মিশিয়া গেল। এখনও সেরপুর আছে,—এখনও রাজমহলের জঙ্গল আছে,—নাই কেবল হিন্দু-স্বাধীনতা।

মহারাজা বিজয়চাঁদকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আমীর মীর জুম্‌লা পূর্ব্বেই দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় শোণিত, মুসলমান নরপতির সিংহাসন-সমীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথমধ্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল;—কেহ বলে, তিনি কাশী গিয়া মরেন; কেহ বলে, তিনি দিল্লীর অতি সন্নিকটে গিয়াই পিঞ্জর-মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু কোন্ কথাটা আসল, কোন্ কথাটা নকল, তাহা স্থির করিবার কোন উপায়ই নাই।

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন। গণেশলালের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বদেশেই থাকেন,—সেরখাঁর অধীনে কোন কর্ম্ম লইয়া জীবন যাপন করেন,—কিন্তু আমীর বলিয়াছিলেন—"বন্ধু, তোমার যখন বিবির লোভেই মুসলমান হওয়া, আর এদেশে যখন তাহার সুবিধা হইল না—তখন দিল্লী চল, একটা জীবন্ত ছুঁড়ী ধরিয়া তোমার সহিত নেকা দিয়া দিব।" আসল কথা, তিনি বিশ্বাস করিয়া গণেশলালকে সেরপুরে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি নববিজিত দেশ, সহসা পুনঃ স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহী হয়,—গয়েসউদ্দীন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারে। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহীর অসাধ্য কার্য্য জগতে কি আছে?।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার ভবানীর কথা বলিব। শ্মশানে-সাধনা বা শ্মশান-পরিদর্শন ভবানীর জীবনের এক মুখ্য প্রিয়তম কার্য্য ছিল,—যদিও কালিকানন্দ ঠাকুরের নিষেধে ভবানী ইদানীং সে কার্য্যে নিত্য গমন করিত না, তথাপি সে মধ্যে মধ্যে শ্মশানে গমন না করিয়া থাকিতে পারিত না। নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্মশান-সৈকতে গমন করা তাহার একটা বাতিকের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

যে দিন মুসলমানের সঙ্গে রাজমহলের রাজকীয় সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়, সে রাত্রে ভবানী শ্মশান-ভ্রমণে গমন করিয়াছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই উভয় পক্ষের কামান গর্জ্জন করিয়াছিল,—ভবানী গিয়াছিল, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময়। তাহার ইচ্ছা ছিল শ্মশান-ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ের কোলাহল নিবাইয়া আসিয়া মহাশক্তি অপর্ণাদেবীর নিকটে রাজ্যের কল্যাণ ভিক্ষা করিবে, এবং তৎপরে গৃহে ফিরিবে।

যখন সে শ্মশান হইতে ফিরিয়া অপর্ণার জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল, নগরের প্রাসাদে প্রাসাদে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নিদেব ক্রীড়া করিতেছেন,—নবদেহ দগ্ধ হইয়া তাহার গন্ধে চারিদিক আকুল করিতেছে।

ভবানী বুঝিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মুসলমানের কামানের আগুনে নগর ধ্বংস হইয়াছে। সে অতি বিপন্নমনে চক্ষের অশ্রু মুছিতে মুছিতে অপর্ণাপীঠে কালিকানন্দঠাকুরের অনুসন্ধানে গমন করিল। কিন্তু সেখানে গিয়া ঠাকুরের সন্ধান পাইল না,—দেবীকুণ্ড কঙ্করপূর্ণ করিয়া সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভবানী ফিরিয়া নৌকায় আসিল।

তখন রাজবাড়ী জ্বলিতেছিল,—এবং মুসলমান-সৈন্যের "দীন্ দীন্" রবে দিক্‌মণ্ডল ছাইয়া পড়িতেছিল। ভবানী চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে মাঝীকে নৌকা ভাসাইয়া দূরে যাইতে বলিল। নৌকায় একজন মাঝী ও একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল,—পরিচারিকার নাম ধনমনী।

মাঝী অবস্থা বুঝিয়া রাজকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে নৌকা বহিয়া লইয়া চলিল। তখন নবীন বর্ষার নবোচ্ছ্বাসে করতোয়া পূর্ণসলিলা। স্রোতস্বিনীর বক্ষে স্রোতোমুখে নৌকা তীব্রবেগে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কোথায় যাইবে?—

যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না,—তথাপি মুসলমানের ভয়ে মাঝী প্রাণপণে নৌকা চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। যখন প্রভাত হইল, তখন তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

যাইবার স্থান ঠিক নাই, কাজেই তাহারা সমানে চলিতে লাগিল,—কোথাও রাজকন্যাকে নামাইয়া দিয়া মাঝী সাব্যস্ত হইতে পারে না। বৃদ্ধ মাঝী অনেক দিন হইতে রাজার নুন-নেমক খাইয়াছে,—কেমন করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের ডালি সোমত্তমেয়েকে যেখানে সেখানে নামাইয়া দেয়।

মাঝী ভাবিল, জগতে আমার কেহ নাই,—এক বৃদ্ধ পুত্রবধূ ছিল,—নগর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তবে আর নগরে ফিরিয়া কি করিব? যে কয়দিন জীবিত থাকিব —রাজকন্যাকে নৌকায় করিয়া এমনই ভাবে নদীতে নদীতে লইয়া বেড়াইব।

বর্ষাবারি-স্ফীত নদীবক্ষে একদা সেই ক্ষুদ্র বজরায় বসিয়া রাজকুমারী ভবানী মাঝীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল;— [illegible]ন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের চন্দ্র পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া নদীর ঘোলাজলে আপন উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন,—নৈশফুল্ল কুসুমের গন্ধ অঙ্গে মাখিয়া ধীর সমীর নদী-বক্ষ দিয়া মিসিয়া যাইতেছিল।

ভবানী বলিল,—"রামচরণ, আর কতদিন তুমি এ কষ্ট সহ্য করিবে? তোমার বয়স হইয়াছে,—রাত্রিদিন নৌকা বহিয়া বহিয়া তুমি যে মারা পড়িলে!"

রামচরণ স্নেহ-করুণ-স্বরে বলিল,—"দিদিঠাকুরুণ, এতে আমার কোন কষ্ট নাই। স্রোত-মুখে যাচ্চি,—আমি কি

সকল সময় নৌকা বাই,—কেবল হা'ল খানা টিপিয়া বসিয়া থাকি।"

ভ। তা হ'লেও না সময়ে খাওয়া, না সময়ে নাওয়া,—এতে তুমি যে সারা হ'লে?

রামচরণ কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া বলিল,—"হাঁ, দিদি-ঠাক্‌রুণ,—তোমাদের চেয়েও কি আমরা সময়ে স্নান আর সময়ে আহার করি? তোমার যে ননীর শরীর গ'লে গেল।"

ভ। রামচরণ,—রামচরণ; আমার ননীর শরীর নয়। বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনে এদেহ সুদৃঢ়—শত উপবাসেও ইহা গলে না। সহস্র ভূমিশয্যাতেও ইহা ব্যথিত হয় না। লক্ষ শোকের বহ্নি-উত্তাপেও ইহা দ্রব হয় না। হ্যাঁ, ভাল কথা,—তুমি আ'জ দুপুরে রূপগঞ্জের বাজারে চা'ল কিনিতে গিয়া রাজ-মহল আর রাজমহলের রাজার সম্বন্ধে কি শুনিয়া আসিয়াছিলে?

রা। দিদিঠাক্‌রুণ, সে সব কথা শুনিয়া আর প্রয়োজন নাই। নদীর জলে ভাসিয়া ভাসিয়াই আমরা জীবন কাটাইব।

ভ। আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না, রামচরণ আমার হৃদয় পাষাণ বাঁধা;—আমি অদৃষ্ট মানি, ভবিতব্য চিনি। তুমি বল;—নিজ চক্ষুতে রাজবাড়ীর চিতানল দর্শন করিয়াছি,—সংবাদ যাহা, তাহাও বুঝিয়াছি।

রা। রূপগঞ্জের বাজারে গিয়া শুনিলাম, সমস্ত নগর আগুনে পুড়াইয়া—নর নারীকে নিহত করিয়া মুসলমান-পতাকা নগর-চূড়ায় উড়িতেছে।

ভ। সে আমি বুঝিয়াছি,—এখন আমাদের বাড়ীর সকলের দশা কি ঘটিয়াছে, তাহা শুনিতে পাইয়াছ?

রা। বাণেশ্বর শিবমন্দিরের পূজারি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ভ। আমাদের বাণেশ্বর শিবের পূজারি?

রা। হাঁ।

ভ। কোথায় দেখা হইয়াছিল?

রা। রূপগঞ্জের বাজারে—সে পলাইয়া আসিয়া এক দোকানে চাকুরী করিতেছে।

ভ। সে কি বলিল?

রা। রাজবাড়ী পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে?

ভ। মা এবং আর আর স্ত্রীলোকেরা?

রা। মহারাজা স্বহস্তে তাঁহাদিগকে নিধন করিয়া চিতার আগুনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন।

ভ। বাবা?

রা। তাঁহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছে।

ভ। মা,—মা, অপর্ণাদেবী তোমার মনে কি ইহাই ছিল। বাহ, রামচরণ দাদা, নৌকা বাহ,—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অনির্দ্দেশ্য—অপরিচিত জগতের দিকে চলিয়া যাই। আমি স্ত্রীলোক—আমার দ্বারা বাবার উদ্ধারের কে [illegible] য় আছে কি না জানি না,—রমণী হৃদয়ের প্রতিহিংসান[illegible]-সিংহাসন টলে কি না জানি না। চালাও রামচরণ, [illegible] চালাও। শুনিয়াছি, দেবজিত শুম্ভ নিশুম্ভকে রমণীতেই [illegible] করিয়াছিলেন,—মহিষাসুর স্ত্রীলোকের হস্তেই নিপতিত [illegible],—মধুকৈটভ নারীর হস্তেই নিধন হইয়াছিল,—কিন্তু [illegible] সে পুরাণের পুরাণ কাহিনী।

স্রোতঃপথে বাঁকিয়া নৌকা ঘুরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। বর্ষার জল নদীগর্ভ ছাড়িয়া দূরে তীরভূমির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—নৌকাও সেই জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। একটা বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা বাহু বিস্তার করিয়া সেই জলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল,—নৌকা সেই বহুশাখা বৃক্ষতল দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—সহসা গাছের ডাল পড়িল—চারি পাঁচজন লোক লাফ দিয়া নৌকার কাষ্ঠছাদের উপরে দাঁড়াইল—নৌকা টলিয়া ডুবিতে ডুবিতে রহিয়া গেল।

রামচরণ মাঝী দৃঢ়স্বরে বলিল,—"কারা?"

উত্তর হইল,—"তোর বাবারা।"

রামচরণ দাঁড় তুলিল। একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতের দাঁড় কাড়িয়া লইয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিল। সেখানে এক হাঁটুর উপরে জল ছিল না। রামচরণ গড়াগড়ি পাড়িয়া-সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তার পরে সে অতি করুণ স্বরে বলিল,—"আপনারা দস্যু হউন, তস্কর হউন,—আমি একটি বিপন্নারমণীকে লইয়া যাইতেছি। আমাদের সঙ্গে একটি পয়সাও নাই।"

একজন বলিল,—"কোথা হইতে আসিতেছিস্?"

বা বলিলে আপনাদের প্রাণেও দয়া হইবে।

আর একজন বলিল,—"কে রামচরণ, না?"

রামচরণ বলিল,—"আমিত চিনিতে পারিলাম না আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রামচরণ। নৌকার মধ্যে রাজমহলের রাজকন্যা ভবানী।"

'হ্যাঁ—ভবানী! হা—হা—কি কষ্ট! কি মনস্তাপ। রামচরণ—রাজপরিবারের আর কেহ আছেন কি?"

সে কথা শুনিয়া রামচরণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। সে বলিল,—"কেহ নাই গো, কেহ নাই। সব চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন,—মহারাজ বন্দী হইয়া"—

"চুপ কর"—সে সব আমরা জানি। সে কথা বলিয়া আর ক্ষতের উপরে আঘাত করিও না।"

সে কথার উত্তরে রামচরণ বলিল,—"আপনারা কে এবং কেনই বা গাছের ডালে ছিলেন, এবং কি উদ্দেশ্যেই আমাদের নৌকায় পড়িয়াছেন,—বলিলে বাধিত হই।"

"নৌকায় এস,—এবং বাহিয়া চল। বলিতেছি।"

এই কথা বলিলে, রামচরণ বলিল—"আমার এখন আতঙ্ক যায় নাই। বিপন্ন রাজকুমারীকে লইয়া যাইতেছি।"

"না না,—আর কোন ভয় নাই—নৌকায় আসিয়া বাহিয়া চল সব কথা বলিতেছি।"

উত্তরে এই কথা শুনিয়া রামচরণ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নৌকার আগায় উঠিয়া বসিল এবং বাহিয়া লইয়া চলিল। নৌকা একটা ডালে বাধিয়াছিল বলিয়া সে স্রোতোমুখে চলিতেছিল না,—এতক্ষণে শাখামুক্ত হইয়া নৌকা চলিতে লাগিল।

বৃক্ষতল ছাড়িয়া নৌকা বাহিরে গেল। চন্দ্র কিরণে সমস্ত জল চিক্ চিক্ করিতেছিল এবং সমস্ত দিক আলোকিত। রামচরণ দেখিল,—সেই ভীমকায় দীর্ঘায়ত ব্যক্তি চতুষ্টয়ের গালে গালপাট্টা আঁটা,—হাতে লাঠি পরিধানের কাপড় মালকোচ্চা দেওয়া।

ভবানী নৌকার মধ্য হইতে এসব দেখিতেছিল,—শুনিতেছিল, কিন্তু সে হৃদয় ভীত বা চঞ্চলিত হয় নাই। সে ঠিক করিয়াছিল—এত জলের উপরে থাকিয়া মানুষের ভয় কি।

রামচরণ হৃদয় বুঝাইতে পারিতেছিল না,—সে আবার তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার মধ্য হইতে একজন বলিল,—"আমার নাম দয়াল সিংহ। আমি মহারাজ বিজয়চাঁদের শরীররক্ষী ছিলাম—কিন্তু হায়, আমি এমনই হতভাগ্য যে, আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রভুকে বন্দী করিয়া—খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গিয়াছে। আর এক জন নগরবাসী—সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ইহারা পলাইয়া যায়। আমার সঙ্গে রূপগঞ্জের বাজারে দেখা হয়।"

রা। দয়াল সিংহ,—প্রণাম মহাশয়। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে চিন্তার হস্ত হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইলাম—রাজকন্যা ভবানীকে লইয়া আমি কোথায় যাই—কি করি—ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ভগবানই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন,—আপনার প্রভুকন্যার ভার আপনি লউন।

নৌকার মধ্য হইতে ভবানী ডাকিল—"দয়াল দাদা!"

দয়াল সিংহ বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়। বাষ্পরুদ্ধ স্নেহ-করুণ-স্বরে দয়াল সিংহ উত্তর করিল—"দিদি।"

ভ। মা অপর্ণাদেবীর ইচ্ছামত কার্য্য হইয়া গেল,—সপুরী বিনাশ হইল,—এখন আমার উপায়?

দ। মায়ের কৃপায় যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রাণপণে সে চেষ্টা দেখিব।

ভ। আমি সে উপায়ের কথা বলিতেছি না—করতোয়ায় জল আছে,—আমার কাছে অস্ত্র আছে—সে উপায়ের জন্য ভাবি না। যার বাপ স্বহস্তে আত্মীয় স্বজনের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া

কুল-নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছেন—সে কি আপন জীবন নষ্ট করিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না ?

দ। তবে কিসের ভাবনা দিদি ?

ভ। ভাবনা পিতৃশত্রুর বিনাশ হয় কিসে ?

দ। দিদি—যদি এ বৃদ্ধের প্রাণের বিনিময়ে কেহ সেই কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়—বিনা প্রার্থনায় দিতে প্রস্তুত আছি।

ভ। দাদা তোমার দক্ষিণ হাত খানি জানেলার নিকটে ধর দেখি।

দয়াল সিংহ হাসিল। বলিল,—"দিদি, সেই মাজের আঙ্গুলের কাটা দাগটা দেখিবে—বুঝি ? এই দেখ।"

এই কথা বলিয়া বজরার ছইয়ের জানালার নিকটে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিল। ভবানী বলিল,—"দাদা দাদা,—চিনিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি,—তোমরা ঐ গাছে ছিলে কেন ?"

দ। দিদি, সে কষ্টের কথা শুনিও না—আহারাভাবে মরিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। তাই ঐ গাছে বসিয়া হাটুরে নৌকা লুট করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। আজ রূপগঞ্জের হাট—এই পথে যেসকল নৌকা যাইবে,—তাহাই লুঠ করিব বলিয়া গাছে ছিলাম। তোমার নৌকা প্রথমে আসায় তাই করিতে নামিয়াছিলাম।

ভ। ছি ছি দয়াল দাদা ;—ক্ষত্রিয় বীর্য্য কি এতদিনে লুণ্ঠন ব্যাপারে নিয়োজিত হইল ?

দ। কি করিব দিদি,—পেটের দায়ে লোকে সব করিতে

পারে। অন্য উপায় নাই—হিন্দু রাজ্য রসাতলে গেল—অন্য কোন কাজ কর্ম্ম জানি না—ব্যবসাবানিজ্য করিব, কিন্তু একটি পয়সার ও সংস্থান নাই—আছে, বৃদ্ধ বাহুতে সামান্য একটু বল—তা কখনই মুসলমানের দাসত্বে নিয়োজিত হইবে না—তার চেয়ে দস্যু-তস্কর হওয়া ভাল।

ভ। না না দাদা,—তার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভাল।

দ। দিদি, ভিক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত কার্য্য। যাক্, সে কথা পাছে হবে। এখন তুমি কোথায় যাইতেছ,—তাই বল?

ভ। আমি কোথায় যাইতেছি?—জানি না দাদা, কোথায় যাইতেছি। কোথাও থাকিবার স্থান নাই—আশ্রয় পাইবার উপায় নাই—রামচরণ সাহস করিয়া কোথাও নামাইয়া দিতে পারিতেছে না,—চলিয়াছিত চলিয়াছি। রাজমহল হইতে কতদূর আসিয়াছি,—তাহাও জানি না। কতদূর আসিয়াছি, দয়াল দাদা।

দ। নৌকায় আসিতে যে কয়দিন লাগিয়াছে, জান?

ভ। হাঁ, জানি;—সেই কাল রজনী হইতে আজ পঞ্চবিংশতি রজনী।

দ। আর রাজমহল হইতে হাঁটা পথে আসিতে হইলে এস্থানে আঠার দিনে পঁহুছান যায়।

ভ। এস্থানের নাম কি?

দ। সীতাকুণ্ড।

ভ। সম্মুখে কাল মত ওটা কি দেখা যাইতেছে?

দ। ছোট একটা পাহাড়।

ভ। পাহাড় বুঝি ঐ রকম?

দ। হাঁ, দিদি; পাহাড় ঐ রকম।

ভ। রাজ্য কাহার?

দ। ইহাও মহারাজা বিজয়চাঁদের রাজ্য ছিল। কিন্তু আজ সারা রাত্রি নৌকাযোগে গমন করিলে, কা'ল সকালে ঐ পাহাড়ের তলে উপস্থিত হওয়া যাইবে। ঐ পাহাড়ের গাত্র হইতে প্রকাণ্ড শালবন চলিয়া গিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছে,—উহা প্রকৃতির নিজ রাজ্য। ওখানে আমাদের আধিপত্য ছিল না।

ভ। ওখানে কোন মানুষের বাস আছে না কি?

দ। না, ওখানে কোন মানুষের বসতি নাই। তবে কেহ কেহ বলেন,—পর্ব্বতগুহায় দুই একজন সন্ন্যাসী থাকেন,—আর পৌষ মাঘ মাসে যখন প্রবল শীত পড়ে, তখন পাহাড়ীয়াগণ তাহাদের পালিত পশু লইয়া ঐস্থানে আসিয়া বাস করে।

ভ। তুমি কি ঐস্থানে কখনও গিয়াছ?

দ। বলিতে কি দিদি, আমরা উহারই মধ্যে আশ্রয়-বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছি। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া ঐ স্থানে বাস করি।

ভ। চল দাদা,—আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়া ঐস্থানে বাস করিব।

দ। হাঁ দিদি, হিংস্রপশুপূর্ণ ভীষণ জঙ্গল কি রাজকুমারী ভবানীর উপযুক্ত বাসস্থান?

ভ। যাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে,—যাহার পিতা মুসলমানের পিঞ্জরে বন্দী হইয়াছেন—যাহার আত্মীয়-স্বজন মুসলমানের চরণে দলিত হইয়াছে—তাহার বাসস্থান জঙ্গল ভিন্ন আর কোথায় হইবে, বল? চল দাদা, ঐ জঙ্গলে গিয়া আমি পিতৃহন্তার প্রতিশোধের উপায় নির্দ্ধারণ করিব।

দয়ালসিংহ ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষের বিকট উচ্ছ্বাসে হাসিয়া

ফেলিল। সে হাসি যন্ত্রণার হাসি। দয়ালসিংহ বলিল,—কোথায় সীতাকুণ্ডের ভীষণতম জঙ্গল, আর কোথায় দিল্লীব রত্ন-সিংহাসন! কিন্তু ভবানী ব্যথা পাইবে বলিয়া সেকথার আর কোন উত্তর করিল না।

নৌকা শ্রোতোমুখের তীব্রতেজে চলিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন যখন প্রভাত সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে লোহিতবরণে উদিত হইলেন, তখন ভবানী দেখিল—প্রসারিত কলেবরা করতোয়া ক্রমে ক্ষুদ্র কলেবরা হইয়া যাইতেছে। আরও কিয়দ্দূরে গিয়া করতোয়া বাঁকিয়া একটা পর্ব্বতনিস্যন্দিনী নদীর সঙ্গে মিশিযা গেল, এবং তাহাদের নৌকা যেদিকে গেল, সে দিকে অপেক্ষাকৃত নদী ক্ষীণতমা।

ভবানী চাহিয়া দেখিল—কৃষ্ণকায় ভীষণ পাষাণস্তূপ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিযাছে। আর সেই নদীতীর হইতে অবিন্যস্ত অসমশ্রেণী দীর্ঘ দীর্ঘ শালতরু কত দীর্ঘ কাল হইতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দীর্ঘ শালতরুর সন্নিকটে ক্ষুদ্র তরু—তাহার তলে আবার অন্যান্য বৃক্ষ, ওষধি এবং লতা গুল্ম। সূর্য্যকর সে জঙ্গলে বড় প্রকাশ পায় না।

দয়ালসিংহ লাফ দিয়া তীরে নামিয়া নৌকা টানিয়া কূলে লাগাইল। অপর কয়জন পুরুষও লম্ফ দিয়া তীরে নামিল। দয়ালসিংহ বলিল—"দিদি, তবে এস। মা অপর্ণা দেবী যাহা করেন—তাহাই হইবে। এখন নামিয়া আইস।"

ভবানী—সাক্ষাৎ ভবানীর ন্যায় শক্তি ও সৌন্দর্য্যবতী, ভবানী নৌকা হইতে নামিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

রামচরণও কূলে নৌকা বাঁধিয়া তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

পাহাড়তলে—হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ বিশাল জঙ্গল মধ্যে ভবানীর আশ্রমকুটীর নির্ম্মিত হইল। দয়ালসিংহ তাহার মন্ত্রী ও দেহরক্ষী হইল। দয়ালসিংহের সহচরগণ ভবানীর সৈন্যরূপে চলিতে লাগিল,—আর রামচরণ ভৃত্যের ন্যায় ভবানীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিল। ক্ষুদ্র বজরাখানি তাহাদেব স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

ভবানী সমস্ত দিন তাহাদেব সঙ্গে কথায় ও পবামর্শে অতিবাহিত করিত, এবং রাত্রিকালে মহাশক্তির মহাসাধনায় নিযুক্ত থাকিত। দিনে দিনে—ব্রহ্মচর্য্যের বিশাল তেজে-সাধনা-সাফল্যের বিপুল জ্যোতিতে তাহার বিকশিত কুসুমলোভনীয় সুকুমার দেহকান্তি আরও জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া উঠিল। উপবাসে—সাধনক্লেশে সে দেহ ক্ষীণ না হইয়া অধিকতর কান্তি-পুষ্ট হইতে লাগিল।

একদা দয়ালসিংহ বলিল—"দিদি ঠাকুরুণ, আমাদের যা সঞ্চয় ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিল। তুমি আমাদিগকে লুণ্ঠন কার্য্যে নিষেধ করিয়াছ, কিন্তু কি দিয়া চলিবে?"

ভ। কেন দাদা,—এই পাহাড়-তলে জল আর বনজ ফল-মূলের ত অভাব নাই—আমরা ইহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিব।

দ। আমি বলি, এ বিজন জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া চল আমরা লোকালয়ে যাই,—আমরা এই কয়জন পুরুষে উপার্জ্জন করিয়া অবশ্যই তোমাকে সুখে রাখিতে পারিব। এ ভীষণ বনে আর কতদিন কাটাইবে দিদি?

ভ। না দাদা,—পিতৃহন্তার রক্তে বসুমতীর তর্পণ না করিতে পারিলে লোকালয়ে গিয়াও সুখী হইব না। আমি এই বিজনে তাহারই সাধনা করিতেছি।

দ। পাগলী দিদি,—সে সাধনার কাজ নয়,—গুলি-গোলার কাজ। কিন্তু মোগলশক্তির বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারে না—আমাদের সে আশা করা স্বপ্নে রাজ্য পাওয়ার ন্যায়।

ভ। না না দাদা, তা হবে কেন? সাধনা-বলে জগতে না হয় কি? আমি নিশ্চয় বলিতেছি—আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমি এমন এক মহাশক্তি লাভ করিব, যাহার বলে মোগলশক্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রতিহিংসার আগুন নিভাইতে পারিব।

দ। দিদি, সে বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া শরীর পাত করিয়া কি হইবে? তার চেয়ে আমার কথা শোন—চল, আমরা কোন্ লোকালয়ে গিয়া—আত্মপরিচয় গোপন করিয়া—অন্য নামে পরিচিত হইয়া বসবাস করিগে। এই নির্জ্জন বনবাসে প্রায় এক মাস অতিবাহিত করিলাম—আর এস্থান ভাল লাগে না।

ভ। দাদা, যাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে—তাহাদের লোকালয়ে সুখ কি? হয় সাধন-বলে প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তি করিব,—আর না হয়, এই জনহীন জঙ্গলে জীবন ত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা যুড়াইব।

দয়ালসিংহ সে দিন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বোধে অন্য কথার অবতারণা করিল। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর ভবানী উঠিয়া পাহাড়াভিমুখে গমন করিল। ভবানী যখন বেড়াইতে যাইত, তখন তাহার হস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল থাকিত। দয়ালসিংহ জানিত, রাজকুমারীর হস্তে ত্রিশূল থাকিত, দশটা সিংহ একত্র যুটিয়া আসিলেও সহসা তাহার কিছু করিতে পারিবে না। সেই জন্য ভ্রমণকালে দয়ালসিংহ তাহার সঙ্গে যাইত না। প্রথমে দুই একদিন যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ভবানী নিষেধ করায় আর যাইতে চেষ্টা করে না।

ভবানী প্রত্যহ পাহাড়ের তলদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা—প্রকৃতির গম্ভীরতা দেখিত। কদাচিৎ কোন কোন দিন পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিত—আবার ফিরিয়া আসিত।

সে দিন সে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাবিষ্ট চিত্তে চলিয়া যাইতেছিল—সময়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না—বুঝি বাহ্যজ্ঞানও ভালরূপ ছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—সন্ধ্যার মসী-মলিন-আবরণে পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল,—ভবানীর সে জ্ঞান ছিল না,—কিন্তু যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—তখন তাহার জ্ঞান হইল—গতিও রুদ্ধ হইল।

ভবানী বাসায় যাইবার জন্য ফিরিতেছিল—কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘন—ঠাসা-ঠাসি মেশামিশি বৃক্ষ; বন্ধুর পাষাণ-পথ ভবানী কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে, স্থির করিতে পারিল না। চারিদিকে সিংহ-ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল—

অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া দাঁড়াইল। ভবানী বিপদ গণিল।

তখন সে সাহসে ভর করিল,—এ অন্ধকারে কখনই বাসায় ফিরিতে পারিবে না। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রাণ যাইবে,—পার্শ্বস্থিত এক পাহাড়স্তূপে উঠিয়া বসিল। অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার! ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া ভবানী সেখানে বসিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি ও ভবানীর চরণ ধ্যান করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—সেই বিরাট, বিপুল অন্ধকার ভেদ করিয়া সহসা উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল। সেই আলোকে ভবানী স্পষ্ট দেখিতে পাইল,—দুইজন মানুষ কি নাড়া-চাড়া করিতেছে। ভবানী ধীরে ধীরে নামিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।

ভবানীর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। মানুষের এমন অবস্থা ঘটে, যখন সে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়—নিজে কি তাহা ভুলিয়া যায়--কেবল লক্ষ্য কর্ম্মে মন অভিনিবিষ্ট থাকে। ভবানীরও তখন সেই অবস্থা।

ভবানী সেই আলোকের একটু দূরে দাঁড়াইয়া অনিমিষ নয়নে তাহাদের কার্য্য দেখিতে লাগিল।

দুইটি মানবের একজন স্ত্রী, একজন পুরুষ। পুরুষটির দেহ দীর্ঘ, মস্তকে জটাভার বিলম্বিত—পরিধানে বৃক্ষ-বল্কল, দেহ তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট ও দৃঢ়,—বয়স অনুমান করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই। রমণীর দেহও দীর্ঘ,—নাতিস্থূল, নাতি ক্ষীণ। মস্তকের চুল অবেণীবদ্ধ ও রুক্ষ দেহের লাবণ্য মরিয়া জ্যোতি

ফুটিয়াছে,—প্রোজ্জ্বল আলোকে সে জ্যোতির লীলা ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিতেছে।

উভয়ে একটা লৌহ-কটাহে কোন পদার্থ দিয়া তাহাতে তীব্র—তীক্ষ্ণ জ্বাল দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে লৌহ-দর্ব্বী দ্বারা তাহা আলোড়ন করিয়া দিতেছিল।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। ভবানী একটা পর্ব্বতগুহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতে লাগিল।

রমণীটি লৌহকটাহ হইতে লৌহদর্ব্বীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই পদার্থ একটু তুলিয়া লইয়া পুরুষটিকে দেখাইল। পুরুষ তাহা দেখিয়া প্রসন্ন বদন হইল, এবং সত্বর উহা নামাইয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিল।

তখন কটাহ-ছিদ্র মধ্যে কাষ্ঠদণ্ড প্রদান করিয়া উভয়ে ধরাধরি করত কটাহ নামাইল,—এবং তাহাতে পূর্ণ এক কলসী জল ধারা রূপে প্রদান করিল। তারপরে দুইজনে সেই জল ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়া তন্মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র স্থালী উত্তোলন করিল। পুরুষটি স্থালীটি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া রমণীকে বলিল,—"এতদিনে পরিশ্রমের সার্থক হইল।"

রমণীও প্রসন্ন মুখে বলিল,—"কিন্তু এখনও অনেক বাকি। শত বৎসরের অদম্য অধ্যবসায়ে একটিমাত্র পদার্থ প্রস্তুত হইল—এইরূপ এখনও আর চারিটি পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিলে, তবেত অভিলষিত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে।"

পু। শোন, প্রিয়তম,—শত সহস্র বৎসরের অধ্যবসায় ব্যতিরেকে সে সুধা প্রস্তুত হইবে কিরূপে? সাধনা গুরুতর—

মানুষকে অমর করিব—যে মৃতসঞ্জীবনী প্রস্তুত হইবে, তাহার আঘ্রাণ মাত্রে মানবের জীবাত্মা তাঁহার আবাস-দেহ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে না। অথবা জীবিতাবস্থায় ইহার একবিন্দু সেবন করিলে দেহ দৃঢ় ও বহুযুগ রক্ষিত হইবে।

র। বহুদিন আপনি তন্ত্রের এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন,—বহুদিন হইতে তন্ত্র-তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণে নিযুক্ত আছেন,—বহু দিন হইতে পর্ব্বত গুহায় স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ রাং সিসা লইয়া বহু-প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন,—কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার করিলেন? লৌহ দ্বারা রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন,—কিন্তু সে স্বর্ণ জগতে প্রচার করিলেন না। প্রচার করিলে জগতের উপকার হইত।

পু। না প্রিয়তমে,—যখন স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি, তখন ভাবিয়াছিলাম, আমার সাধনার ফল জগতে প্রচার করিয়া মানবের অর্থ কষ্ট ঘুচাইব—কিন্তু যখন সাধন-সাফল্য ঘটিল,—যখন লৌহ হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলাম,—তখন দেখিলাম, ইহাতে জগতের কোন উপকার হইবে না।

র। কেন উপকার হইবে না? মানুষে যদি রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাদের উপকার না হইবে কেন? স্বর্ণ পাইলে কাহার না উপকার হয়?

পু। স্বর্ণ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই স্বর্ণের মূল্য অধিক—কিন্তু যদি স্বর্ণ ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, তবে স্বর্ণও ধূলি মুষ্টিতে কোন প্রভেদ থাকিবে না। আবহমানকাল হইতে স্বর্ণ দ্বারা জগতে মুদ্রা-পরিমাণ স্থির আছে,—সাধারণে স্বর্ণ প্রস্তুতের উপায় জানিলে কেবল তাহাই নষ্ট হইবে,—মুদ্রা বিভ্রাট ঘটিবে।

ব। হাঁ, সেকথাও ঠিক। জগতের হিতার্থ কত দ্রব্যই প্রস্তুত করিলেন, আবার তাহা সম্যক্ হিতকর নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। এবারে মৃতসঞ্জীবনী প্রস্তুত করিতেছেন—ইহাতে প্রায় শত বর্ষ কাটিয়া গেল,—আপনি বলিয়াছেন, পাঁচটি অমৃতের সংযোগে সঞ্জীবনী হইবে,—তাহার কেবল একটি প্রস্তুত হইল,—আর সেই চারিটি প্রস্তুত করিতে কি আর চারি শত বৎসর কাটিবে?

পু। চারিশত বৎসরও কাটিতে পারে,—আবার তাহার অধিক বা কম সময়েও সম্পন্ন হইতে পারে।

ব। এত দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আপনি ঐ সাধনায়-সাফল্য লাভ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রস্তুত হইবে,—কিন্তু আপনি হয়ত তখন উহা জগতের অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

পুরুষটি অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,— "প্রিয়তমে, ঠিক বলিয়াছ,—মৃতসঞ্জীবনীও জগতের অকল্যাণ সাধন করিবে,—আজি হইতে আমি ঐ কার্য্যে নিরস্ত হইলাম। স্থালী, চুল্লী, জলন্ত মূষা দূরে নিক্ষেপ কর। আজ হইতে মহাশঙ্করের চরণধ্যানে নিমগ্ন হইব।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে রমণী তান্ত্রিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন প্রিয়তম, সহসা আপনার মনে কি ভাবের উদয় হইল?"

পু। তোমার কথা ভাবিয়া দেখিলাম,—ভাবিয়া দেখিলাম, মৃতসঞ্জীবনী সুধায় মানবের উপকার না হইয়া অপকার হইবে। প্রকৃতি দেবী তাঁহার মানব-সন্তানগণের জন্যে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ব্যবস্থা;—আর মানব-কৃত্রিমহস্তে যাহা হয়, তাহা প্রতিকূল ব্যবস্থা।

র। না না,—আমার বোধ হয়, মানবের মরণই মহাশক্র। মৃত্যুর হস্ত হইতে মানবকে রক্ষা করিতে পারিলে, জগতের মহদুপকার সাধন করা যাইতে পারিবে।

পু। না প্রিয়তমে,—এতকাল পরে আজ ভাবিয়া দেখিলাম—মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু। মৃত্যু অর্থে রূপান্তর—পরিবর্ত্তন। মৃত্যু বারিত হইলে রূপান্তরেরও নিবারণ হইবে। বীজ মরিয়া বৃক্ষ হয়। ফুল মরিয়া ফল হয়। মরণ নিবৃত্তি হইলে এসকল হইবে কেমন করিয়া? অতএব আজি হইতে আমার কর্ম্মবন্ধ।

র। তবে কি মৃত্যু-স্রোত জগতে এই রূপেই চলিবে?

পু। না না,—মৃত্যু নিবারণের উপায় নাই। তান্ত্রিক সাধনায় মৃত্যু ইচ্ছাধীন করা যায়। তুমি আমি চারিশত বৎসরেরও অধিক জীবিত আছি। তবে বুঝি, কর্ম্ম শেষ হইল—বৃথা রসায়ন তত্ত্বের আলোচনায় দীর্ঘদিন কাটাইলাম,—এইবার—এইবার নূতন কার্য্যযোগ দিব।

র। এখন কি করিতে হইবে?

পু। এখন চল আশ্রমে যাই—তারপরে আশ্রম-আবাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুণ্য-প্রসূ হিমালয়ে গিয়া হিমালয় কন্যার সাধনা করিব।

ভবানী বুঝিল, এই মহাতান্ত্রিকের শরণ লইতে হইবে। ইঁহারই চরণ-বলে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি হইবে। ভবানী আর বিলম্ব না করিয়া ধীর-মন্থর গমনে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর নিকটে গমন করিল, এবং সেই চুল্লীর প্রদীপ্ত আলোকে তাঁহাদের চরণ তলে প্রণত হইল।

সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিলেন,—শক্তি-উপাসক দেখিলেন,—

ত্রিশূলধারিণী দেবী। মস্তকের কেশ বাহু, অংশ, নিতম্ব ছাড়াইয়া জানুদেশে দুলিতেছে। গাত্রের উজ্জ্বলবর্ণ চুল্লীর আগুনে আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। মুখের জ্যোতিঃ মহাশক্তির প্রদীপ্ত আভা বিকাশ করিতেছে।

সন্ন্যাসী সেই বিজন পাহাড়ে—নির্জ্জন প্রদেশে সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন—"কে মা তুমি? বনদেবী, না মহাযোগিনী মহামায়া? দাসের ছলনে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছ?"

ভবানী ব্যগ্রস্বরে বলিল,—"প্রভু, দাসীর উপরে প্রসন্ন হউন। দাসী সামান্য মানবী মাত্র। ঘটনাক্রমে চরণ-ছায়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

স। মানবী?—হওমা মানবী—তথাপি তোমায় দেবীত্ব বিকশিত। কে তুমি বল ত মা?

ভবানী আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তারপরে সমস্ত ঘটনা সন্ন্যাসীর নিকটে অকপটে বলিল। সন্ন্যাসী সমস্ত শুনিয়া বলিল,—"পৃথিবীতে এখনও রক্ত-প্রবাহ এইরূপ ভাবে চলিতেছে! আমার বিশ্বাস ছিল—এত দিন ভ্রাতৃ-প্রেমে মানুষ পরমাশান্তি লাভ করিয়াছে। তন্ত্রের আভাস—এক দিন মানবে মানবের রক্ত দেখিয়া প্রাণান্তিক বেদনা পাইবে,—কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, সে দিন এখনও সুদূর পরাহত। থাক্, এখন তুমি কি তোমার বাসায় ফিরিতে চাহ?

ভ। আপনার চরণ-তলে আমার এক প্রার্থনা আছে।

স। সে প্রার্থনা কি?

ভ। আমাকে এমন কোন এক গুপ্ত বিদ্যা শিখাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে আমি প্রাণের প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিতে পারি।

স। ভালকথা,—মহামায়ার সাধনাকর,—তিনিই তোমার হৃদয়ের রিপু বিনাশ করিবেন—প্রাণের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করিবেন।

ভ। প্রভু, আমি অন্য প্রকারে তাহা করিতে চাহি।

স। কি প্রকারে?

ভ। পিতৃ-হন্তার—মাতৃ-হন্তার—স্বদেশ-হন্তার কারণ-বীজকে সমূলে বিনাশ করিব।

স। অসম্ভব।

ভ। কেন প্রভু?

স। তুমি স্ত্রীলোক—

ভ। শুম্ভ নিশুম্ভ, মধুকৈটভ, মহিষাসুর প্রভৃতি রমণী হস্তেই নিধন হইয়াছিল।

স। সে রমণী মহাশক্তি।

ভ। সাধনবলে কি সামান্য তৃণও মহাশক্তির বল পায় না?

স। তা পায়,—কিন্তু সে কোটিযুগের সাধন-বলে।

ভ। অন্য কোন সহজ উপায় কি নাই?

স। আর কি আছে?

ভ। দেব, আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা আছে

স। অধিক সময় নষ্ট করিতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। কি কথা আছে, সংক্ষেপে ও শীঘ্র বল।

ভ। রসায়ন-তন্ত্রের সাধনায় এমন কোন পদার্থ কি আবিষ্কার হইতে পারে না যে, যাহার বলে একটি ক্ষুদ্রকায় বালকে মহামহীরুহ উৎপাটন ও বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে পারে

স। আছে। না থাকিলে ক্ষত্রিয় বীরেরা কি প্রকারে একটি গুণের সাহায্যে বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম হইতেন?

ভ। আমাকে সেইরূপ কিছু শিখাইবেন কি? আমি চরণা-শ্রিত আমাকে তাহা না শিখাইলে চরণ পরিত্যাগ করিব না।

স। না না,—আমি আর রসায়ন—তত্ত্ব ঘাঁটিব না বলিয় এই মাত্র কথা বলিয়াছি।

ভবানী তখন সন্ন্যাসিনীর দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয় বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল,—"মা—মা! আমি রমণী—জননী. আপনি সন্তানের উপর দয়া করুন,—অধিনীর আশার বাসনা পূর্ণ করুন। দেবি, নতুবা আপনাদের চরণ-তলে এদেহ পরি-ত্যাগ করিব। মা,—সন্তানহত্যা দেখিবেন কি?"

সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী বলি লেন,—"তোমার ইচ্ছা, ইহাকে কিছু শিক্ষা দেই।"

সন্ন্যাসিনী। উহার আশক্তিতে দৈবজ্যোতি বিকশিত,—প্রার্থনা একটি সামান্য বিষয়। যদি আপনার বিশেষ বাধা ন থাকে,—দয়া করিয়া শিক্ষা দিন।

সন্ন্যাসী। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব—তুমি দীর্ঘ সাধনার সহধর্ম্মিণী।

ভবানী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর চরণে পুনরায় প্রণত হইল। সন্ন্যাসী ভবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"শোন মা, আমি তোমাকে যাহা শিক্ষা দিব,—তাহাতে বিশ্ব উৎপাটন করা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান! ইহা রিপুজয়ী বীরের অস্ত্র,—স্বার্থপর রিপুদাসের নহে। খুব সাবধান হইয়া ইহার প্রয়োগ করিতে হয়।

ভ। আমি খুব সাবধানেই তাহার প্রয়োগ করিব।

সন্ন্যাসী। আর একটি কথা বলিব।

ভ। চরণাশ্রিত দাসীর উপরে যাহা আদেশ করিবেন,--তাহা প্রাণপণে পালিত হইবে।

সন্ন্যাসী। তুমি এবিদ্যা—এ তত্ত্ব আর কাহাকেও শিখাইবে না।

ভ। যে আজ্ঞা, কাহাকেও শিখাইব না।

স। আমার সঙ্গে আইস।

সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন,—ভবানী সেই তীক্ষ্ণ ত্রিশূল হস্তে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ন্যাসী একটা ক্ষুদ্র গাছ দেখাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাছটা চেন?"

চুল্লীর আলোকে সে পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্ভাসিত ছিল। ভবানী সে আলোকে গাছটি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"হাঁ, চিনি।"

"উহার কতকগুলি পাতা লইয়া ফিরিয়া আইস"—এইরূপ বলিয়া সন্ন্যাসী চুল্লীর নিকটে ফিরিয়া গেলেন। ভবানী সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষের কতকগুলি পত্র লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল।

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে চুল্লীতে কটাহ চাপাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তারপরে কিছু রাঙ্গ, কিছু সিসা, কিছু তাম্র—আর হরিতাল, মোমছাল ও স্বর্ণমাক্ষিক লইয়া প্রত্যেকটি ভবানীকে দেখাইলেন—বলিলেন—"এগুলা সব চেন?"

ভ। চিনি।

স। পরিমানের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ভ। রাখিতেছি।

সন্ন্যাসী তাহার প্রত্যেকটি ওজন করিলেন। ওজনের

তারতম্য ছিল। সবগুলি ওজন করিয়া তপ্ত লৌহ কটাহে প্রদান করত সমানীত বৃক্ষ পত্রগুলি ছেঁচিয়া তাহার মধ্যে প্রদান করিলেন। তারপরে প্রায় একপ্রহরে জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইলেন।

অনন্তর ঐ গলিত পদার্থ শীতল হইলে, উহার সমস্তটুকু একটি মূষাযন্ত্রে পূরিয়া জ্বলন্ত চুল্লীতে প্রক্ষেপ করিলেন,—ছয় দণ্ড উত্তীর্ণ হইলে, তাহা উত্তোলন করত ঝরণার জলে ফেলিয়া দিলেন। শীতল হইলে মূষা ভাঙ্গিয়া, সে গোলক বাহির করিলেন।

প্রণালী ভবানী তাহার নিকটে থাকিয়া বিচক্ষণতার সহিত তাহার প্রস্তুত শিক্ষা করিতেছিল। তারপরে সন্ন্যাসী কেবল তাম্র ও হরিতালে একত্র জ্বালাইয়া আর এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিলেন।

পরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এই নাও। ইহা দ্বারা বিশ্ববিজয় করিতে পারিবে!"

ভ। দেব—ইহার দ্বারা কি প্রকারে কি করিতে হইবে?

স। এই দুই পদার্থ পৃথক্‌রূপে চূর্ণ করিয়া তীরের অগ্রভাগে পূর্ণ করিও। এক একটা তীরের অগ্রভাগে অন্ততঃ একপল চূর্ণ পূর্ণ করিতে হইবে। সেই তীর যে স্থলে বা যাহার অঙ্গে পতিত হইবে—সেখানে শত বজ্রের আঘাত লাগিবে। উপর্য্যুপরি ঐরূপ দুইটি তীরের আঘাতে বোধ হয়, এই পাহাড়ের অর্দ্ধেকাংশ চূর্ণ হইয়া যাইবে। একটি তীরের আঘাতে এমন দশটা বৃহৎ শালবৃক্ষ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এক একটি তীরের অগ্রভাগে একপল চূর্ণ পূরিয়া দিলে, শত বজ্রের বল ও অগ্নির ন্যায় কার্য্য করিবে।

ভ। আমি ইচ্ছা করিলে, ইহা যত ইচ্ছা প্রস্তুত করিতে পারিব ?

স। তোমাকে যখন ইহার ভাগ ও প্রস্তুত প্রণালী দেখাইয়া শিখাইয়া দিলাম,—তখন কেন পারিবে না ? তবে ঐ গাছটা যেন ভুল হয় না,—আর ভাগ যেন ঠিক থাকে।

ভ। দাসীর ভুল হইবে না।

স। আমরা তবে এক্ষণে চলিলাম,—ঐ দেখ, প্রভাত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বগগনে সহস্ররশ্মির প্রথম রশ্মিকিরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভ। চরণ দর্শনে আবার কবে সক্ষম হইব ?

স। আর না,—আমরা পাহাড়-তলে আর নামিব না। আমরা এব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছি।

ভ। কোথায় গেলে দর্শন পাইব ?

স। তাহাও পাইবে না। আমরা দূর হিমাচলে চলিয়া যাইব।

ভ। তবে কি এই শেষ ?

স। হাঁ,—আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ঐ শোন, চারিদিকে বন্য পক্ষী সকল কলরব করিয়া উঠিয়াছে।

ভবানী প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী স্থালী চুল্লী ভাঙ্গিয়া পাহাড়ে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে পরিস্ফুট দিবালোকে পাহাড় আলোকিত হইল। প্রভাত সমীরে কুসুম-গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং পাখীরা মনোহর প্রভাতী গাহিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবানী ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিয়া তাহাদের আশ্রয়-গাবাস জঙ্গলে গমন করিল।

দয়ালসিংহ প্রভৃতি ভবানীর অদর্শনে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছিল,—তারপরে যখন কোথাও সন্ধান পাইল না, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিযা সকলে ক্ষুব্ধ, শোকান্বিত ও মর্ম্মাহত হইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিল।

প্রভাতে উঠিবা আর একবার ভাল করিয়া খুঁজিযা দেখিবে বলিয়া, তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হইতেছিল,—এমন সময় ভবানী আসিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল।

তাহার উন্মুক্ত কেশদামে সারারাত্রির শিশির ও বৃন্তচ্যুত কুসুমদাম পড়িযা বাধিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে কণ্টকবৃক্ষে দেহের স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া জমিয়া জমিয়া রহিয়াছে। বস্ত্রে শিশির—মুখে শিশির; চক্ষু কিঞ্চিৎ ফুল্ল, মুখও প্রফুল্ল।

দয়ালসিংহ সে মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিল, এমন একটা কোন ঘটনা ঘটিয়াছে,—যাহাতে ভবানীর মনে স্ফূর্ত্তি আসিয়াছে;—অথবা শোকে, ক্ষোভে, তাহার অবস্থা ভাল নাই। উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

দয়ালসিংহ উঠিয়া ভবানীর নিকটে গেল। বলিল,—"দিদি, কা'ল রাত্রে কোথায় ছিলে? আমরা সমস্ত বন তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া তোমার দেখা না পাইয়া সারা রাত্রি চিন্তা করিয়া মরিয়াছি।"

ভবানী তখন পূর্ব্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে মৃদু হাসিল। প্রভাতের রবি-রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল,—সে কিরণে, আর এ হাসিতে দয়ালসিংহ পার্থক্য অনুভব করিল না।

ভবানী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম—সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকারে বনভূমি আচ্ছন্ন করিল;—আর ফিরিতে পারিলাম না।"

দ। কোথায় ছিলে?

ভ। পাহাড়ের উপরেই। দয়াল দাদা, তুমি তীর-ধনু প্রস্তুত করিতে পার?

দয়ালসিংহের বোধ হইতেছিল, সে পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছে—তাহা যেন ঠিক। ভবানীর কথাগুলাও যেন উন্মাদের লক্ষণ ঘোষণা করিতেছে।

দয়ালসিংহ বলিল,—"হাঁ, জানি বৈ কি!"

ভ। ধনুকে তীর যুড়িয়া ছুড়িতে পার?

দ। পারি,—আমি তীরদ্বারা অনেকদূর লক্ষ্যও করিতে পারি। কেন, দিদি সেকথা কেন?

ভ। তোমার তীর ধনুক আছে নাকি?

দ। সেদিন একখানা সামান্য রকমের ধনুক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। হরিণ মারিয়া খাইব বলিয়া উহা প্রস্তুত করিয়াছি।

ভ। সে ধনুক আনত দাদা।

দ। এখনই?

ভ। হাঁ, এখনই।

দ। কি হবে?

ভ। আনত—দেখাচ্ছি।

দয়ালসিংহ ধনুক ও একটা তীর লইয়া আসিল। ভবানী তীরাগ্রভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল—"এমন একটা জিনিষ আন, যাহার মধ্যে খোল, অথচ বহিরাবরণ শক্ত।"

দ। বাঁশের আগা আনিব?

ভ। হাঁ, তাহা হইলেও হইতে পারে।

দয়ালসিংহ বাঁশের আগা কাটিয়া একটা চোঙ্গ প্রস্তত করিয়া আনিল।

ভবানী চোঙ্গটি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তারপরে দুইখানি প্রস্তর লইয়া সেই পদার্থ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ রূপে চূর্ণ করিয়া সেই চোঙ্গের মধ্যে পরিমিতভাগে পূরিয়া তীরাগ্রভাগে বসাইল। তারপরে দয়ালসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"দাদা!"

দ। কেন দিদি?

ভ। এই তীরটা ধনুকে যোজনা কর।

দয়ালসিংহ তীর লইয়া ধনুকে যোজনা করিল। ভবানী বলিল,—"কতদূর লক্ষ্য করিতে পারিবে?"

দয়ালসিংহ চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"ঐ যে সারি সারি সাতটা শাল গাছ দেখিতেছ, উহার মধ্যে শর নিক্ষেপ করিতে পারিব।"

ভবানী বলিল—"তাই নিক্ষেপ কর।"

দয়ালসিংহ বিনা তর্কে সেই শালবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে শর নিক্ষেপ করিল।

সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া শত বজ্র এককালে পড়িলে যেমন শব্দ ও অগ্নিবিকাশ হয়, তেমনই হইল। ভবানী, দয়ালসিংহ এবং আর আর সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহাদের জ্ঞান হইল, তখন দেখিল,—সেই সপ্ত শালবৃক্ষ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে,—এবং তাহার আশে পাশের বনস্পতি সমূহও পুড়িয়া ছাই হইযা গিয়াছে।

দয়ালসিংহ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, এ কি?"

ভ। প্রতিহিংসা নিরস্ত্রের প্রখরাস্ত্র।

দ। কোথায় পাইলে?

ভ। দৈব দয়ায়।

দ। কতটুকু সংগ্রহ করিয়াছ?

ভ। ইচ্ছা করিলে রাশি রাশি প্রস্তুত করিতে পারিব। প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়াছি।

দ। তুমি দেবী। তোমা হইতে হিন্দু-স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদিত হইবে। এ মহাস্ত্র পাইলে, আমিও বৃদ্ধ বযসে মোগল-শক্তি বিধ্বস্ত করিতে পারিব।

ভ। তুমিই আমার বল-ভরসা দাদা। তুমি আমার সহায হও—আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।

দ। এত দিনে বুঝিলাম—তুমি মহাশক্তি। তোমার শক্তিতে স্বদেশ পুনঃ স্বাধীনতা লাভ করিবে। যাহা যাহা কবিতে হইবে, আমাকে বল।

ভ। যাহা যাহা করিতে হইবে,—এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাকে না বলিলে, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক,—আমি কি কাজ করিতে পারি?—তোমাদের বোধহয়, কা'ল রাত্রে আহারাদি হয নাই?

দ। তোমাকে হারাইয়া কে নিশ্চিন্ত মনে আহারাদি করিবে? আমরা সে উদ্যোগও করি নাই।

ভ। আমি স্নান করিতে গেলাম,—তোমরা সকাল সকাল রাঁধিবার উদ্যোগ করিয়া দাও।

দয়ালসিংহ রামচরণকে ডাকিয়া লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল,—ভবানীও স্নান করিতে গেল।

পর্ব্বত-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছজলে স্নান করিয়া ভবানী মহাশক্তি মহামায়ার স্তব পাঠ করিল। তারপরে আশ্রয়-আবাসে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রাণায়ামাদি সম্পন্ন করিল। তৎপরে রন্ধন কুটীরে গমন করিয়া রন্ধন করিতে লাগিল।

ভবানী বিধবা—ভবানী হবিষ্যান্ন ভোজন করে, দয়ালসিংহ প্রভৃতিও হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকে। ভবানী তজ্জন্য কত দিন বলিয়াছে—"তোমাদের জন্য পৃথক্ অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেই।"

তাহারা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছে—"তোমার কুটীরে আমরা সকলেই ব্রহ্মচারী। তবে প্রবৃত্তির তাড়নায় যদি মাংসাদি ভক্ষণে অভিলাষ হয়,—আমরা হরিণ মারিয়া পৃথক্ স্থানে রাঁধিয়া খাইব।"

রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইয়া ভবানী খাইল। আহারাদি অন্তে—আশ্রয়-আবাসের সম্মুখে একটা বন্য পাদপ-তলে পরিষ্কৃত স্থানে—ভবানী ও দয়ালসিংহ উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

তখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ঘন বনরাজির মধ্যে এস্থানে ওস্থানে

কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন। গাছে বসিয়া পাখিগণ ললিত কাকলীতে মধ্যাহ্নের গম্ভীরতা ঘোষণা করিতেছিল।

ভবানী বলিল,—"আমায় কিছু রাং, তাম্র লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি দ্রব্য আনিয়া দিতে হইবে। যত অধিক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া দিতে পারিবে,—আমি তীরাগ্রভাগে ঐ সাংঘাতিক পদার্থ তত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিব।"

দ। ঐ সকল দ্রব্য মূল্যবান্,—উহা সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে, বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু তুমি আমাদিগকে সে কার্য্যে নিরস্ত করিয়াছ।

ভ। দেশের কাজের জন্য দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহার্থ বাহু-বল প্রয়োগ করিতে পারা যায়। আপনার গ্রাসাচ্ছাদন জন্য ঐরূপ করিলে পাপ হয়।

দ। তবে ভাবনা নাই,—আমরা বাহু-বলে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তোমার কথিত দ্রব্য প্রচুর সংগ্রহ করিতে পারিব।

ভ। কিন্তু তোমরা সবে চারি পাঁচ জন লোক,—ঐ কার্য্যে বিপদ ঘটিবার সম্ভব। তুমি আমার এই কার্য্যের একমাত্র ভরসাস্থল,—তোমার অভাব হইলে, সব বৃথা হইবে।

দ। দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে,—প্রজাগণ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে,—তাহাতে দলে অনেক লোক পাইব।

ভ। কি করিবে?

দ। অনেক যোয়ান ডাকিয়া দল গঠন করিব।

ভ। এই কার্য্যে লোকও অনেক চাই।

দ। হাঁ, তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব।

ভ। এক দিকে যেমন আমার কথিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনি দেশের যোয়ান লোক লইয়া একটা দল গঠনের প্রয়োজন, তাহাদিগকে তীর চালান শিক্ষা দিতে হইবে।

দ। আমরা আ'জ হইতেই সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের আশ্রম-আবাস তাহা হইলে কি এই স্থানেই থাকিবে?

ভ। তুমি কি বিবেচনা কর দাদা?

দ। আমি বিবেচনা করি, এস্থান আমাদের এ কার্য্যের উপযুক্ত স্থান নহে। রাজমহলের শ্মশান-চৈত্য—দেশের রাজধানীর ভগ্নস্তূপ-তলে বসিয়া দেশের লোককে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত করাই ভাল।

ভ। কিন্তু সেরপুরের অতি নিকটে হইবে। সেখানে মুসলমানের ফৌজ আছে,—প্রথমেই যদি জানিতে পারে, আমাদের কার্য্যের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কি?

দ। না দিদি, তুমি যে ভয়ানক পদার্থ সংগ্রহ করিয়াছ—ঐরূপ দশটা তীর থাকিলে আমি একাই পঞ্চাশ সহস্র মুসলমান রসাতলে পাঠাইতে পারি।

ভ। তবে এই স্থান হইতে ঐরূপ পদার্থ—আমি উহার নাম রাখিলাম,—মহাশক্তি;—অন্ততঃ একশত তীরের উপযুক্ত প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আর অন্ততঃ পঁচিশ জন যোয়ানও আমাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

দ। আ'জ রূপগঞ্জের হাট আছে,—আ'জ আমরা তবে সেদিকে যাইব।

ভ। দাদা, আমার একটি অনুরোধ।

দ। কি দিদি ?

ভ। দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে গিয়া যেন দেশের একটি লোকের একবিন্দু রক্ত পাতও না হয়। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা না হয়।

দয়াল সিংহ হাসিল,—সে কথার কোন উত্তর করি-না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনমাস পরে রাজমহলের ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্নস্তূপের উত্ত- অপর্ণার জঙ্গল মধ্যে এক প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়া উঠিল। প্রাসা- পার্শ্বে পার্শ্বে অনেকগুলি গৃহ প্রস্তুত হইল,—তারপরে সে স- লোকে পূর্ণ হইল।

সেরখাঁর কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিল। তিনি একজন গুপ্ত- পাঠাইয়া সন্ধান লইলেন,—সেখানে কাহারা কি উদ্দেশ্যে আ- করিয়াছে। গুপ্তচর ফিরিয়া গিয়া সেরখাঁকে সংবাদ প্রদান ক- যে,—এক রাণী আসিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া জঙ্গলে - করিতেছেন। তাহার ফৌজের সংখ্যা তিন চারি শতের অধিক নহে,—কিন্তু তাহারা কামান-বন্দুক বা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই করে না। তাহারা তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের উদ্দেশ্য খুব ভাল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

সেরখাঁ বিবেচনা করিলেন,—মৃত রাজার কোন আত্মীয় হয়ত লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাজ্যোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একজন বিশ্বস্ত দূতকে প্রেরণ করিলেন। সে গিয়া ভবানীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল।

দয়াল সিংহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং বলিয়াদিল,— "আমাদের রাণী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার কোন দরবারও নাই—যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, তাঁহার সমস্ত কথাই আমি জানি, এবং উত্তর করিতে পারিব। তবে বিশেষ কিছু থাকিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়াও বলিতে পারি।"

দূত বলিলেন,—"আমি বাদশাহের ফৌজদার মাননীয় সেরখাঁ বাহাদুরের প্রেরিত দূত। আমি রাণীর নিকটে কয়টি কথা জানিতে আসিয়াছি। যদি তুমি সে সকল কথার উত্তর দিতে পার,—দাও।"

দ। কথাগুলা কি জানিতে না পারিলে কি করিয়া উত্তর দিব?

দূ। হাঁ, কথাগুলা একে একে বলিতেছি,—শোন। প্রথম কথা,—এই রাণী কে? ইনি কি মৃত রাজার কেহ?

দ। হাঁ, ইনি মহারাজা বিজয়চাঁদ সিংহ বাহাদুরের কন্যা।

দূ। ইনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

দ। দূরতর এক জঙ্গলে।

দূ। এখন কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন?

দ। সম্ভবতঃ বস-বাস করিতে।

দূ। এই যে তিন চারি শত লোক তীর-ধনুক লইয়া ফিরে,— ইহারা কে

দ। রাণীর ফৌজ।

দূ। ইহারা কি করে?

দ। রাণীর সম্পত্তি ও শরীর রক্ষা করে।

দূ। এরাজ্য এখন মোগল বাদশাহের,—তাহা বোধ হয়, তোমাদের রাণীর জানা আছে?

দ। রাণী তাহা স্বীকার করেন না,—তিনি বলেন, ইহা তাঁহার পিতৃ রাজ্য—মুসলমানেরা জোর করিয়া বসিয়াছে।

দূ। "বীর ভোগ্যা পৃথিবী,"—"যোর যার মুল্লুক তার"—আগে তাহার পিতৃ রাজ্য ছিল, এখন বাদশাহের রাজ্য।

দ। হয় হইল,—তাহা লইয়া বাদানুবাদ কেন?

দূ। কথা আছে,—

দ। কি বল?

দূ। রাণী এখানে সেরখাঁ বাহাদুরের বিনানুমতিতে বস-বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

দ। আর কোন কথা আছে?

দূ। আছে।

দ। বলিয়া ফেল।

দূ। এতগুলি লোক সৈন্যরূপে রক্ষা করিতে হইলে ফৌজদার সাহেবের অনুমতি লইতে হইবে।

দ। আর?

দূ। এই উভয় কার্য্য না করায়, তোমাদের রাণী ফৌজদার সাহেবের নিকটে অপরাধিনী।

দ। তারপর?

দূ। ঐ দুইটি অপরাধ মোচনের জন্য তিনি কি কৈফিয়ৎ দিতে চাহেন?

দ। তিনি বলেন, আমার পিতৃ-সম্পত্তি—আমার স্বদেশ—

আমার বংশ-পরম্পরার জন্মভূমি—আমার এখানে বাস করিতে হইলে বিদেশীর অনুমতি লইতে হইবে,—আমার সৈন্য রাখিতে বিদেশীর অনুমতি লইতে হইবে,—এ কেমন শাস্ত্র বুঝি না।

দূ। সে কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বীর ভোগ্যা পৃথিবী। বীর-বাহু-বলে যে দেশ জয় করিতে পারে, সে দেশ তাহারই হয়। অতএব এ সকল ভূমি মোগল বাদশাহের—বিনা বন্দোবস্তে এখানে কখনই বাস করিতে পারিবেন না। আর এ সকল করিয়াছেন, বলিয়া তিনি দণ্ডার্হ হইয়াছেন।

দ। আমাদের রাণী বলিয়াছেন। ভারত ভারতবাসীরই। মোগলবাদশাহের পূর্ব্বপুরুষগণ সুদূর স্বদেশ হইতে ভূমি চাপকানের আগায় বাঁধিয়া আনেন নাই। আর বীর-ভোগ্যা পৃথিবী—কিন্তু কিছুমাত্র বীরপণা করিয়া মোগলবাদশাহ রাজমহল জয় করেন নাই। বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া—চোরের ন্যায়—দস্যুর ন্যায় নগর প্রবেশ করিয়া জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। অতএব, এদেশ কখনই তাঁহাদের নহে,—ইহা এখনও আমাদের দেশ।

দূ। রাণীকে তুমি আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস,—তিনি সদুত্তর না দিলে, তাঁহার সমূহ বিপদ।

দ। কি বিপদ?

দূ। তাহা তোমার সহিত বলিয়া কি হইবে? রাণী কি উত্তর দেন, শুনিয়া তবে সেকথা বলিব, বা জানিতে পারিবে।

দ। আর সেরখাঁর আদেশ পালন করিলেই যে বিপদ ঘটিবে না, তাহাই বা কে বলিল? যাঁহার রাজত্বে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজার উপরে সুবিচার হয় না। যিনি স্বধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিধর্ম্মী প্রজার রক্ত লইয়া ক্রীড়া করেন, তাঁহার রাজত্বে সুবিচার

কোথায়? যিনি প্রজার করুণক্রন্দন,—মর্ম্মবেদনা শুনিয়া তাহার প্রতিকার-পরায়ণ হয়েন না, তাঁহার রাজত্বে সুবিচার কোথায়? যখন আকবর বাদশাহের রাজত্ব ছিল—তখন প্রজাগণ সুবিচার পাইত,—সর্ব্বধর্ম্মী প্রজা আপন আপন ধর্ম্ম—আপন আপন জাতি বজায় রাখিয়া শান্তিতে বস-বাস করিতে পারিত,—তখন লোকে সুবিচারের আশা করিত—মুসলমান-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করিত। আর এখন প্রত্যেক প্রজা মুসলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে,—প্রত্যেক লোক মুসলমানের নামে আতঙ্কের নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

দূ। তুমি রাজদ্রোহী।

দ। নিশ্চয় নহে। আমি আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে মোগলবাদশাহের অধীন নহি—সুতরাং রাজদ্রোহী নহি। হিন্দু সকল গালি সহ্য করিতে পারে,—রাজদ্রোহী গালি সহ্য করিতে পারে না। হিন্দুর কাছে রাজা দেবতা—দেবদ্রোহী হিন্দু হইতেই পারে না। আমি যদি মোগল বাদশাহের প্রজা হইতাম, আর তাঁহার নিন্দা করিতাম—নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী হইতাম।

দূ। তুমি কাহার প্রজা?

দ। কেন তুমি কি জান না? আগে শ্রীমন্মহারাজা বিজয়-চাঁদ সিংহ বাহাদুরের প্রজা ছিলাম,—এখন তাঁহার কন্যা রাণী ভবানীর প্রজা।

দূ। তুমি অতিশয় দুঃসাহসিক। সত্বরেই তোমার এই দুঃসাহসের বিচার হইবে। এখন একবার রাণীর শেষ কথা শুনিয়া আইস। আমি চলিয়া যাইব।

দ। রাণীর শেষ কথা আমি জানি,—তুমি চলিয়া যাও। হিন্দু

শাস্ত্রে দূতের প্রাণ বধ নিষেধ—নতুবা তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইত না। সত্বরেই আমরা তোমার ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিব।

দূতের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল,—তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, এবং সমস্ত কথা সেরখাঁ-সমীপে নিবেদন করিলেন।

বাহু-বল-দৃপ্ত সের খাঁ পাঁচ হাজার সৈন্য এবং কতকগুলি কামান ও বহুল অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভবানীকে ধরিতে গেলেন।

তীরধনুক লইয়া ভবানীর সৈন্যেরা লড়াই করে, এবং তাহারা সংখ্যায় তিন চারি শতের অধিক নহে,—এই সঠিকসংবাদ শুনিয়া সেরখাঁ অবিচলিত প্রাণে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ভবানীর প্রাসাদ আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন।

ভবানীর প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া কামান পাতিয়া মুসলমানের ব্যূহ রচিত হইল। ভবানীর সৈন্য সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও নীরব—নিস্তব্ধ।

সের খাঁ ভাবিলেন,—আমাদের সৈন্য দেখিয়া হিন্দুগণ ভীত হইয়াছে। আর ভয় দেখাইবার জন্য এবং প্রাসাদ চূর্ণ করিবার জন্য তিনি কামানে আগুন দিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ পালিত হইল। ভীষণ কামানের মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দয়ালসিংহ প্রাসাদশীর্ষে উঠিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিল,—মুহূর্ত্তে—দিকে দিকে মুসলমান-সৈন্যের উপরে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিল।

বোধ হইল, আকাশ ভাঙ্গিয়া—পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া—

পৃথিবী ভাঙ্গিয়া রসাতলে গেল। শত সহস্র বিদ্যুদগ্নি একেবারে সংমিলিত হইয়া যেন বিশ্বগ্রাসী বদন ব্যাদান করিয়া মুসলমান সৈন্য উদরস্থ করিল,—এবং মুহূর্ত্তে সেই পাঁচহাজার লোক সে অগ্নিতে মৃত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।

দয়ালসিংহ সাতজন মাত্র সৈন্য ও দশটি তীর লইয়া সেরপুর আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় সেরপুর আক্রমণ ও ভস্মীভূত করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সেরপুরের মুসলমান নির্ম্মূল হইল,—দয়ালসিংহ সেখানে নূতন রাজধানী গড়াইল। সেখানে দয়ালসিংহ ভবানীর নামে রাজকার্য্য করিতে লাগিল,—ভবানী তাহার প্রাসাদেই রহিল। ভবানী যেখানে থাকিল, তাহার নাম হইল ভবানীপুর।

ভবানী একদিন দয়ালসিংহকে ডাকিয়া বলিল,—"দাদা, এত শীঘ্র যে আমার এই মহাশক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। আগের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমরা পাছের কাজ করিয়াছি।"

দ। আগের কাজ কি দিদি?

ভ। একবার দিল্লী যাইতে হইবে,—জনরবে শুনিয়াছিলাম; বাবার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাই সত্য, কি এখনও তিনি মুসলমানের কারাগারে আবদ্ধ আছেন, জানিতে হইবে। যদি কারারুদ্ধ থাকেন,—মহাশক্তির প্রভাবে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। তারপরে দিল্লী যাইবার আরও প্রয়োজন আছে।

দ। কি?

ভ। কেবল রাজমহলই আমাদের স্বদেশ নহে। সমগ্র ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ,—সমগ্র ভারতবাসী—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

আমাদের স্বজাতি—অতএব স্বদেশ ও স্বজাতির অধীনতাশৃঙ্খল কাটিয়া দিতে হইবে। দেশের অত্যাচার-অবিচার নিবারণ করিতে হইবে। তজ্জন্য মোগল-সিংহাসন ধ্বংস করিতে হইবে। দিল্লী গিয়া তাহারও সুযোগ ও সুবিধা জানিয়া আসিতে হইবে।

দ। তাহার সুবিধা কি দেখিব দিদি? যে মহাস্ত্র আছে,—দশজন তীরন্দাজ লইয়া আমি বিশ্বজয় করিতে পারি।

ভ। শুনিয়াছি দিল্লী মহানগরী,—সেখানে বহু লোকের বাস। মোগল-সিংহাসন ধ্বংস করিতে গিয়া তাহাদের সকলেরই ধ্বংস সাধন না করিতে হয়। অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ ও সুবিধা দেখিয়া আসিতে হইবে।

দ। আমি যাইব কি?

ভ। না। তুমি যাইতে পারিবে না। অন্য কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পাঠাইলে ভাল হয়।

দ। তেমন লোকের মধ্যে কেবল গদাধর শর্ম্মা আছেন।

ভ। যদি তিনি স্বীকৃত হয়েন, তাঁহাকেই পাঠাইয়া দাও। কিন্তু একখানি তীর-সংলগ্ন মহাশক্তিও তাঁহার নিকট দিও না,—কি জানি ক্রোধের পরবশ হইয়া তিনি যদি বহু জীবন ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

দ। গদাধর শর্ম্মা রিপুদাস নহেন,—তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। সত্বগুণে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।

ভ। যাহার হৃদয়ে সত্বগুণ আছে, তাহার অস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই। তাঁহাকেই তবে পাঠানর বন্দোবস্ত কর।

দয়ালসিংহ চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনার দুইমাস পরে দিল্লী নগরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত একটা বিস্তৃত মস্‌জিদের চত্বর ভূমিতে একজন মৌলভি ও কয়েক জন মুসলমান বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন। বেলা তখন অবসান প্রায়।

সেই সময় একজন দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ গদাধর শর্ম্মা।

মৌলভিসাহেব ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি কি হিন্দু?"

গদাধর শর্ম্মা কপালের ঘাম স্কন্ধবিলম্বিত উত্তরীয়াগ্রভাগে মুছিয়া বলিলেন,—"হাঁ আমি হিন্দু;—ব্রাহ্মণ।"

মৌ। আপনি বোধহয় বিদেশী?

গ। হাঁ মহাশয়,—আমি বিদেশী।

মৌ। এখানে কতদিন আসিযাছেন?

গ। সবে অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে আসিযাছি।

মৌ। উদ্দেশ্য?

গ। উদ্দেশ্য রাজধানী দর্শন।

মৌলভিসাহেব একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া একখানি আসন আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য আদেশ পালন করিয়া গেল।

গদাধর শর্ম্মা তাহাতে উপবেশন করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"এখানে ধর্ম্মকথা হইতেছিল বলিয়া শুনিতে আসিলাম।

মুসলমান-ধর্ম্ম আজি ভারতে রাজধর্ম্ম—তাহার অভ্যন্তর ভাগ কি প্রকার জানিতে বাসনা বলিয়াই এখানে প্রবেশ করিয়াছি।"

মৌলভিসাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, এইমাত্র না আপনি বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের এ দুর্দ্দশা কেন? মুসলমান ধর্ম্ম কি, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা কেন? ধর্ম্ম কি পৃথক্? ধর্ম্ম যাহা অনাদি, অনশ্বর—এবং সর্ব্ব বর্ণের, সর্ব্ব আশ্রমের সমান। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম—তাহাতে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন নাই।"

গ। কেন মহাশয়, শুনিয়াছি, আপনারা বলেন, হিন্দুরা কাফের,—হিন্দু ধর্ম্ম হেয়তায় পূর্ণ—হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাহার আত্মার অগতি অবশ্যম্ভাবি।

বৃদ্ধ মৌলভিসাহেব পুনরপি হাসিলেন। সে হাসিতে উদারতা, পবিত্রতা বিকীর্ণ হইল। বলিলেন,—"শোন ঠাকুর, যাহারা যথার্থ শাস্ত্রদর্শী—যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ—তা কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই কাহারও ধর্ম্মের নিন্দা করে না। তবে যাহারা প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানে না,—কেবল ধর্ম্মাঙ্গ কার্য্য গুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়াই জানে,—তাহারাই ঐরূপ বাদ-বিসম্বাদ করিয়া থাকে।"

গ। সে ধর্ম্ম কি?

মৌ। জীব মাত্রেই দুঃখের অধীন,—সুখ চাহিলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্যান্তিক দুঃখ নিবারণ ও আত্যান্তিক সুখ প্রাপ্তিই ধর্ম্ম।

গ। কথাটা যেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট শুনিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে।

মৌ। ধর্ম্মের কথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেও যাহা বলিবে, মৌলভি সাহেবও তাহাই বলিবে।

গ। না না,—অনেক কথার পার্থক্য আছে।

মৌ। কি কি?

গ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে গোবধ মহাপাপ বলেন,—মৌলভি-সাহেব গোবধে ধর্ম্ম হয় বলিয়া উপদেশ দেন। দেবপূজায় ধর্ম্ম হয়, একথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের,—মৌলভি সাহেব বলেন, দেবপূজা দর্শন করিলেও অনন্ত নরক হয়। এমন কত আছে—কত কথা বলিব?

মৌ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব আছেন। শাক্তেরা ছাগ মহিষ বলি দিয়া ধর্ম্ম-সঞ্চয় করেন,—বৈষ্ণবে হিংসাকে পরম অধর্ম্ম বলিয়া জানেন। বলি-দান দেখিলেও তাঁহাদের মহাপাতক হয়। কেন পার্থক্য বলুন দেখি?

গ। আপনি জ্ঞানবান্, আপনি বলুন।

মৌ। ঐগুলি ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্মচর্চ্চার পথ মাত্র। অধিকারী ও সাধন-ভেদে কর্ম্মভেদ মাত্র। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয়, সম, দম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য আছে,—কোন্ ধর্ম্মে তাহার নিন্দা এবং করণীয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছে?

গ। না, তাহা করে নাই। কিন্তু শাক্তের ছাগাদি বলি, মুসলমানের গোবধ,—এসকল কি হিংসা নহে?

মৌ। হিংসা হইলেও উহা দেবোদ্দেশে করা হয় বলিয়া প্রকৃত হিংসাপদবাচ্য নহে। বলি শোন,—একজনের ইচ্ছা

সে চুরি করে—এ প্রবৃত্তি তাহার দুর্দ্দমনীয়। আপনি বোধ হয় মানুষের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির কথা বিশ্বাস করিয়া থাকেন? অনেকে আছে, সে সৎপথে থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাহাকে অসৎকার্য্যে লিপ্ত করে। আবার অনেকের অসৎপথে যাইতে ইচ্ছা, কিন্তু সৎপ্রবৃত্তির বলে সে তাহা যাইতে পারে না, বা গেলেও পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে।

গ। হাঁ, তাহা আমি বিশ্বাস করি।

মৌ। এখন একজনের চুরি করিতে ইচ্ছা করে,—সে তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। তাহার গুরু তাহাকে যদি চুরি করিতে নিষেধ করেন, তবে সে গুরুবাক্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সে স্থলে গুরু যদি তাহার প্রবৃত্তি বুঝিয়া বলেন,—বাপু, চুরি যদি কর, তবে পুষ্প চুরি করিও—সে পুষ্প আনিয়া দেবতার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিও। ডাকাতি করিয়া দীনের অশ্রুজল মুছাইও। হিংসা—জীবহত্যা যদি করিতেই হয়, তবে দেবতার জন্য করিও—ঈশ্বরের নামে করিও। এইরূপ করিতে করিতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাদের চিত্তশুদ্ধ স্বভাবতই আছে—তাহাদের এরূপ করিয়া অগ্রসর হইতে হয় না—তাহারা অহিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে।

গ। আপনি কি সংস্কৃত জানেন?

মৌ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সে ভাষা শিক্ষা করিতে পারি নাই।

গ। আমি ভাবিতেছিলাম, আপনি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

মৌ। সে ভাবনার হেতু কি?

গ। আপনি যাহা বলিলেন, উহা হিন্দু-শাস্ত্রেরই কথা।

মৌ। শাস্ত্রে সবই এক। তবে যে দেশে যাহাদের বাস, যে কর্ম্ম যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের উপাসনা ও খাদ্যাখাদ্য প্রভেদ মাত্র।

গ। আপনি বলিয়াছিলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও আত্যন্তিক সুখলাভই ধর্ম্ম। তাহা কি উপায়ে হইতে পারে?

মৌ। চিত্তশুদ্ধি হইলে।

গ। তাহা হইলে কি হয়?

মৌ। শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। তখন মানব বুঝিতেপারে, পার্থিব সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ই যখন বিনশ্বর, তখন সুখ-দুঃখও বিনশ্বর,—পার্থিব সুখ-দুঃখের আকাঙ্ক্ষা গেলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয়। খোদাতালা তখন আপনার—তিনি আনন্দময়। অগ্নি সংস্পর্শে কাষ্ঠও অগ্নি হইয়া যায়—আনন্দময়ের সান্নিধ্য বশতঃ নিরানন্দ দূর হয়। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা যায়,—চিত্ত যখন অবিশুদ্ধ তখন মলিন। মলিন দর্পণের নিকটে জবাফুল থাকিলে, তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়ে না। কিন্তু সেই দর্পণ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে, জবাফুলের লোহিত রাগ দর্পণে ভাসিয়া উঠে। আমরা অবিশুদ্ধ চিত্ত মানব—আমরা পার্থিব সুখ দুঃখের অধীন,—আনন্দময় নিকটে থাকিয়াও এ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। যখনই চিত্তশুদ্ধ হয়, তখনই তাহার আনন্দ-কিরণ ফুটিয়া উঠে। চিত্ত আনন্দময় হয়।

গ। যদি সর্ব্বধর্ম্ম এক,—তবে মুসলমানে হিন্দুর অন্ন-জল ব্যবহার করে না কেন? হিন্দুই বা মুসলমানের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করে না কেন?

মৌ। সাধনভেদে যখন খাদ্য ভেদ, তখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পর পরস্পরের দ্রব্য আহার করিবে কেন?

গ। আপনি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম এক?

মৌ। যখন বাহিরের খোসাভূষি ছাড়িয়া মানব শুদ্ধচিত্ত হইবে—তখন সমস্ত মানব একধর্ম্মী, এককর্ম্মী। তখন সকলে মিলিয়া একপাত্রে আহার করিতে পারিবে। কোলাকুলি করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।

গ। আপনার মত মৌলভি মুসলমান সমাজে কয়জন আছেন মহাশয়?

মৌ। কেন,—সে কথা কেন?

গ। এরূপ ধর্ম্মমত—এরূপ উদার উপদেশ মুসলমানধর্ম্মে আছে লোকে ইহা জানে না।

মৌ। আমার মত—এবং আমার শত শত গুরু আছেন।

গ। কিন্তু লোকে দেখিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মৌ। লোকে কি দেখিতেছে?

গ। লোকে দেখিতেছে, মুসলমান ধর্ম্ম রাক্ষসের সাজ পরিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের জন্য রক্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া ফিরিতেছে।

মৌ। তাহার কারণ আছে।

গ। কি কারণ।

মৌ। জগতে যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মই এক একবার রাজধর্ম্ম হইয়া থাকে,—যখন যে ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হয়, তখন তাহা প্রবলতেজে মানবসমাজে বিচরণ করে,—এইরূপে সকল ধর্ম্ম মানবসমাজে ফিরিয়া বেড়াইবে।

গ। তাহাতে কি ফল হয়?

মৌ। মানবে সর্ব্ব ধর্ম্ম জানিতে পারে। ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে রাজশক্তি যোগ না হইলে, তাহা মানবসমাজে প্রচলিত হয় না। জগতে ফল এই হইবে যে, মানব সর্ব্ব ধর্ম্মের কিরণে উজ্জ্বলীকৃত হইবে।

গ। অন্য ধর্ম্ম কি ইহাতে লোপ পাইবে?

মৌ। ধর্ম্মলোপ করিবার শক্তি জগতে নাই। তবে যখন যে ধর্ম্ম রাজশক্তি সমন্বিত হইবে, তাহার শক্তি—তাহার আচার-পদ্ধতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। তাহাতে মানবের উদারতা জন্মিবে। ক্রমে বিভিন্ন ধর্ম্মী ব্যক্তিগণ একত্রে মিশিতে শিখিবে।

গ। ভারতের বাদশাহ আকবর সর্ব্বধর্ম্মীর সমান আদর করিতেন।

মৌ। রাজশক্তির তাহা অভিপ্রেত নহে। রাজশক্তি ধর্ম্মের শক্তি,—সে শক্তি জগতে বিকীর্ণ হওয়াই বিভিন্নধর্ম্মী রাজশক্তি স্ফুরণের কারণ।

গ। এই জন্যই কি ঔরঙ্গজেব বাদশাহ আপন ধর্ম্ম বিকাশের চেষ্টা করিতেছেন?

মৌ। হাঁ।

গ। এই জন্যই কি আপনার মত মৌলভিগণ তাহাতে বাধা দিতেছেন না?

মৌ। হাঁ।

গ। ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ হউক। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।

মৌ। কোথায় যাইবেন?

গ। নগর দর্শন করিতে আসিয়াছি,—তাহাই দর্শন করিয়া বেড়াইতেছি।

মৌ। আপনার নিবাস?

গ। নিবাস বঙ্গদেশে।

মৌলভি সাহেব বঙ্গদেশের নাম শুনিয়া সে দেশের আর্থিক. নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর শর্ম্মা সে সকল কথা বলিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

গদাধর সর্ম্মা সেখান হইতে বাহির হইয়া রাজপথ দিযা চলিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইতে আর বড় বিলম্ব ছিল না। সূর্য্যদেব লোহিত রঙ্গে পশ্চিমাকাশে ঢলিযা পড়িযা-ছিলেন।

রাজপথে লোকে লোকারণ্য। বিবিধ বর্ণের, বিবিধ ধর্ম্মের বহুলোক যাতায়াত করিতেছে,—দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত মানবগণ তখন মুক্ত বাতাস সেবনার্থে রাজপথে চলিয়াছে। মুটে মজুর দীন দরিদ্র সকলেই কর্ম্ম সারিয়া কেহ গৃহে যাইতেছে; কেহ বাজারে, কেহ বিপনীতে, কেহ দাতার গৃহে গমন করিতেছে। বিলাস-স্রোতে ভাসমান ধনিগণ গাড়ী পাল্কীতে চড়িয়া বিলাসবাসনার পরিতৃপ্ত্যর্থে অভীপ্সিত স্থানাভিমুখে গমন করিতেছে।

গদাধর শর্ম্মাও সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটা গলি পথের পার্শ্বে বহুলোকের জনতা হইয়াছে দেখিয়া গদাধর শর্ম্মা দাঁড়াইলেন, এবং সেই জনতা মধ্যে কি হইয়াছে, জানিবার ইচ্ছা করিলেন।

দুই একজন লোক-যাহারা সেই জনতামধ্য হইতে বাহিরে

আসিতেছিল, গদাধর শর্ম্মা তাহাদিগেরই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, উহার মধ্যে কি হইতেছে?"

সে লোকটি উত্তর করিল, "একটা লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়াছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ছুটিতেছে।"

গদাধর শর্ম্মা ভিড় ঠেলিয়া—জনতাভেদ করিয়া সেই লোকটির নিকটে উপস্থিত হইলেন।

লোকটিকে দেখিয়া গদাধর শর্ম্মা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে চেনা মুখ!

লোকটির তখন জ্ঞান ছিল না। সে হতচৈতন্য—তখনও রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে। কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না,—এক ব্যক্তি একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া দূর হইতে তাহার চোখে মুখে ঢালিয়া দিতেছিল।

গদাধর শর্ম্মা বলিলেন,—"লোকটিকে তুলিয়া ভাল জায়গায় না লইলে, এবং উপযুক্ত রূপে শুশ্রূষা না করিলে বাঁচিবে না। এখানে এত লোক থাকিতে, কেহই তাহা করিতেছেন না কেন?"

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল,—"কে উহাকে ছুঁইতে যাইবে?"

গ। কেন? ছুইলে কি হইবে? উহাকে ত মুসলমান বলিয়া বোধ হইতেছে,—মুসলমান এখানে অনেক আছেন।

একজন মুসলমান উত্তর করিলেন,—"ঐ ব্যক্তির পরণ-পরিচ্ছদ মুসলমানের বটে, কিন্তু আসল মুসলমান নয়।"

গ। তবে কি?

মু। ও হিন্দু ছিল,—তারপরে মুসলমান হয়।

গ। তবেত মুসলমান;—যখন যে কোন জাতি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই সে মুসলমান হয়, তখন আপনারা উহাকে স্পর্শ করিতেছেন না কেন? আহা,—শুশ্রূষা না করিলে ও নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

মু। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই যে ভাল মুসলমান হয়, তাহা নহে। ধর্ম্ম প্রতিপালনে মুসলমান হয়।

গ। উনি ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না?

মু। তাহা হইলে কি উহার ঐ দশা ঘটিত?

গ। কেন ঐ ব্যক্তি কি করিয়াছে?

মু। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ঐ ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করিতে পারে নাই। মদ খাইয়া একরূপ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে—এই মাত্র মদ খাইয়া যাইতেছিল—অত্যধিক মাতাল হওয়ায় পড়িয়া গিয়া ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে।

গ। কোন হিন্দুতেও বোধ হয় উহাকে স্পর্শ করিবে না?

একজন হিন্দু বলিল,—"যে স্বধর্ম্মত্যাগী, সে মহাপাপিষ্ঠ—কে তাহাকে স্পর্শ করিবে?"

তখন গদাধর শর্ম্মা বলিলেন—"বিপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই মানুষের রক্ষণীয়। যে ধর্ম্মের এবং যেরূপ চরিত্রেরই লোক যখন বিপন্ন, তখন সকলেরই কৃপার পাত্র। তোমরা একটু জল আনিয়া দাও,—আমি উহাকে ছুঁইয়া চোখে মুখে জল দিয়া দিতেছি।"

যে ব্যক্তি ঘটী করিয়া জল আনিয়া দুর হইতে সেই হত-চৈতন্য ব্যক্তির চোখে মুখে জল দিতেছিল,—সে ঘটীটা লইয়া

গিয়া পথ পার্শ্বস্থ ইঁদারা হইতে আর এক ঘটী জল আনিয়া গদাধর শর্ম্মার হাতে দিল। গদাধর সে জল লইয়া হতচৈতন্য ব্যক্তির চোখে মুখে জল দিয়া দিলেন, এবং সমবেত ব্যক্তিগণকে সরিয়া যাইবার জন্যে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লোক একটিও সরিয়া গেল না।

যখন ব্রাহ্মণ গদাধর তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, তখন আরও দুই একজন হিন্দু তাহাকে স্পর্শ করিল। তখন গদাধর শর্ম্মা তাহাদের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া লইয়া সেই ব্যক্তিকে একটা বাড়ীর বারান্দায় লইয়া গেলেন। জনতার লোকজন তখন স্ব স্ব গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সেই বারেন্দার মুক্ত বাতাসে শয়ন করাইয়া গদাধর শর্ম্মা উত্তরীয়াগ্রভাগ দ্বারা চোখে মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সমস্ত নগর দীপমালায় শোভিত হইল। শত শত আলোকে নগর উজ্জ্বলীকৃত হইল। যে দুই এক জন লোক এতক্ষণ তথায় উপস্থিত ছিল,—ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল। তখন গদাধর শর্ম্মা সেখানে একা।

অনেকক্ষণ পরে সে ব্যক্তির একটু জ্ঞান হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

গদাধর শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি একটু জ্ঞান হইয়াছে?"

যে ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়াছিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাস্তার খোয়ায় কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল।

সে বলিল,—"আমি কোথায়?"

গ। কোথায় তা আমি জানি না—আমি বিদেশী, এস্থানের নাম জানি না। একটা বাড়ীর বারেন্দায়—বাড়ীটি কাহার তাও জানি না। রাস্তায় পড়িয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া গিয়াছিল—অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলে,—ধরাধরি করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। তোমার বাড়ী কোথায়? সেখানে যাইবার উপায় কি?

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার বাড়ী? আমার বাড়ী নাই—স্রোতে ভাসা কূটার মত জগৎ-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।"

গ। থাক কোথায়?

সে ব্যক্তি বলিল,—"এই সহরের উত্তর প্রান্তে একটা অতি অপরিষ্কার ও দরিদ্র পল্লী আছে,—সেই খানে।"

গ। তোমার বোধ হয় হাঁটিবার শক্তি নাই;—আমি বিদেশী আমারও কোন নিজের স্থান নাই। এক্ষণে তোমায় এই রাস্তার ধারে অনাবৃত স্থানে কি করিয়া রাখিয়া যাইব?

ব্য। আহা মহাশয়, আমায় আবার পথের ধার—আর অনাবৃত স্থান!

গ। বুঝিয়াছি,—এখন গাড়ী করিয়া তোমার বাশায় তোমাকে পঁহুছইয়া দিলে, গাড়ীর ভাড়া দিতে পারিবে ত?

ব্য। কোথায় যাইব? আমার শূল ব্যাথা হইয়াছে,—ভাল কাজ কর্ম্ম করিতে পারি না। যে দিন ব্যাথা না ধরে, সেই দিন কুলির কাজ করিতে যাই—দু'আনা চারি আনা যা পাই,—তাই দিয়া মদ খাই। ভাত সকল দিন যোটে না।

গ। শুনিলাম তুমি আগে হিন্দু ছিলে।

ব্য। ছিলাম—হিন্দু কুলাঙ্গার ছিলাম—তাই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই মহাপাপে এ তাপ সহ্য করিতেছি।

গ। কেন মুসলমানেরা তোমায় ভাল চাকুরী দেন নাই?

ব্য। না মহাশয়। আমি লেখা-পড়া ভাল জানি না। জানিতাম লড়াই করিতে—কিন্তু ইহাঁরা বিশ্বাস করেন না বলিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

গ। কেন অনেক হিন্দু কর্ম্মচারীও ত সৈন্যগণ মধ্যে আছে?

ব্য। আছে, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগীকে বিশ্বাস করেন না।

গ। তোমার মিছে কথা। অনেক লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাদসাহ-সরকারে সামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়াছে।

ব্য। আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলাম,—ইহাঁদের মতে স্বদেশদ্রোহীকে বিশ্বাস করিতে নাই।

গ। অনেক স্বদেশদ্রোহীও পুরস্কার স্বরূপে বাদশাহ সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, বলিয়া শোনা যায়।

ব্য। আমীর মীর জুমলা এখন প্রধান সেনাপতি—তিনি স্বদেশ, স্বজাতিও স্বধর্ম্মদ্রোহীকে দুই চক্ষুর বিষ দেখেন।

গ। এখন কি স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য তোমার অনুতাপ হয়?

ব্য। সেকথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভাবিতে ভাবিতে শূল ব্যাথা জন্মিয়া গিয়াছে।

গ। ভাল, তোমার যখন শূল ব্যাথা আছে—আর আর্থিক

অবস্থাও ভাল নহে ; তখন কেন মদ্যপান কর ? উহাতে তোমার স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই নষ্ট হয়।

বা। স্বাস্থ্য ও অর্থ কি আমার আছে যে, নষ্ট হইবে ? কেন মদ খাই ?—কে বুঝিবে কেন মদ খাই,—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ জ্বলিয়া যায়। আত্মকৃত মহাপাতকের জন্য প্রাণ পুড়িয়া যায়। মহারাজা বিজয়চাঁদ সিংহের অপঘাত মৃত্যুর জন্য প্রাণ বিদগ্ধ হয়। তাই মদ খাইয়া জ্বালা নিবারণ করি। কিন্তু মদে দু'দণ্ডের জন্য জ্ঞান নষ্ট হয়—দু'দণ্ড ভুলিয়া যাই। আবার জ্বালা দ্বিগুণ হয়।

তাহার গণ্ড বহিয়া জলধারা নির্গত হইল,—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। গদাধর শর্ম্মাও আপন চক্ষুর জল মুছিয়া একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া সেই ব্যক্তিকে তাহাতে উঠাইয়া দিলেন,—এবং গাড়ী ভাড়া ও সাহায্যের জন্য তাহার হস্তে একটি আসরফি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

গদাধর শর্ম্মা তাহাকে চিনিয়াছিলেন,—সে গণেশলাল। গণেশলাল কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে আরও সাত আট দিবস দিল্লীতে অবস্থান করিয়া গদাধর শর্ম্মা যাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন, যাহা শুনিতে আসিয়াছিলেন,—তৎসমুদায় দেখিয়া শুনিয়া রাজমহলে ফিরিয়া গেলেন। পথে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

গদাধর শর্ম্মা ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে, ভবানী ও দয়াল সিংহ তাঁহার নিকটে দিল্লীর সমুদায় অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল। তারপরে তাহারা দিল্লী আক্রমণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

মহাশক্তি সমন্বিত সহস্র তীর সংগ্রহ করিয়া তীরন্দাজগণকে আহ্বান করিল। তাহারা তখন ধনুকে তীর যোজনা করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্যবেধ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। একএকজন তীরন্দাজের তূণে মহাশক্তি তীর দশটি করিয়া প্রদত্ত হইবে, বন্দোবস্ত হইল। দয়াল সিংহের নিকট কতকগুলি অধিক থাকিবে—বাকি গুলি স্বয়ং ভবানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত হইবে।

জ্যোতিষী ডাকিয়া শুভদিন দেখান হইল। যে দিন স্থির হইল, তৎপূর্ব্ব দিবসে ভবানী উপবাসে থাকিয়া মহানিশায় মহাশক্তি অপর্ণাদেবীর পূজা জপ হোম প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল, এবং তৎপরে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া যথারীতি কুশাসনে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি অবসান প্রায়। ভবানী এক স্বপ্ন দর্শন করিল। স্বপ্নে দেখিল,—বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শত যোজন, ধরিয়া সৈন্যশিবির পড়িয়াছে। শিবিরে শিবিরে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে;—মহারথ অতিরথেরা স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া পরদিনের যুদ্ধকৌশল ও ব্যূহরচনার পরামর্শ করিতেছেন। তাহার পর প্রলয়-কল্লোলে রণভেরী বাজিল,—শঙ্খনাদে সমুদ্র উথলিয়া উঠিল—রক্তের একার্ণবে পৃথিবী ডুবিয়া গেল—আকাশের পরপার হইতে যেন অসংখ্য শৃগালের চীৎকার ও রমণীর আর্ত্তস্বর মিলিয়া,

জলপ্রপাতের মত গড়াইতে গড়াইতে সেই রক্ত-সাগরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে!

ভবানী সে স্বপ্ন দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু নিমিষে সে চিত্র মুছিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইল, ভবানী দেখিল,—পূর্ণচন্দ্রের অধিত্যকার ভিতর যেন নিবিড় অরণ্য;—সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া নীল স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে—সে বনের ছায়ায় যেন অপ্সর-কন্যারা এক বহুরূপধারী অপূর্ব্ব বল্লভের সহিত লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছে। সে বনের শাখায় শাখায় শারদোৎফুল্ল মল্লিকা,—স্তবকে স্তবকে পক্ষীগান—সৌন্দর্য্য ও স্বরে যেন মোহন মুরলী বাজিয়া উঠে,—তাহার সকলের মাঝখানে এক মঞ্জুল নিকুঞ্জে পুরুষ আর স্ত্রী—দুইয়ে মিলিয়া এক!

তাহার পরে ভবানী দেখিল,—বড় গভীর রাত্রে, রাজাধিরাজ স্নেহের বিভীষিকায়, স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে;—কত মঠ, কত স্তূপ, কত চৈত্যে—দেশে দেশে মানবের ভ্রাতৃতন্ত্রের কত প্রাণজুড়ান কোলাকুলি,—দেশে দেশে জাগরণ—কত মানবীকরণ—কত রক্তশূন্য আত্মবলি। তার পরে একটা উপবনের ভিতর সেই প্রবুদ্ধ মহারাজার পার্শ্বে এক রাণী গর্ভজাত পুত্রকে লইয়া দাঁড়াইল। স্বামী শুদ্ধ—জাগ্রতজ্ঞান। স্ত্রী চিদাধার। পুত্র প্রবুদ্ধ শস্য। রাজা প্রবুদ্ধাচার্য্য;—রাণী অনুবর্ত্তিনী শিক্ষা। রাজপুত্র, সমুদয় সমুদয়া শিষ্যত্ব।

সহসা ভবানীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া কুশাসন ভিজিয়া উঠিয়াছিল,—তখনও দিবালোক ফুটে নাই। কেবল পূর্ব্বাকাশ গগনে উষার কনক-কিরণ উদ্ভাসিত হইতেছিল মাত্র।

ভবানী উঠিয়া বসিল,—স্বপ্নের কথা আদ্যোপান্ত তাহার

মনে পড়িল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্বপ্ন যে, নিতান্ত অমূলক চিন্তা মাত্র নহে,—অনেক স্বপ্ন যে, সত্যের আলেখ্য—তাহা ভবানীর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে স্বপ্নে যাহা দেখিল, তাহার কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না।—সে একান্তচিত্তে মহাশক্তি অপর্ণার চরণ-চিন্তা করিতে লাগিল।

পার্শ্বের জানেলা উন্মুক্ত ছিল। উন্মুক্ত জানেলা পথে এক চির পরিচিত কণ্ঠে মধুর স্বরে প্রভাত-গাথা গীত হইতেছিল। ভবানী স্তব্ধ কর্ণে সে গাথা শুনিতে লাগিল। গীত হইতেছিল,—

সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যাদুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥
পিণাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপা।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতাচিতেঃ॥
সর্ব্বতন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দ স্বরূপিণী।
অনন্তা ভবানী ভব্যা ভব্যাভব্যসদাগতিঃ॥
শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।
সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥
অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পটলাবতী।
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী॥
অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী সুরসুন্দরী।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গ মুনিপূজিতা॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা।
বিমলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহনবাহনা॥

নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
সর্ব্বাসুরবিনাশা চ সর্ব্বদা নরঘাতিনী।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্থ ধারিণী।
কুমারী চৈব কন্যা চ কিশোরী যুবতী সতী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া ত্বং বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা॥

সে স্তব গাথা শুনিয়া ভবানীর শরীর শিহরিল। স্বর তাহার পরিচিত,—কিন্তু গায়ককে দেখিতে পাইতেছিল না। এক দাসী আসিয়া বলিল,—"দয়াল সিংহ স্বদেশীদিগকে লইয়া বাহির হইবার আদেশ প্রার্থনা করিতেছে। আপনার পাল্কীও প্রস্তুত।"

ভবানী বলিল,—"হাঁ, আমি দয়াল সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। তুই ঐ জানেলার ধারে দাঁড়াইয়া শোন্‌ত, কে গান গাহিতেছে।"

দাসী জানেলার নিকটে গিয়া সে গান শুনিল। বলিল,—"কালিকানন্দ ঠাকুরের গলা বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে।"

ভবানী বলিল,—"শীঘ্র ছুটিয়া যা। তাঁহাকে ডাকিয়া আমার আহ্নিক ঘরে লইয়া আয়। আমি দয়াল সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সেখানে গেলাম।"

দাসী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভবানী উঠিয়া আহ্নিকের ঘরে গমন করিল।

দয়াল সিংহ আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে সে ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল। ভবানীকে বলিল,—"দিদি, তবে স্বদেশসেবক

বীরগণকে বাহির হইতে আদেশ করা যাউক? সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুভযাত্রার সময়। আপনার পাল্কীও প্রস্তুত।"

ভ। একটু অপেক্ষা কর—কালিকানন্দ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া দাসী পাঠাইয়াছি।

দ। শুভযাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়।

ভ। জ্যোতিষী বলিয়াছেন. সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে না ঘটিলে এক প্রহরের পরে আবার ভাল সময়।

দ। তবে কি সেই সময়ই যাওয়া হইবে?

ভ। তাই।

এই সময় সাক্ষাৎ শঙ্কর সদৃশ মহাযোগী কালিকানন্দ ঠাকুর দাসীর অগ্রে অগ্রে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিবামাত্র ভবানী গললগ্নকৃত বাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দয়াল সিংহও প্রণাম করিল।

ভবানীর চক্ষু দিয়া জলস্রোত বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল। রুদ্ধকণ্ঠে, আবেগময় স্বরে বলিল,—"দেব এত দিন কোথায় ছিলেন? আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

কালিকানন্দ প্রশান্তস্বরে বলিলেন,—"আমি সব জানি ভবানী।"

ভবানী একখানি কুশাসন বিছাইয়া দিয়া কালিকানন্দকে বসিতে অনুরোধ করিল। কালিকানন্দ বলিলেন,—"এখানে নহে। তোমার শয়ন গৃহে চল।"

ভবানী বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুরকে লইয়া তাহার শয়নঘরে গেল, এবং সেখানে গিয়া একখানি মৃগচর্ম্মের আসন পাতিয়া দিয়া সে একটু দূরে মেঝ্যের উপরে বসিল। তৎপূর্ব্বে কালিকানন্দ ঠাকুর মৃগচর্ম্মের আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা কি এই স্থানে থাকিতেই জানিতে পারিয়াছিলেন ?"

কা। হাঁ।

ভ। আপনি এখান হইতে কি সেই সর্ব্বনাশের রাত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন।

কা। হাঁ।

ভ। দেবীপীঠ-গহ্বর কি আপনিই বুঁজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন ?

কা। হাঁ।

ভ। দেবীর পাষাণ-পীঠ খানি কি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ?

কা। না। কঙ্কর ও মাটীদ্বারা গহ্বর পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। গহ্বর মধ্যে সে পীঠপ্রোথিত আছে।

ভ। এরূপ করিবার কারণ ?

কা। মুসলমানে সে পীঠ নষ্ট করিয়া দিবার আশঙ্কা করিয়াছিলাম।

ভ। এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

কা। হিমাচলে গিয়াছিলাম।

ভ। আপনি কি আমাদের রক্ষার জন্য কোন উপায় করিতে পারেন নাই ? আপনি ইচ্ছা করিলে, মুসলানগণকে ধ্বংস করিতে পারিতেন।

কা। (হাসিয়া) না মা, সে ক্ষমতা আমার নাই।

ভ। ভাল, আর একটি কথা।

কা। কি কথা মা ?

ভ। আপনি বলিলেন—মুসলমানেরা দেবী-পীঠ ধ্বংস

করিবে বলিয়া আপনি তাহা কঙ্করপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। জাগ্রতাদেবীর পীঠ স্পর্শ করিলে মুসলমান ভস্ম হইত না কেন?

কা। তা হয় না।

ভ। কেন হয় না?

কা। দেব-দেবী হিংসুক নহেন। মানুষ রিপুর বশীভূত—দেবতা রিপুজয়ী, তাঁহারা কর্ম্মশক্তি—কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা যেমন শত্রুর অনিষ্ট করিয়া থাকি,—তাঁহারা তাহা করেন না। তাঁহারা কর্ম্মফলই প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল একদিনে উপ্ত হয় না। বীজ যেমন সময়ে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে,—কর্ম্মও তদ্রূপ সময়ে ফল প্রদান করিয়া থাকে। দেব মন্দির স্পর্শ করিতে করিতে কেহ ভস্মীভূত হয় না। সময়ে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভ। এক্ষণে আসিয়াছেন,—ভালই হইয়াছে। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আসিলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত না।

কা। সেই জন্যই এত শীঘ্র আমার আসা।

ভ। কি জন্য?

কা। তুমি বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র লইয়া সমরোদ্যোগ করিতেছ,—সেই জন্য।

ভ। আপনি সে সংবাদ কোথায় পাইলেন?

কা। আমি তোমার সংবাদ নিত্য পাইতাম।

ভ। আমার ভুল হইয়াছে—আপনি চিন্তাশক্তির প্রেরণা বলে বিশ্বের সংবাদ অবগত হইয়া থাকেন,—আপনি সংবাদ জানিবেন না কেন। এক্ষণে, আপনি ঐ সমর সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?

কা। আমি তোমায় নিবারণ করিতে আসিয়াছি,—তোমার বিশ্বধ্বংসী ঐ মহাস্ত্র করতোয়ার গভীরজলে নিক্ষেপ কর। তোমার স্বদেশ সেবকগণকে বিদায় দাও,—আর তুমি অপর্ণা-দেবীর চরণচিন্তায় জীবনাতিবাহিত কর।

ভ। এ কি আদেশ ঠাকুর;—পিতৃ-হন্তার রক্তে বসুধার তর্পণ করিব।

কা। তুমি স্ত্রীলোক—ব্রহ্মচারিণী, তোমার এ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি কেন?

ভ। দেব আমার দেশ, আমার জাতি, আমার ধর্ম্ম—বিদেশীর পদতলে দলিত হইতেছে। আমি সাধনবলে যে মহা-শক্তি লাভ করিয়াছি—তাহার বলে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিতে পারিব—বিদেশী বিধর্ম্মীকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিব।

কা। মহামায়া অপর্ণার তাহা ইচ্ছা নহে।

ভ। শুনিতে চাহি না দেব,—মা কি হিন্দুদের মা নহেন? তিনি কি হিন্দু স্বাধীনতা—হিন্দুধর্ম্ম—হিন্দুর দেশ রসাতলে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? আর মুসলান—বিধর্ম্মী মুসলমান কি তাঁহার প্রিয়?

কা। শোন ভবানী, বিধর্ম্মী কেহ নহেন। বিধর্ম্মী কথাটা ব্যাকরণে গড়া,—কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ওকথা নাই। যে ধার্ম্মিক, সে ধার্ম্মিক। মুসলমানধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, মুসলমাননীতি, হিন্দুনীতি ও বৌদ্ধনীতির কথা বলা হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম—বিশেষণ বিহীন ধর্ম্ম—ধার্ম্মি-কের প্রাণের। রত্ন সে ধর্ম্ম হিন্দুরও যাহা, মুসলমানেরও তাহা

এবং বৌদ্ধেরও তাহাই। আচার পদ্ধতি বিভিন্ন মাত্র—সে আচার নীতিরই অঙ্গবিশেষ। অতএব বিধর্ম্মী সধর্ম্মী বলিয়া জগতে কিছুই নাই।

ভ। আপনি বোধ হয় মুসলমানদের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না।

কা। কোন্ সংবাদ রাখি না বলিয়া তোমার বিশ্বাস ?

ভ। মুসলমান বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তরবারি ও গোমাংস দিয়া নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে লোক প্রেরণ করিয়াছেন,—হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া হিন্দুগণকে মুসলমান করিতেছে।

কা। তাহাতে হিন্দুর কোন ক্ষতিই হইবে না। মুসলমানের ক্ষতি হইবে।

ভ। বলেন কি ?

কা। সত্য কথা।

ভ। আমি বুঝিতে পারিলাম না।

কা। মুসলমান ধর্ম্ম মরিয়া হিন্দুধর্ম্ম হইতেছে,—যাহা-দিগকে মুসলমান করা হইতেছে, তাহারা বাস্তবিক মুসলমান হইতে পারিবে না। আচার ভ্রষ্ট হিন্দু হইবে। গুণের ক্ষয় তরবারি বা গোমাংসের বলে হয় না। আমের আঁটির উপরে আমড়ার রস ঢালিয়া দিলে, আমড়ার চারা বাহির হয় না। যাহারা মুসলমান হইতেছে,—তাহারা মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুত্ব ঢালিয়া দিবে। হিন্দু মুসলমানে এক রক্ত হইবে। কোথাও হিন্দু পুরুষ মুসলমান রমণী,—কোথাও মুসলমান পুরুষ হিন্দু রমণী—ইহারা মুসলমান সমাজের গরাদে কাটিয়া অতর্কিতে হিন্দুর শ্রেষ্ঠাংশ মুসলমান সমাজে প্রবেশ করাইবে। ইহাদের

সন্তান-সন্ততি হিন্দু-মুসলমানের সমান আত্মীয় হইবে। এখন হিন্দু-মুসলমানে যত ছাড়াছাড়ি,—ইহারা মুসলমান সমাজে উদয় হইলে তেমনি কোলাকুলি—মিশামিশি হইবে।

ভ। তাহাতে হিন্দুদের কি উপকার হইবে?

কা। হিন্দু-মুসলমান জৈন-বৌদ্ধ বলিয়া জগতে পার্থক্য থাকিবে না। ভ্রাতৃ-তন্ত্রের মহান্ শান্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার বীজ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ প্রোথিত করিয়াছেন।

ভ। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অধিকন্তু কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারতের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—সে ক্ষতিপূরণ আর কোন কালে হইবে না। সে ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা—সে রুদ্রবাণ, ব্রহ্মবাণ, সে পাশুপাতাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, সে সম্মোহন উচ্চাটন,—সে বিমানগামী রথ,—সে সকলের শিক্ষা-দীক্ষা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সকল শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে ভারত আজি পরপদানত হইত না—মুসলমান—অনার্য্য আসিয়া আর্য্যগণকে দলিত করিতে পারিত না। হিন্দু বাহুবলে সমগ্র জগৎ শাসিত করিয়াছেন,—আর আজ হিন্দু বিদেশীর করে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও বিদলিত।

কা। মুসলমান নামে এত ঘৃণা কেন? ছি ছি ভবানী, মুসলমান আমাদের এক রক্তে উদ্ভূত ভ্রাতা। মানব মাত্রেই মানবের ভাই। মুসলমানে হিন্দুকে ঘৃণা করে—হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে, ইহা নিতান্ত অন্যায়। আর কিছু দিন পরেই হিন্দু মুসলমানে এক হইয়া কোলাকুলি করিতে হইবে। এক সুখ-দুঃখে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে।

ভ। মুসলমানও কি আর্য্যজাতি?

কা। তুমি বোধ হয় মানবেতিহাসের কোন কথারই আলোচনা কর নাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

"যে সনাতন জীবাত্মা আজ জীবলোকে জীবনামে ব্যক্ত,—ইহা আমারই অংশ, এবং শরীরস্থ হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করে।"

অতএব জীব সকলেই এক আনন্দের বিকাশ। জীব জগতে আসে সেই আনন্দ লাভের জন্য। মুসলমান অনার্য্য নহে—হিন্দু-মুসলমান এক রক্তেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক প্রবাহেই উভয়ের জন্ম। তবে যে রক্তা-রক্তির বিষম কোলাহল তাহার উদ্দেশ্য শক্তির আগমন। মুসলমান শক্তি হিন্দুতে আগমন, হিন্দুশক্তি মুসলমানে গমন। দুই খণ্ড মেঘ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া যখন এক হয়, তখন তাহাদের ঘর্ষণে ভয়ঙ্কর শব্দ, ও বজ্রাগ্নির বিকাশ হয়, কিন্তু অবশেষে মিশিয়া জলধারায় পৃথিবীর বক্ষ শীতল করে। পৃথিবীতে জাতিগত যে একটা ভেদ আছে—বর্ণগত যে পার্থক্য আছে,—তাহা বিদূরিত হইবে। পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ জাতি বসতি করিত, কেহ তাহার সন্ধানও জানিত না—কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম ধর্ম্মের মহাবীজ প্রোথিত করিয়াছেন—সেই বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই, এখন সকল দেশের, সকল বর্ণ এই ভারত-ক্ষেত্রে একত্রে মিশিতে সক্ষম হইতেছে। এই ভারত মহাধর্ম্ম-

ক্ষেত্র—এই ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর, কোন দেশেই সর্ব্বদেশের সর্ব্ববর্ণের লোভনীয় দেশ নাই। এদেশ ষড়ঋতু সেবিত—সর্ব্বশস্য সম্পূর্ণ ও সর্ব্ব সুখপ্রদ।

ভ। ঠাকুর, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই,—একটা যেন মস্ত প্রহেলিকা শুনিয়া গেলাম।

ক। যে কথা সহজে বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাই প্রহেলিকা। তুমি আচমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া আইস। আমিও একবার মাতৃ-চরণ চিন্তা করিয়া আসি,—তারপরে সকল কথার আলোচনা করিব।

ভ। আমাদের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবার শুভ সময় আপনি দিবা এক প্রহরের পর,—তাহার বোধ হয় আর অধিক সময় নাই।

ক। মানুষ রক্তে ধরাতল সিক্ত করিতে যাইবার আবার শুভ সময়। ভাল, সে কাজে আজ না গিয়া কা'লও ত যাওয়া যাইবে।

ভ। কা'ল যদি দিন না থাকে?

ক। না হয়, পরশ্বঃ দিন যাওয়া যাইবে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা হবে না। তোমার ঐ মহাশক্তি করতোয়ার গভীর জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে।

ভ। আপনি বলেন কি? আমার বহু সাধনা-লব্ধ ধনের—বড় পরিশ্রমের পদার্থের কি শেষ গতি ঐ রূপই হইবে?

ক। মহামায়া অপর্ণাদেবীর তাহাই ইচ্ছা।

ভ। ভাল, আগে আমায় সে কথা বুঝিতে দিন।

ক। আমি ঘুরিয়া আসি—তুমিও প্রাণায়াম করিয়া আইস। কালিকানন্দ ঠাকুর গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানী সেখানে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। চিন্তা করিয়া করিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

আদেশ মাত্রে দাসী আসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিয়া দিল। ভবানী স্নান সমাপ্ত করিয়া আহ্নিকে বসিল।

ভবানী যখন আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া উঠিল, তখনও কালিকানন্দ ঠাকুর আসিয়া পঁহুছেন নাই। দয়ালসিংহ আসিয়া বলিল,—"দিদি, বেলা একপ্রহর হইয়াছে—এখন কি যাত্রার উদ্যোগ করিব?"

ভ। গুরুদেব আসিয়াছেন, আজ আর যাওয়া হইবে না।

দয়ালসিংহ ফিরিয়াগেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালিকানন্দ ঠাকুরের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া ভবানী তাহার শয়ন-গৃহের মেঝের উপরে বসিয়া ছিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। একা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—গুরুদেব কি আদেশ করিতেছেন, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। তিনি কি সত্য সত্যই আমার সাধন-লব্ধ মহাশক্তির দ্বারা দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে দিবেন না? সত্য সত্যই কি মহাশক্তি অপর্ণাদেবীর তাহা ইচ্ছা নহে?

তারপরে তাহার মনে হইল, আমি গত রজনীতে যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে স্বপ্নের উদ্দেশ্য কি? সে স্বপ্নের অর্থ কি? একবার ঠাকুরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর দ্বারে উপস্থিত।"

ভবানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিল, এবং আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে মেঝ্যের উপরে বসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন বলি শোন। প্রথম কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বীজ স্বরূপ,—এবং তিনিই ঐ মহাসমরের নেতা। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য কি, একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। তুমি বলিয়াছ—এবং তোমার মত অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদিগের তথা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কখনও পূরণ হইবে কি না. সন্দেহ ?"

ভ। তা অনেকেই বলে, আমারও বিশ্বাস বা ধারণা সেইরূপ।

কা। সে ধারণা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর। তিনি স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও তেমনি বা অন্যান্য জাতিরও তেমনি। কাহারও পতন, কাহারও উত্থান, তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি পক্ষপাতী নহেন,—তবে একটা ষড়যন্ত্র করিয়া—একটা প্রকাণ্ড লড়াই বাধাইয়া ভারতের বল, ভারতের দৈবী রণবিদ্যা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন কেন ?

ভ। আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

কা। ভগবানের পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণাবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য

কি? প্রথমে জগতে এক আনন্দময় ধর্ম্মের প্রচলন ছিল। মানবে সে ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক চিদানন্দে মগ্ন থাকিত। তখন জগতে রাজা ঈশ্বর—রমণী মহাশক্তি মহামায়া। তারপরে যেমন এক শ্বেতরশ্মি দৃষ্টির আনুষঙ্গিক উপাধিদ্বারা বিভক্ত হইয়া সাত বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ সাধনাদ্বারা শক্তিলাভ করিয়া জগতে এক শক্তি বহুটি বলিয়া মানবের জ্ঞানে আসিল। বলা বাহুল্য উহা ভেদ বুদ্ধিরই মলিনতা। ভেদ দ্বারাই এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শক্তি আপন আপন বুদ্ধির অনুগত বলিয়া লোকের জ্ঞান হইল,—ধর্ম্মও নানা আকার—নানা পদ্ধতিতে পূর্ণ হইল—নানাবিশোধনে বিভূষিত হইল। মানব অহঙ্কারে উন্মত্ত হইল। জগৎ অহঙ্কারে উন্মত্ত কোলাহলে ব্যথিত বিদীর্ণ হইয়া পড়িল।

এমন অহঙ্কারী রাজা—এমন বলদর্পিত রাজা অংশ ও কলাবতারে তিনি অনেক ধ্বংস করিয়া মানবের রক্ত-কোলাহল মুছাইয়া দিয়াছেন,—কিন্তু ক্রমেই মানবের রক্ত-পিপাসার বৃদ্ধি হইয়া পড়িল,—ধরা আর সে ভার সহ্য করিতে পারেন না। তিনি সকলেরই মা,—সন্তানের দুঃখে মায়ের সন্তাপ-জ্বর উপস্থিত হইল।

ভ। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

কা। অহঙ্কারের আনুষঙ্গিক ক্রোধ, দর্প, অভিমান, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল হইল। আলোর পর অন্ধকার অতি ভীষণ। এরূপ অন্ধকার জগতে কখনও দেখা যায় নাই। আসুরিক ভাবের এরূপ প্রচার, পূর্ব্বে কখনও সম্ভব ছিল না। শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশের সহিত যে আসুরিক ভাব হয়, তাহা অতি দুর্দ্দণ্ড্য। পৃথিবী দেবী বড় অধীরা—তাঁহার

সন্তানগণ পরস্পর ভেদের ভাবে ভাই ভাই কাটাকাটি রক্তারক্তি করিয়া মরিতেছে,—সকলেই আসুরিক ভাবে উন্মত্ত। কাতরা পৃথিবী মাতা গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃষ্টি-গুণ। ব্রহ্মা দেবগণ ও পৃথিবীদেবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন, এবং সেখানে পুরুষসূক্ত দ্বারা পুরুষের উপাসনা করিলেন। ব্রহ্মা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন;—

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো-
ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ।
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ং শ্চরেদ্ভুবি॥

"ঈশ্বর পূর্ব্বেই পৃথিবীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বর কালশক্তি অবলম্বন করিয়া যে কালে পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন,—তোমরা তাহার পূর্ব্বেই আপন আপন অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর।"

ভগবান্ পূর্ব্বতমরূপে আবির্ভূত হইয়া ধরাজ্বর অপনোদন করিয়াছিলেন, বা করিবার বীজ পত্তন করিয়াছিলেন। তদংশে বৃন্দাবনে প্রেম-ভক্তির প্রচার,—মথুরায় ঐশী শক্তির প্রচার, আর কুরুক্ষেত্রে অহঙ্কার বা আসুরিক ভাবের বিনাশ। এই তিন ভাবে জগতে ভ্রাতৃতন্ত্রের শান্তি সুখ আবির্ভূত হইবে।

ভ। কি করিয়া কি হইবে, তাহা বলুন?

কা। প্রথমে প্রেম-ভক্তির কথা,—প্রেমভক্তিতে ভগবান্ আপনার হন,—জীবে জীবে এক হয়। প্রেমভক্তির সাধন কথা বলিতে গিয়া ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন;—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যং কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥

"আমি সকল ভূতেই আত্মরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে, এবং আমাকে প্রতিমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার অর্চ্চনাই বৃথা। সে অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।"

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

"সকল ভূতে আত্মরূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। জীবের উপেক্ষা করিলেই আমার উপেক্ষা করা হয়।"

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"মানগর্ব্বিত, ভিন্নদর্শী যে ব্যক্তি পরের শরীরে আমার দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বৈরভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির মন শান্তি লাভ করে না। ভূতের দ্বেষই আমার দ্বেষ।"

অহমুচ্চাবচৈদ্র্ব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াঽনঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥

"যদি কেহ ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া উচ্চাবচ দ্রব্য দ্বারা আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে অর্চ্চনা দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই না। জীবের অবমাননা করিলেই আমার অবমাননা করা হইল।"

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥

"প্রতিমাদিতে সেই কাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনা করিবে, যে কাল পর্য্যন্ত আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।"

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

"যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রও ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শী লোকের জন্য আমি মৃত্যুরূপী হইয়া উগ্রভয় উৎপাদন করি।"

এই নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ভক্ত মুক্তিবাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাহার প্রতি জীবে ভগবানের উপলব্ধি করিয়া জীবের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। এবং যখন ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন; তখন ঈশ্বরের পরাশক্তি হইয়া তাঁহারা জীবের জন্য সেই শক্তির নিত্য সঞ্চার করেন।

নির্গুণ ভক্তিই প্রেমধর্ম্মের প্রথম অধিকার। যেখানে দেখিবে, কপাল যুড়িয়া—সর্ব্বাঙ্গ যুড়িয়া তিলক-কাটা, সেখানে দেখিবে মোটা মোটা মালা, বিগ্রহসেবার বিপুল ঘটা,—কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ অর্থের জন্য দাগাবাজি, কামের সেবা, গুরুলোকের অপমান—সেই খানেই জানিবে ভক্তির অপব্যবহার। যেখানে দেখিবে প্রতিমাতে শ্রদ্ধা—ততোধিক মানুষিক প্রতিমার আদর,—ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি,—বিনারক্তে আত্ম-বলি,—বাহ্য ঘটা নাই, কপট আড়ম্বর নাই—কিন্তু সকলের সহিত অকৃত্রিম অকপট প্রণয়, সকলের মঙ্গলেচ্ছা—সেই খানেই ভক্তির সুসংযোগ। ভ্রাতৃ-ভাব ও ভালবাসা নির্গুণ ভক্তির প্রধান অঙ্গ।

সকাম সগুণ ভক্তিতে নিজের মুক্তি কামনা থাকে। নিষ্কাম নির্গুণ ভক্তিতে নিজের সম্বন্ধে কোন বাসনাই থাকে না। ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্ত কৈতব জ্ঞান করেন।

এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভক্তিযোগের একমাত্র অধিকার। যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নাই, সেখানে ভক্তিও নাই।

এই ভালবাসা বৃত্তি গাঢ় ও ঘন হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একত্রীভূত হয়। অর্থাৎ সকল জীবে ভগবানের যে অংশ, তাহা ভক্তের মনে একীভূত হইলে এক ভগবানই সেই ভালবাসার আধার হন। এবং সকল জীব ভগবানে অন্তর্ভূত হয়। তখন আর জীব থাকে না। কেবলমাত্র ভগবানের জ্ঞান থাকে। ভগবানকে ভালবাসিয়া জীব আত্মহারা হয়।

জগতে এই প্রেম-ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই পূর্ণতম ভগবানের আবির্ভূত হইবার কারণ। ব্রজধামে স্বজনের সহিত ইহার লীলা করিয়া--জীবে আদর্শ দেখাইয়া কুরুক্ষেত্র সমরে জগতের শান্তিবীজ রোপণ করিয়াছিলেন।

দৈবী অস্ত্র—যাহাদ্বারা অর্জ্জুনাদি অমানুষিক কাণ্ড সংঘটন করিয়া পৃথিবীতে রক্ত-কোলাহল তুলিয়াছিলেন,—তাহার শিক্ষা-দীক্ষা চিরতরে বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যেখানে রাজশক্তির আসুরি ভাব ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রে নিবিয়া গেল। অবশিষ্ট পরীক্ষিতের ক্ষত্রিয়তেজ তক্ষকের বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

জগতে ভ্রাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রকৃতিদেবী তাঁহার সন্তানদিগকে রক্তরাজ্যের সীমা হইতে টানিয়া লইয়া শান্তির সুখ নিকেতনে বসাইবেন। তাই ধ্বংসের মুখে উন্নতির দিকে

লইতেছেন। তুমি আমি মৃত্যুর কথা শুনিলে ম্রিয়মান হই,—কিন্তু বাস্তবিক মৃত্যু ভয়াল নহে,—রূপান্তর মাত্র।

মানুষের উপরে মানুষ অত্যাচার করিবে,—তাহাদের পরিশ্রমের ধন বিলাস-ব্যসনে উড়াইয়া দিবে, ইহা মাতা প্রকৃতির ইচ্ছা নহে। তাই তিনি সমগ্রদেশের মানবকে ঘটনাক্রমে একত্রে মিলাইয়া—পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করিয়া, পরস্পরে প্রেমে মিশামিশি কোলাকুলি করিবে।

ভ। সে কত দিনের কথা?

কা। তোমার আমার নিকট দু'দশবৎসর দীর্ঘ সময়,—প্রকৃতির নিকটে কর্ম্ম কাল সাপেক্ষ। কাল হইলেই কর্ম্ম হইবে।

ভ। গুরুদেব, গত রজনীতে আমি একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি।

কা। কি স্বপ্ন?

ভবানী তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল কালিকানন্দ পুলকপূর্ণ কলেবরে গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,—"ভবানী. মা,—যোগাভ্যাসে তোমার সুষুম্নানাড়ী পরিষ্কৃত হইয়াছে,—তাই মা অপর্ণাদেবী তোমাকে দব ভবিষ্যতের ছবি দেখাইয়াছেন। স্বপ্ন নয় মা,—ভবিষ্যতের জীবন্ত চিত্র তোমার মানস-ভিত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে। বলি শোন,—স্বপ্নের প্রথমে যে যুদ্ধের কোলাহল ও অস্ত্রের ঝন্ঝনা শুনিয়াছিলে—তাহার সময় কুরুক্ষেত্রে মহাসমর,—এখানেও তাহার অনুবৃত্তি—আরও কিছুদিন এভাবে জগতে থাকিবে। তারপরে জগৎ হইতে এ রক্তকোলাহল উঠিয়া যাইবে,—রাজশক্তির আসুরী অত্যাচার পৃথিবী হইতে

অন্তর্হিত হইবে। তাই তুমি দেখিয়াছ, সে চিত্র মুছিয়া গিয়াছে।

তারপরে স্বপ্নের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যাহা দেখিয়াছ,—তাহা নির্গুণ ভক্তিযোগ। বৃন্দাবনের মধুর লীলা। বহুত্ব মুছিয়া একত্বের আবির্ভাব। জগৎ জুড়িয়া মানবে মানবে একীকরণ—প্রাণভরা প্রেমের গান।

প্রজাশক্তিতে জগৎ চালিত। প্রাণে প্রাণে মিশামিশি,—শান্তিতে মানব-প্রাণ পরিপূর্ণ। তুমি দেখিয়াছ,—রাজাধিরাজ স্নেহের বিভীষিকা স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে,—একদিন এমন আসিবে, যখন জগতের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইবে—প্রজাই প্রজার হিতার্থে রক্তশূন্য আত্মবলি দিবে। দেশে দেশে মানবের মাতৃ তন্ত্রের মানবীকরণ হইবে। তখন সমগ্র দেশে—সমগ্র জগতে এক রাজা ও এক রাণী হইবেন,—কিন্তু এ আসুরী ভাব বিলুপ্ত হইবে। তখন রাজা জাগ্রত জ্ঞান,—রাণী সেই প্রজাগণের আধার, আর রাজপুত্র শিষ্য। তখন জগৎ শান্তিময় হইবে।

ভবানী, এ স্বপ্ন দেখিয়া এখনও সাধন-লব্ধ মহাশক্তি লইয়া মানবের বক্ষরক্ত পান করিতে দিল্লী যাইতেছ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রোথিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। মুসলমানের পতন হইবে,—আবার কোন্ ন্যায়বান্—অপেক্ষাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান দৃপ্ত জাতি আসিয়া ভারতে রাজত্ব করিবে। মানবের একীকরণ বিষয়ে—মাতৃতন্ত্রের প্রচার বিষয়ে তাহারা শিক্ষা-দীক্ষা দিবে, এবং কালে জগতে মাতৃ-তন্ত্রের প্রচার হইবে। ভবানী; দৈবীঅস্ত্র ভগবান্ বিনাশ করিয়া গিয়াছেন—তুমি সে অস্ত্র ধারণ করিও না।

করতোয়ার গভীর জলে উহা ফেলিয়া দিয়া, মাতৃ-চরণ-ধ্যানে জীবনাতিবাহিত কর।

ভ। আপনি ?

কা। আমি যেখানে গিয়াছি, সেই স্থানেই থাকিব।

ভ। আমি ?

কা। তুমি অপর্ণাদেবীর পীঠ-গহ্বর উন্মুক্ত করিয়া মন্দির নির্ম্মান করিয়া দাও—এবং মায়ের পূজার্চ্চনায় দিনাতিপাত কর। আমি আর অপেক্ষা করিব না,—এখনই চলিয়া যাইব।

ভ। তবে কি মহাশক্তি বিসর্জ্জন দিব ?

কা। আমার যাহা বক্তব্য ছিল, বলিলাম,—এক্ষণে তোমার বিজ্ঞান-বুদ্ধিবলে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

কালিকানন্দ ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মস্তকের জটাজাল চরণ-চুম্বন করিল। ভবানী প্রণাম করিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

কালিকানন্দ ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালিকানন্দ ঠাকুর চলিয়া গেলেন। ভবানীর তখনও কথা শুনিয়া প্রাণের আশা মিটে নাই,—বলিবার অনেক ছিল বলা হয় নাই—শুনিবার অনেক ছিল শোনা হয় নাই। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন,—বাধা দিতে ইচ্ছা করিয়াও বাধা দিতে পারে

নাই। এখন ভবানী কি করিবে? তাহার সাধন-লব্ধ মহাশক্তি কি সত্য সত্যই করতোয়ার গভীরজলে ভাসাইয়া দিবে। শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও কি স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিবে না?

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল,—"দয়ালসিংহ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এখন দেখা করিবার অবকাশ আছে কি?

ভবানী উঠিয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখে তখন চিন্তার চিহ্ন খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

দয়াল সিংহ বলিল,—"দিদি-ঠাকুরাণি, অদ্য কি আমাদের যাওয়া হইবে না?"

ভবানী উদাস নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"না, কখনও যাওয়া হইবে না।"

দ। কি বলিলে দিদি, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভ। আমার গুরুদেবের আদেশে আমি সাধন-লব্ধ মহাশক্তি করতোয়ার জলে নিক্ষেপ করিব। মুসলমান আমার ভাই—জগদ্বাসী আমার ভাই—ভ্রাতৃ-রক্তে ধরা কলঙ্কিত করিব না।

দ। তাহারা যে হিন্দুর রক্তে পৃথিবী সিক্ত করিতেছে?

ভ। মহামায়ার তাহাই ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

দ। এই কথাই কি সত্য?

ভ। গুরু[illegible] বেদ বাক্য অপেক্ষাও সত্য।

দ। তুমি [illegible] কি করিবে?

ভ। [illegible] ষাণ উদ্ধার করত তাহারই সেবা করিয়া [illegible]

দ। আর আমরা ?

ভ। তোমাদের ইচ্ছা হইলে স্ব স্ব আবাসে গিয়া স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পার,—ইচ্ছা হইলে এই আবাসে থাকিয়া অপর্ণাদেবীর সেবা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পার।

দয়াল সিংহ মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইল। কালিকানন্দ ঠাকুরের উপরে তাহার মর্ম্মান্তিক রাগ হইল। কোন কথা বলিতে যেন তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দয়াল সিংহ বলিল,—"এখন আমি কি করিব ?"

ভ। দাদা, দুঃখিত হইও না। আমার গুরুদেব সিদ্ধ পুরুষ—যোগ-সিদ্ধির বলে তিনি ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়া জীবের হিতার্থে যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য। তুমি আমার মত এই আবাসে থাকিয়া দেবসেবায় জীবনের উন্নতি কর।

দয়াল সিংহ সাশ্রুলোচনে বলিল,—"তাহাই হউক।"

ভবানী বলিল,—"আগামী কল্য প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন হইবে। তুমি তাহার আয়োজন কর।"

দ। প্রতিষ্ঠা কিসের ?

ভ। অপর্ণাদেবীর মন্দিরের।

দ। বিসর্জ্জন ?

ভ। মহাশক্তির।

দয়াল সিংহ চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রভাতে প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনের বাদ্য-কোলাহলে

বনভূমি মুখরিত হইল। বহু ব্রাহ্মণ, বহু দরিদ্র, বহু লোকজনের সমাগম হইল,—সেই বাদ্যোদ্যমের মধ্যে অপর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবানী করতোয়ার স্বচ্ছ নীলজলে মহাশক্তির বিসর্জ্জন করিল।

দয়াল সিংহ কাঁদিয়া বলিল,—"এ মহাশক্তির কি আর প্রতিষ্ঠা হইবে না?"

অপর পার হইতে প্রতিধ্বনি হইল,—"প্রতিষ্ঠা হইবে না?"

সমীর ডাকিয়া বলিল—"হইবে।"

পাখী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিসে?"

আকাশের মেঘ ডাকিয়া বলিল,—"বনাবৃক্ষেণ আত্ম বলিতে।"

ভবানীর আবাস দীন দরিদ্রের আশ্রয় স্থল হইল। পীড়িতের চিকিৎসালয় হইল। ভবানী সেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকগণের জন্য পাঠাগার নির্ম্মাণ করাইলেন। সহস্র সহস্র লোক সেখানে থাকিয়া ভোজন, পান বসবাস করিত। যাহার যা অভাব সেখানে আসিলে তাহা পূরণ হইত। অন্নভাণ্ডার সেখানে সদা উন্মুক্ত। ঔষধালয়ের দ্বার সদা অনাবরিত। জ্ঞানদান জন্য শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইলেন।

ভবানী এত অর্থ কোথায় পাইল? কালিকানন্দ ঠাকুর বহুতর হীরা মণি মাণিক্য অপর্ণাদেবীর পীঠ-গহ্বরে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। এবং একখানি ভূর্জ্জপত্রে [illegible] সেই অর্থের ব্যয়ের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

লোকে সেই স্থানকে ভবানীপুর এবং ভ[illegible] আবাসকে ভবানীর মঠ বলিত।

সের খাঁর সসৈন্যে বিনাশের কথা, কয়েকজন মুসলমানে যাহারা বাঁচিয়া দিল্লীতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছিল,—তাহারা সেখানে গিয়া বলিল—বজ্রাঘাতে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা যে কল্পনা-বলে সে কথা রটাইয়াছিল, তাহা নহে। ভবানীর মহাশক্তি মেঘ-মন্দ্রস্বরে সৈন্যের উপরে পড়িয়া বজ্রাগ্নির ন্যায়ই তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। ঐ কয়জন মুসলমান কার্য্যান্তরে দূরে ছিল,—দূর হইতে তাহা দেখিয়া বজ্রপাতে মৃত্যুর কথাই বলিয়াছিল।

বর্ষাপ্লাবিত ঘন-জঙ্গল সমাচ্ছাদিত নদীবহুল দেশে আর পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করা বা সে দেশে একজন পৃথক্ শাসনকর্ত্তা রাখা ঔরঙ্গজেব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি জানিতেন, সে দেশ তখন তাঁহারই রাজ্যাধীন—একজন বাঙ্গালীকে সেদেশের জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক সের খাঁর মৃত্যু বজ্রাঘাতে হইয়াছিল বলিয়াই উল্লেখ করিয়া যান।

ভবানীর মঠে শক্তি-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ক্ষুদ্রত্ব বিশালত্বে পরিণত হয়। যাহা ভবানীর ক্ষুদ্রমঠে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কালে তাহা বিশাল কায় ধারণ করিতে পারিবে না,—কে বলিল?

ভবানীপুর আছে, ভবানী নাই। ভবানীপুর আছে, ভবানীর মঠ নাই।

ভবানী, এস মা,—আমরা বড় দিশেহারা হইয়াছি। আমাদিগকে তোমার গুরূপদেশ বুঝাইয়া দাও। তোমার মঠ-মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ কর। আমরা ক্ষুদ্র-জ্ঞানহীন, প্রহেলিকা-লীলা বুঝিতে অক্ষম।

মহাশক্তি ভ্রাতৃ-তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে—কালিকানন্দ ঠাকুর এ ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়াগিয়াছেন। ভ্রাতৃ-তন্ত্রের শান্তি জগতে বিকীর্ণ হউক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণ।